আল কুরআনে অনারবি শব্দ : একটি বিশ্লেষণ

(Non Arabic words in the Holy Quran : An analysis)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক :

ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

গবেষক :

মুহাম্মাদ বিন সিদ্দীক

এম. ফিল. রেজি. নং : ১৫৬
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬ - ২০১৭ ইং
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯২০-৭৩/৬২৯০, ৬২৯১

তারিখ : ২০/০৯/২০১৯ ইং

DEPARMENT OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
Phone : 9661920-73/6290, 6291

Date : 20/09/2019

প্রত্যয়নপত্র

জনাব মুহাম্মাদ বিন সিদ্দীক কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "আল কুরআনে অনারবি শব্দ : একটি বিশ্লেষণ" (Non Arabic words in the Holy Quran : An analysis) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে,

- এ গবেষণা কর্মটি আমার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত হয়েছে।
- এটি একটি তথ্যবহুল ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোথাও উক্ত শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।
- এই অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপিটি আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছি।
- অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দ্যেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন প্রদান করছি।

(ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম)

সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণাপত্র

মহাজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের দরবারে সেজদাবনতচিত্তে হাজারো লক্ষ কোটি শুকরিয়া আদায় এবং আলোর দিশারী মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিবারবর্গের প্রতি দুরুদ ও সালাম প্রেরণ পূর্বক আমি ঘোষণা করছি যে, “আল কুরআনে অনারবি শব্দ : একটি বিশ্লেষণ” (Non Arabic words in the Holy Quran : An analysis) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণার ফসল। আমার জানা মতে উক্ত শিরোনামে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এটি ইতিপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী লাভ করা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপন করা হয়নি।

আমার এ গবেষণার বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি। উক্ত অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করছি।

(মুহাম্মাদ বিন সিদ্দীক)

এম.ফিল. রেজি. নং : ১৫৬
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬ - ২০১৭ ইং
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

আরবি বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন ও সংকেত সূচী

ا	=	আ
ب	=	ব
ت	=	ত
ث	=	স
ج	=	জ
ح	=	হ
خ	=	খ
د	=	দ
ذ	=	য
ر	=	র
ز	=	য
س	=	স
ش	=	শ
ص	=	স
ض	=	দ
ط	=	ত
ظ	=	য
ع	=	‘

غ	=	গ
ف	=	ফ
ق	=	ক্ব
ك	=	ক
ل	=	ল
م	=	ম
ن	=	ন
و	=	ও, ব
ه / ـه	=	হ
ء	=	’
ي	=	য়
হি.	=	হিজরী
খ্রী.	=	খ্রীষ্টাব্দ
খ.	=	খণ্ড
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
ﷺ	=	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
ﷺ	=	রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু
ﷺ	=	‘আলাইহিস সালাম

Dhaka University Institutional Repository

সূ চী প ত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা নং
প্রচ্ছদ	
প্রত্যয়নপত্র	
ঘোষণাপত্র	
আরবি বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন ও সংকেত সূচী	
সূচীপত্র	
ভূমিকা	১
প্রথম অধ্যায়	০৫ - ২০
আল কুরআ'নের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৬
কুরআ'ন সংকলনের ইতিহাস	৯
• রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে কুরআ'ন সংকলন	৯
• হযরত আবু বকর ﷺ -এর যুগে কুরআ'ন সংকলন	১১
• হযরত 'উসমান ﷺ -এর যুগে কুরআ'ন সংকলন	১২
কুরআ'নের ভাষাগত ও সাহিত্যিক মান	১৩
কুরআ'নের ভাষা ও বিজ্ঞানের গবেষণার মাঝে আশ্চর্য সামঞ্জস্য	১৫
কুরআ'নের গুরুত্ব ও মর্যাদা	১৭
কুরআ'নে শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের অলৌকিকতা	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	২১ -৩০
আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	২২
আরবি ভাষার গুরুত্ব	২৪
আরবি ভাষায় কুরআ'ন নাযিলের কারণ	২৫
কুরআ'নে বর্ণিত আরবি-অনারবি শব্দবিন্যাস	২৬
আরবি ভাষায় অনারবি শব্দের প্রবেশের সংক্ষিপ্ত কথা	২৬
কুরআ'ন নাযিলের পূর্বে আরবি ভাষায় ব্যবহার	২৬
খত্তে 'উসমানীতে কুরআ'ন লিখার কারণ	২৭
কুরআ'নে গদ্য-পদ্যের সমন্বয়	২৮
অনারবি ভাষার উপর কুরআ'নের প্রভাব	২৯
কুরআ'নে যেসব অনারবি ভাষা বিদ্যমান	৩০
তৃতীয় অধ্যায়	৩১ -১৫৮
• সুরিয়ানী ভাষাঃ প্রাচীন সিরীয় ভাষা	৩৩
• হিব্রু ভাষা	৪৬
• নবতাঈ / নাবতী ভাষা	৬০
• হাবশী / ইথিওপিয়ান ভাষা	৭১
• ফারসি ভাষা	৮৭
• রোমান ভাষা	৯৯
• মাগরিবী আরবি ভাষা (দারিজ)	১০৪
• বারবারী ভাষা	১০৭

Dhaka University Institutional Repository

• কিবতী ভাষা	১১০
• যাঞ্জী ভাষা	১১৪
• তুর্কী ভাষা	১১৮
• অনারবী শব্দ	১২১
• ইয়াহুদীদের ব্যবহৃত শব্দ	১৫৭
চতুর্থ অধ্যায়	১৫৯ -১৭৮
০১ নং ছক	১৬০
০২ নং ছক	১৭২
ভাষাভিত্তিক অঞ্চলের মানচিত্র	১৭৩
অন্যান্য	১৭৯ -১৮৬
উপসংহার	১৭৯
গ্রন্থপঞ্জি	১৮২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মহাগ্রন্থ আল কুরআ'ন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানীগ্রন্থ। পবিত্র কুরআ'নের ভাষা, শব্দ চয়ন, বর্ণনাভঙ্গি, বাক্যবিন্যাস, বালাগাত-ফাসাহাতের মতো অন্য কোন সাহিত্য এত উচ্চ অর্থ র নয়। আল কুরআ'নে আছে উপদেশ, আদেশ-নিষেধ, উপমা, ইতিহাস, পূর্ববতী নবী-রাসূলগণের কার্যবিবরণী, মানুষের ব্যাক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক নির্দেশনা, জাগতিক ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তির পথের দিশা। কুরআ'নের তুলনা কুরআ'ন নিজেই। এতে আছে চিন্তাশীল, জ্ঞানবান ও গবেষকদের জন্য অগণিত নিদর্শন ও জ্ঞানভাণ্ডার।

কোন ভাষায় ভিন দেশী ভাষার ব্যবহার সেই ভাষার মান নষ্ট করে না বরং সেই ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে আরও বৃদ্ধি করে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ভাষ্যমতেঃ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "নিশ্চয়ই আমি কুরআ' নকে আরবি ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো"।[1] قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ "আরবি ভাষায় এই কুরআ'ন বক্রতামুক্ত। যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে"।[2] وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ. "আর অবশ্যই এই কুরআ'ন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত আত্মা তথা (জিব্রাইল) এটা নিয়ে অবতরণ করেছেন। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো। অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়"।[3] এখন প্রশ্ন হতে পারে, কুরআ'ন যেহেতু আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে তবে এতে অনারবি শব্দের ব্যবহার কেন? এর জবাবে বলা যায় যে, আসলে 'ভাষা' ও 'শব্দ' এক নয়। একটি ভাষায় অন্য ভাষার কিছু শব্দের ব্যবহার থাকতে পারে। তাতে ভাষার পরিবর্তন হয় না বরং এতে ভাষার মাধুর্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। কোন ভাষায় বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়ে তা ঐ ভাষায় আত্নীকৃত হয়ে সংশ্লিষ্ট ভাষায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কুরআ'নের বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন, কুরআ'ন 'আরবি ভাষায়' নাযিল করেছেন, কিন্তু বলেননি 'আরবি শব্দে' নাযিল করেছেন। আরবগণ যে ভাষায় কথা বলেন, তাই হলো আরবি ভাষা। আল কুরআ'ন আরবদের ভাষায় তথা আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। তাছাড়া অনারবি শব্দগুলো আরবদের মাঝে প্রচলিত ছিল। তাই একদিকে আল্লাহ কুরআ'নকে সহজতার জন্য এগুলো ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে ছোট্ট একটি সূরার

[1] আল কুরআ'ন, ১২: ০২
[2] আল কুরআ'ন, ৩৯: ২৮
[3] আল কুরআ'ন, ২৬: ১৯২-১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

মতো সূরা রচনা করার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন এবং এতে মানুষের অক্ষমতার দিকেও ইঙ্গিত করেছেন।

পবিত্র কুরআ'নে অনারবি শব্দের ব্যবহার নিয়ে রহস্য উদঘাটনের যাত্রা থেমে নেই। এ নিয়ে মুফাসসিরীনে কেরাম ও অন্যান্য 'আলেমগণ গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছেন। সেই সাথে বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমিও কুরআ'নে উল্লেখিত অনারবি শব্দগুলো নিয়ে আরও এক ধাপ বিশ্লেষণ করেছি।

কুরআ'নের আরবি-অনারবি শব্দের মিল ও সাদৃশ্য, শব্দের উচ্চারণ সাদৃশ্য, শব্দের সুর ও তাল, বাক্যের শেষ শব্দের মধ্যে অপূর্ব মিল ইত্যাদি এতই তাৎপর্যপূর্ণ যে, এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তাফসীর, গবেষণা চলতে থাকবে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "আর পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় ও সমস্ত সমুদ্র হয় কালি এবং এর সাথে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয় তবুও আল্লাহ'র বাণীর ব্যাখ্যা লিখা শেষ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"।[4]

কুরআ'নে বিদ্যমান অনারবি শব্দগুলো এতই তাৎপর্যে ঘেরা যে, যুগে যুগে আলেম সমাজ এগুলোর অন্তর্নিহিত রহস্য-মর্মার্থ উদঘাটনে তাঁদের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। 'আলেমদের এই গবেষণার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি আরও কিছু বিষয় যেমনঃ কুরআ'নে ব্যবহৃত অনারবি শব্দগুলো কোন ভাষায় বিদ্যমান, কীভাবে আরবি ভাষায় আসলো, আরবি ভাষার সাথে ঐ ভাষার সম্পৃক্ততা কী, কেন কুরআ'নে উল্লেখ করা হলো ইত্যাদি অনেক বিষয় আমার গবেষণায় উল্লেখ করে আল কুরআ'নকে বুঝার ক্ষেত্রে আরও সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে আমার এই প্রচেষ্টা।

কুরআ'নুল কারীমে শুধু মুসলিমদের জন্য হেদায়াত গ্রন্থ নয় বরং গোটা মানবজাতির জন্যই হেদায়াত গ্রন্থ। এটি পড়া, অধ্যয়ন করা, জানা সকল মানুষেরই অধিকার আছে। যা আল্লাহ তা'য়ালা কুরআ'নে উল্লেখ করেছেন এভাবে যে, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ "রামাদান হলো সেই মাস যে মাসে কুরআ'নকে নাযিল করা হয়েছে মানব জাতির হেদায়াতস্বরূপ"।[5]

কুরআ'নে বেশ কিছু অনারবি শব্দ বিদ্যমান। এগুলো সাধারণত সিরিয়াক, হিব্রু, ফারসি, ইথিওপিক, গ্রিক, তুর্কি, কিবতি, নবতাঈ ও অন্যান্য ভাষা থেকে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কুরআ'নে উল্লিখিত طور শব্দটি সিরিয়াক, إبراهيم হিব্রু, زنجبيلا ফারসি,

[4] আল কুরআ'ন, ৩১: ২৭

[5] আল কুরআ'ন, ০২:১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

أوّاب ইথিওপিক, عبدتّ নবতাঈ, قسط গ্রিক, غسّاق তুর্কি ভাষা এবং مزجاة কিবতি থেকে আগত।

পবিত্র কুরআ'নে ব্যবহৃত অনারবি শব্দ ভাণ্ডারের জ্ঞান শুধু এক শ্রেণির 'আলেম ও ছাত্র সমাজের মাঝেই সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে গুটি কয়েক মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলোর চর্চা করা হয়। কুরআ'নে ব্যবহৃত অনারবি শব্দ ভাণ্ডারের চর্চা শুধু উপরোল্লিখিত সামান্য পরিধিতে বিদ্যমান থাকা মোটেই কাম্য নয়। মানুষের জ্ঞানের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার আলোকে 'আলেম সমাজ কুরআ'নে যতই গবেষণায় মগ্ন হয় ততই নতুনত্ব ও অজানা অনেক তথ্য বেরিয়ে আসে। বিশেষ করে বর্তমান আধুনিক যুগে কুরআ' নের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি আরবি-অনারবি শব্দের গবেষণা জ্ঞানের পরিধিকে আরও ত্বরান্বিত ও আকর্ষণীয় করেছে। কুরআ'নে ব্যবহৃত অনারবি শব্দ ভাণ্ডারের বিষয়ে আমার এই গবেষণা মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমনঃ যারা কুরআ'ন নিয়ে গবেষণা, চিন্তা করতে চায় তাদের নিকট সহজভাবে উপস্থাপনের অক্লান্ত প্রচেষ্টা করেছি।

গবেষণার অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে আল কুরআ'নের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, কুরআ'ন সংকলনের ইতিহাস, কুরআ'নের ভাষাগত ও সাহিত্যিক মান, কুরআ'নের ভাষা ও বিজ্ঞানের গবেষণার মাঝে আশ্চর্য সামঞ্জস্য এবং কিছু উদাহরণ, কুরআ'নের গুরুত্ব ও মর্যাদা, কুরআ'নে শব্দ ও বাক্যবিন্যাসের অলৌকিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং গুরুত্ব, আরবি ভাষায় কুরআ'ন নাযিলের কারণ, কুরআ'নে বর্ণিত আরবি-অনারবি শব্দ বিন্যাস, আরবি ভাষায় অনারবি শব্দের প্রবেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কুরআ'ন নাযিলের পূর্বে আরবি ভাষায় ব্যবহার, খত্তে 'উসমানীতে কুরআ'ন লিখার কারণ, কুরআ'নে গদ্য-পদ্যের সমন্বয়, অনারবি ভাষার উপর কুরআ'নের প্রভাব, আল কুরআ'নে অনারবি যেসব ভাষা বিদ্যমান, আরবি ভাষার সাথে এগুলোর সম্পৃক্ততার কারণ এবং আরবি ভাষায় এগুলোর ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আল কুরআ'নে বিদ্যমান অনারবি শব্দগুলোর বর্ণনা ও শাব্দিক বিশ্লেষণ, শব্দটি যে ভাষা থেকে এসেছে সে ভাষাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রত্যেক অনারবি শব্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, মানচিত্রভিত্তিক উক্ত ভাষাভাষী অঞ্চল বা দেশের অবস্থান।

চতুর্থ অধ্যায়ে অনারবি শব্দ, শব্দের অর্থ, যে ভাষা থেকে এসেছে, যে সূরায় বিদ্যমান ও আয়াত নাম্বার, শব্দটি কুরআ'নে যতবার এসেছে ইত্যাদি ছক আকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে নব্য অজানা বিষয়গুলো জানতে চেষ্টা করা হয়েছে। উলামায়ে কেরামের রেখে যাওয়া গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার অধ্যয়ন করে এবং গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি-নীতি অনুসরণ করে এ গবেষণাটি সর্ব মহলে গ্রহণযোগ্যতা লাভে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ, হাদীস শাস্ত্র, আরবি প্রাচীন কবিতা, আরবি গদ্য ও পদ্য সাহিত্য, আল কুরআ'নে ব্যবহৃত অনারবি শব্দ সংক্রান্ত লিখিত আরব্য-অনারব্য 'আলেমদের লেখা বিভিন্ন কিতাব, জার্নাল ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে উপস্থাপিত বক্তব্য পরবর্তী গবেষকদের চিন্তার পথকে আরও উম্মুক্ত করবে, ইন শা আল্লাহ। (আল্লাহ'ই অধিক জ্ঞাত)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
আল কুরআ'নের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৬
কুরআ'ন সংকলনের ইতিহাস	৯
রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে কুরআ'ন সংকলন	৯
হযরত আবু বকর ﷺ -এর যুগে কুরআ'ন সংকলন	১১
হযরত 'উসমান ﷺ -এর যুগে কুরআ'ন সংকলন	১২
কুরআ'নের ভাষাগত ও সাহিত্যিক মান	১৩
কুরআ'নের ভাষা ও বিজ্ঞানের গবেষণার মাঝে আশ্চর্য সামঞ্জস্য	১৫
কুরআ'নের গুরুত্ব ও মর্যাদা	১৭
কুরআ'নে শব্দ ও বাক্যবিন্যাসের অলৌকিকতা	১৯

Dhaka University Institutional Repository

আল কুরআ'নের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

মহাগ্রন্থ আল কুরআ'ন দয়াময় আল্লাহ তা'য়ালা'র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত একটি জীবন বিধান। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথ প্রদর্শন করতে দীর্ঘ ২৩ বছরে এই কুরআ'ন রহমত স্বরূপ অবতীর্ণ করা হয়। কুরআ'নের প্রত্যেকটি অক্ষর, শব্দ, বাক্য, অর্থ ও ব্যাখ্যার শৈল্পিক সৌন্দর্যতা এবং বাস্তব সম্যতা সত্যিই সবাইকে অভিভূত করে। 'আলেমগণ কুরআ'নের পরিচয় ব্যক্ত করেন এভাবে যে,

"هو كلام الله تعالى المنزل على النبي محمد ﷺ المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس."

"কুরআ'ন মহান আল্লাহ'র কথা, যা নবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর নাযিল হয়েছে। যা ধারাবাহিকভাবে আমাদের কাছে এসেছে। যার তেলাওয়াতের মাধ্যমে 'ইবাদত করা হয়। এটি প্রথম সূরা 'আল ফাতিহা' থেকে শুরু করে শেষ সূরা 'আন নাস' পর্যন্ত পবিত্র গ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ"।[6]

কুরআ'নের বেশ কিছু নাম আছে। যা খোদ কুরআ'নেই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ فرقان (ফুরক্বানঃ সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী), ذكر (যিকরঃ স্মরণ), هدى (হুদাঃ হেদায়াত, পথনির্দেশ), نور (নূরঃ আলো), شفاء (শিফাঃ আরোগ্য), حكيم (হাকীমঃ প্রজ্ঞাপূর্ণ), موعظة (মাউ'ইযাহঃ উপদেশ), كتاب (কিতাবঃ বই) ইত্যাদি।

মহাগ্রন্থ আল কুরআ'নের পরিচয় বিভিন্নভাবে আল্লাহ নিজেই কুরআ'নে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কিছু পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলোঃ

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন নিজেই কুরআ'নে কারীম নাযিল করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾

"এসব কিছুই ঘটার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তো যথার্থ সত্য অনুযায়ী কিতাব নাযিল করেছিলেন কিন্তু যারা কিতাবে মতবিরোধ উদ্ভাবন করেছে তারা নিজেদের বিরোধের ক্ষেত্রে সত্য থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে"।[7]

---

[6] আস সাইয়্যেদ ইসমাঈল 'আলী সুলাইমান, *আল বুরহান 'আলা ই'জাযিল কুরআ'ন*, (কায়রো, আল মাকতাবুল মাসরী আল হাদীস, ২০১৪ খ্রী.), পৃ. ০৯

[7] আল কুরআ'ন, ০২:১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى ﴾

"আপনি কষ্ট-ক্লেশে পতিত হন- এ জন্য আমরা আপনার প্রতি কুরআ'ন নাযিল করিনি। এ তো একটি উপদেশ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে ভয় করে। যে সত্তা পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে এটি নাযিলকৃত"।[8]

কুরআ'ন পৃথিবীতে নাযিলের আগে লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত ছিল। আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেনঃ

﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ . فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴾

"(তোমার মিথ্যা আরোপ করায় এ কুরআ'নের কিছু আসে যায় না) বরং এ কুরআ'ন উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ"।[9]

পবিত্র কুরআ'ন নাযিল হয়েছে রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর। আল্লাহ ইরশাদ করছেনঃ

﴿ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ﴾

"এবং মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি যা (কুরআ'ন) নাযিল করা হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছে বস্তুত তা তো তাদের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অকাট্য সত্য কথা"।[10]

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾

"বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি যিনি এ ফুরকান (কুরআ'ন) তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন। যাতে সে সারা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হয়"।[11]

কুরআ'নে কারীম পবিত্র রমজান মাসে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ বলেনঃ

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾

"রমযানের মাস, এ মাসেই কুরআ'ন নাযিল করা হয়েছে"।[12]

---

[8] আল কুরআ'ন, ২০:০২-০৪
[9] আল কুরআ'ন, ৮৫:২১-২২
[10] আল কুরআ'ন, ৪৭:০২
[11] আল কুরআ'ন, ২৫:০১
[12] আল কুরআ'ন, ০২:১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআ'ন নাযিল হয়েছে ক্বদরের রাত্রিতে (মর্যাদাপূর্ণ রাত) নাযিল করেছেন। আল্লাহ জানাচ্ছেন যে,

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾

"আমি এ (কুরআ'ন) নাযিল করেছি মর্যাদাপূর্ণ রাতে"।[13]

মানব জাতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন থেকে বের করে আলোকময় জীবনে আনার জন্যই দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কুরআ'ন মানুষের জীবন বিধান হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ বলছেনঃ

﴿ الرَّ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾

"আলিফ লাম রা, হে মুহাম্মাদ ! এই কিতাব আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসো তাদের রবের প্রদত্ত সুযোগ ও সামর্থের ভিত্তিতে। এমন এক আল্লাহর পথে যিনি মহাপরাক্রমশালী ও আপন প্রশংসিত"।[14]

মহাগ্রন্থ আল কুরআ'ন মানার ফায়দা ও উপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

"তখন যারা আমার সেই হেদায়াতের (কুরআ'নের) অনুসরণ করবে তাদের জন্য থাকবে না কোন ভয়, দুঃখ-বেদনা"।[15]

এক কথায় মানুষের জীবনের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজের জন্য মহাগ্রন্থ আল কুরআ'ন একটি সার্বজনীন সংবিধান। এতে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটা বিষয় সুনিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলছেনঃ

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾

[13] আল কুরআ'ন, ৯৭:০১
[14] আল কুরআ'ন, ১৪:০১
[15] আল কুরআ'ন, ০২:৩৮

Dhaka University Institutional Repository

“এবং আমরা আপনার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যা প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত এবং যা সঠিক পথনির্দেশনা, রহমত ও একটি সুসংবাদ মুসলিমদের জন্য”।[16]

﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

“কুরআ’নে এ যা কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে এগুলো বানোয়াট কথা নয় বরং এগুলো ইতোপূর্বে এসে যাওয়া কিতাবগুলোতে বর্ণিত সত্যের সমর্থন এবং সবকিছুর বিশদ বিবরণ। আর ঈমানদারদের জন্য হেদায়াত ও রহমত”।[17]

কুরআ’ন সংকলনের ইতিহাসঃ

সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ কুরআ’নে কারীম দুনিয়াতে সবটা একসাথে নাযিল করা হয়নি। মানবজাতির প্রয়োজনানুসারে দীর্ঘ ২৩ বছরে একটু একটু করে নাযিল করা হয়। নাযিল করার পর আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন নিজেই তার সংরক্ষণের দায়িত্ব নেন। যার ফলে আজ পর্যন্ত কুরআ’নের একটা অক্ষর তো দূরের কথা একটা নুকতাও পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়নি, হচ্ছে না, হবেও না। আল্লাহ বলেনঃ

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

“নিশ্চয়ই আমরাই কুরআ’ন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরা অবশ্যই তার সংরক্ষক”।[18]

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগ থেকে শুরু করে ‘উসমান ﷺ -এর যুগ পর্যন্ত মহাগ্রন্থ আল কুরআ’ন বিভিন্নভাবে সংকলিত হয়। নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলোঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে কুরআ’ন সংকলনঃ

আয়াত নাযিল হবার পর রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের হেফযসহ তদানুযায়ী আমল করতেও উৎসাহ দিতেন। এমনকি সাহাবায়ে কেরামগণও আগ্রহভরে তা করতেন। শুধু তাই

[16] আল কুরআ’ন, ১৬:৮৯
[17] আল কুরআ’ন, ১২:১১১
[18] আল কুরআ’ন, ১৫:০৯

Dhaka University Institutional Repository

নয়, কুরআ'নে কারীমকে নিজেদের জীবনের সবচেয়ে মহামূল্যবান হেদায়াতের বাতিঘর মনে করতেন। ধীরে ধীরে কুরআ'নের সাহাবী হাফেযদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখনকার সময়ে লেখার পদ্ধতি এবং উপকরণও ছিল ভিন্ন। হাদীস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমনঃ

এক. হযরত যায়েদ বিন সাবিত ﵁ ওহী লিখার বিভিন্ন উপকরণ সম্বন্ধে বলেনঃ

فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ.

"বর্তমান সময়ের মতো কাগজের প্রচলন না থাকায় সে সময় কুরআ'নের আয়াতগুলো পাথরের উপর, চামড়ায়, খেজুরের ডালায়, বাঁশের চটিতে, গাছের পাতায়, পশুর হাড়ে ইত্যাদিতে লিখা হতো"।[19]

ওহী লেখার পদ্ধতি, উপকরণ, অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে হযরত যায়েদ বিন সাবিত ﵁ আরও বলেনঃ

كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته برحاء شديدة، وعرق عرقاً شديداً مثل الجمان، ثم سُرِّيَ عنه، فكنت أدخل عليه بقطعة الكتف، أو كسرة، فأكتب وهو يملي علي، فما أفرغ حتى تكاد رِجلي تنكسر من ثقل القرآن حتى أقول: لا أمشي على رِجلي أبدا، فإذا فرغت قال: "اقرأ"، فأقرؤه، فإن كان فيه سقط أقامه، ثم أخرج به إلى الناس.

"আমি রাসূল ﷺ -এর জন্য ওহী লিপিবদ্ধ করতাম। যখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো তখন তাঁর দেহ মোবারক ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। পবিত্র দেহে ঘামের ফোঁটা মুক্তার দানার মতো টলমল করতো। যখন এ অবস্থা শেষ হয়ে যেত তখন আমি দুম্বার চওড়া, হাড় অথবা লিখা যায় এমন বস্তু নিয়ে হাজির হতাম। আমি লিখতে থাকতাম আর তিনি লিখাতে থাকতেন। এমনকি যখন আমি লেখা শেষ করতাম তখন কুরআ'ন লিখার কারণে আমার কাছে এমন মনে হতো যেন আমার পা ভেঙ্গে যাবে এবং আমি কখনও আমার পায়ের উপর চলতে পারবো না। লেখা সমাপ্ত হলে তিনি বলতেনঃ 'পড়'। আমি তখন পড়ে শুনাতাম। আমি কোনো ভুল করলে তিনি তা শুধরে দিতেন। তারপর সেটাকে মানুষের সামনে নিয়ে আসতাম"।[20]

---

[19] আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, (কায়রো, মাকতাবাহ ইবনু তাইমিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রী.), হাদীস নং. ৪৬৭৯, পৃ. ৫৫৭

[20] হাফেজ আবুল কাসেম সুলায়মান বিন আহমাদ আত তাবারানী, প্রাগুক্ত, খ. ৫ম, পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

দুই. হযরত ‘উসমান ﵁ বলেনঃ

كان رسول الله ﷺ مما يأتي عليه الزمان، وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب، فيقول: "ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا" وإذا نزلت عليه الآية، فيقول: "ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا.

“যখন রাসূল ﷺ -এর উপর কুরআ’নুল কারীমের কোনো অংশ অবতীর্ণ হতো তখন তিনি ওহী লেখকদের কাউকে ডেকে বলতেন, অমুক আয়াত বা সূরাটি অমুক আয়াত বা সূরার আগে-পরে শামিল করো যাতে এই বিষয়ের বর্ণনা আছে”।[21]

হযরত আবু বকর ﵁ -এর যুগে কুরআ’ন সংকলনঃ

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নবী কারীম ﷺ মাঝে মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে ৭০ (সত্তর) জন করে কুরআ’ন প্রশিক্ষক সাহাবী কুরআ’ন শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করতেন। এমনকি উনারা শাহাদাতও রবণ করেছেন। যেমনঃ “গাযওয়ায়ে বি’রে মা‘ঊনা”র সময় ৭০ (সত্তর) জন ক্বারী সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন।[22] রাসূল ﷺ -এর ওফাতের পর ‘ইয়ামাহা’র যুদ্ধে প্রায় ৭০ (সত্তর) জন সাহাবী শাহাদাৎ বরণ করেছিলেন।[23]

‘ইয়ামাহা’র যুদ্ধের পর এমন মর্মান্তিক অবস্থা দেখে হযরত ‘উমর ﵁ কে কুরআ’ন সংকলনের পরামর্শ দেন। এর আরো কিছু কারণ এও ছিল যে, সাহাবীদের একেকজনের কাছে কুরআ’নের একেকটা অংশ বিভিন্ন বস্তুর উপর অসম্পূর্ণভাবে লিখা ছিল এবং হাফেজ সাহাবীদের মৃত্যুর পর কুরআ’নের একটা বিশাল অংশ বিলীন হবার আশঙ্কা ছিল। অতঃপর হযরত যায়েদ বিন সাবিত ﵁ -এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে কুরআ’ন সংকলনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং সাহাবীদের কাছে থাকা আয়াতাংশগুলো একত্রিত করতে থাকেন। লেখা সম্পন্ন হলে তা সাহাবীদের সামনে পেশ করে সত্যতা যাচাই করতেন।

---

[21] মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন সূরাহ আবু ঈসা আত তিরমিযী, *আল জামে‘উস সহীহ সুনানুত তিরমিযী*, (কায়রো, দ্বার ইবনুল জাওযী, ২০১১ খ্রী.), হাদীস নং. ৩০৮৬, পৃ. ৪৭০; সুলায়মান বিন আল আশ‘আস আবু দাউদ আল সিজিস্তানী, *সুনানু আবি দাউদ*, (কায়রো, দ্বার ইবনুল জাওযী, ২০১১ খ্রী.), হাদীস নং. ৭৮৬, পৃ. ৯৯

[22] ঈমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন কাছীর আল কুরাশী আদ দামেশকী, *আল বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ*, (কায়রো, দ্বার ইবনিল জাওযী, ২০০৯ খ্রী.), খ. ৪র্থ, পৃ. ৬৯-৭০

[23] বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ মাহমুদ বিন আহমাদ আল ‘আইনী, *‘উমদাতুল ক্বারী শারহে সহীহ আল বুখারী*, (বৈরুত, দারুল কুতুব আল ‘ঈলমিয়্যাহ, ২০০১ খ্রী.), খ. ১৭ তম, পৃ. ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

সবশেষে নযীরবিহীন সতর্কতার সাথে পবিত্র কুরআ'ন একটি লিপিবদ্ধ কপি হিসেবে তৈরি করা হয়।[24]

কুরআ'ন সংরক্ষণের ব্যপারে ইবনে হাজার আল ' আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

"بعد عمر في خلافة عثمان، إلى أن شرع عثمان في كتابة المصحف وإنما كان ذلك عند حفصة لأنها كانت وصية عمر، فاستمر ما كان عنده عندها حتى طلبه منها من له طلب ذلك".

"সংকলিত ঐ কপিগুলো মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আবু বকর ﵁ -এর নিকটই ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত 'উমর ﵁ তা সংরক্ষণ করেন। হযরত 'উমর ﵁ শাহাদাৎ বরণ করলে তাঁর ওসীয়ত অনুযায়ী সেগুলোকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা ﵂ -এর নিকট রাখা হয়"।[25]

হযরত 'উসমান ﵁ -এর যুগে কুরআ'ন সংকলনঃ

ইসলামের প্রচার ও প্রসারতা আরব্য ভু-খন্ডের বাহিরেও বৃদ্ধি পেতে লাগল। ভিন্ন অঞ্চল, ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন সাংস্কৃতিক মনা মানুষজন দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে অবস্থান করতে লাগল। দেখা গেল যে, যদিও নও-মুসলিমগণ সাহাবায়ে কেরামদের কাছ থেকেই কুরআ'ন শিখছে তবুও উপরোক্ত ভিন্নতার কারণে অনেক অপূর্ণতা থেকে যায়, ভুল উচ্চারণে ভুল অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যার অন্যতম আরেকটি কারণ এও ছিল যে, কুরআ'ন যে ০৭ (সাত) কেরাত পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছিল সেগুলো তখনও পুরোপুরি প্রসিদ্ধি লাভ করেনি।

হযরত 'উসমান ﵁ এই বিপদের আশঙ্কা করতে পেরে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা ﵂ থেকে সবগুলো কপি এনে নির্ভরযোগ্য একটি মুসহাফ (কপি) তৈরি করেন। প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত 'উসমান ﵁ ০৫ (পাঁচ)টি কপি তৈরি করেন। তবে আবু হাতেম সাজিস্তানী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে মোট কপি তৈরি করা হয়েছিল ০৭ (সাত)টি। যেগুলোর মধ্যে ০১ (এক)টি মক্কাতে, ০১ (এক)টি মদীনায়, ০১ (এক)টি সিরিয়ায়, ০১ (এক)টি ইয়েমেনে, ০১ (এক)টি বাহরাইনে, ০১ (এক)টি বসরায় সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছিল এবং বাদ বাকী

---

[24] আল ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুল্লাহ আল যারকাশী, *আল বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআ'ন*, (কায়রো, দারুল হাদীস, ২০০৬ খ্রী.), পৃ. ১৬৪-১৬৯

[25] আল ইমাম আল হাফেজ আহমাদ বিন 'আলী বিন হাজার আল 'আসক্বালানী, *ফাতহুল বারী বি শারহে সহীহ আল বুখারী*, (কায়রো, দারুল হাদীস, ২০০৪ খ্রী.), খ. ৯ম, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

কপিগুলো পুরিয়ে ফেলেন।[26] আজব্দী গোটা বিশ্বে হযরত ‘উসমান ﵁ -এর সংকলিত মুসহাফ ছড়িয়ে আছে।

কুরআ’নের ভাষাগত ও সাহিত্যিক মানঃ

“কুরআ’নের ভাষাগত ও সাহিত্যিক মান অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। এর ভাষা যেমন স্বচ্ছ, তেমনি এর বাক্য বিন্যাসও অত্যন্ত নিখুঁত ও অভিনব। নবী করীম ﷺ যখন কুরআ’ন তেলাওয়াত করতেন, তখন এর ঝংকার ও সুরমাধুরী তাঁর সমভাষীদের মন মগজকে মোহিত করে তুলত। তারা বাস্তবভাবে উপলব্ধি করত যে, এ কালাম কিছুতেই মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভন নয় তা সে আরবি সাহিত্যের যত বড় পন্ডিতই হোক না কেন। যদিও পূর্ব পুরুষের অন্ধ অনুকরণ, গোত্রীয় অহমিকা ও সংকীর্ণ স্বার্থবোধ কুরআ’নকে হক বলে গ্রহণ করার পথে তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে রেখেছিল, কিন্তু তারা এ কথা ভালোভাবে উপলব্ধি করত যে, যে ব্যাক্তি কোনদিন পাঠশালার বারান্দাও যায়নি এমন একজন উম্মী লোকের পক্ষে এ ধরনের উচ্চ অর্থনোধক কালাম রচনা করে পেশ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। স্বয়ং কুরআ’নই একাধিকবার আরবদেরকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ করেছে”।[27]

মহাজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন মহাগ্রন্থ আল কুরআ’নের ব্যাপারে যেসব চ্যালেঞ্জ করেছেন সেগুলো নিম্নরূপঃ

এক.

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

“তারা কি দাবী করে যে, কুরআ’ন (আপনার) বানানো। আপনি বলুন, তোমরা যদি তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও, তাহলে অন্তত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত যাদের সাহায্য প্রয়োজন বোধ কর, সাধ্যমত তাদেরকেও ডেকে নাও”।[28]

---

[26] আল ইমাম আল হাফেজ আহমাদ বিন ‘আলী বিন হাজার আল ‘আসক্বালানী, প্রাগুক্ত, খ. ৯ম,পৃ. ২৪-২৫

[27] আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ, *মহাগ্রন্থ আল কোরআন কি ও কেন?*, (ঢাকা, দারুল ‘আরাবিয়্যাহ বাংলাদেশ, ২০১০ খ্রী.), পৃ. ২৩

[28] আল কুরআ’ন, ১০:৩৮

Dhaka University Institutional Repository

দুই.

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

"তারা নাকি বলে যে, কুরআ'ন রসূল ﷺ -এর তৈরী করা। আপনি বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে এ ধরনের রচিত দশটি সুরা নিয়ে এসো। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত যাদের সাহায্য প্রয়োজন বোধ কর সাধ্যমত তাদেরকেও ডেকে নাও"।[29]

তিন.

﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

"আপনি ঘোষণা করে দিন, জগতের সমগ্র মানব ও জ্বীন জাতি মিলেও যদি এ ধরণের একখানা কুরআ'ন তৈরী করার চেষ্টা করে তাহলেও তারা তা পারবে না। যদিও তারা এ ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করে"।[30]

চার.

﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

"আর যে কিতাব আমি আমার বান্দার (মুহাম্মাদের) উপর নাযিল করেছি, তা আমার পক্ষ হতে কিনা? এ ব্যাপারে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তাহলে অনুরূপ একটি সূরা তৈরী করে নিয়ে এসো। আর এ কাজে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্যান্য সাহয্যকারীদেরকে ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও"।[31]

---

[29] আল কুরআ'ন, ১১:১৩

[30] আল কুরআ'ন, ১৭:৮৮

[31] আল কুরআ'ন, ০২:২৩

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং মহাগ্রন্থ আল কুরআ'ন যে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাব, তার উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক মান, সুনিপুন শব্দ গঠন প্রণালী, অভিনব বাক্যবিন্যাস আর মর্মস্পর্শী সুরঝঙ্কার প্রভৃতিই তার অকাট্য প্রমাণ।

কুরআ'নের ভাষা ও বিজ্ঞানের গবেষণার মাঝে আশ্চর্য সামঞ্জস্যঃ

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾

"এটি একটি অত্যন্ত বরকতপূর্ণ কিতাব, যা (হে মুহাম্মাদ) আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে এরা তার আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞানী ও চিন্তাশীলরা তা থেকে শিক্ষা নেয়"।[32]

কুরআ'নের সাহিত্যিক ও ভাষাগত মান অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের ও সুনিপুন। এর প্রত্যেকটি অক্ষর, শব্দ এবং বাক্য একটি আরেকটির সাথে এত নিখুঁতভাবে সাজানো যে, বিজ্ঞানের কোন গবেষণায় ভুল হলে কুরআ'ন তা সুধরে দিতে সক্ষম। মানুষের জন্ম, মাতৃগর্ভে অবস্থানকাল, ভুমিষ্ঠ হবার পর মায়ের বুকের দুধ পানের সময়সীমা, মৃত্যু; উদ্ভিদ জগত, প্রাণী জগত; চন্দ্র গ্রহণ-সূর্য গ্রহণ, জোয়ার-ভাটা, মহাকাশ জগত; দিন-তারিখ নির্ধারণ; পৃথিবী ও রাত-দিনের পরিবর্তন-পরিবর্ধনসহ যাবতীয় গাণিতিক সমীকরণ; আসমান-জমীন, গ্রহ-নক্ষত্র ও এগুলোর সৃষ্টির আদি-অন্ত; আবিষ্কৃত-অনাবিষ্কৃত প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখার তথ্য, তত্ত্ব ও ঘটনা কুরআ'নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিম্নে কিছু উদাহরণ পেশ করা হলোঃ

উদাহরণ নং ০১: মানব সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ০৭টি স্তর নিয়ে কুরআ'ন প্রায় ১৪৫০ বছর পূর্বেই আলোচনা করেছে যে,

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾

"আমরা মানুষকে তৈরী করেছি মাটির উপাদান থেকে, তারপর তাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে 'নোতফা' (শুক্রবিন্দু) হিসেবে স্থাপন করেছি, এরপর সেই নোতফাকে 'আলাকা'তে

[32] আল কুরআ'ন, ৩৮:২৯

Dhaka University Institutional Repository

(জোক, সংযুক্ত জিনিস, জমাট রক্তপিন্ডে) পরিণত করেছি, তারপর সেই 'আলাকাকে 'মুদগাহ'তে (চর্বিত দ্রব্য বা মাংসপিন্ডে) পরিণত করেছি, এরপর মাংসপিন্ডে অস্থি-পঞ্জর স্থাপন করেছি। তারপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিয়েছি গোশত দিয়ে। তারপর তাকে দাঁড় করেছি স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি রূপে। অতএব (জেনে নিন) সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়"।[33]

উদাহরণ নং ০২: সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য, নীহারিকা, সৌরজগত, আসমান-জমীন অর্থাৎ সবকিছু ছিল একসাথে জমাটবদ্ধ। কুরআন বহু বছর পূর্বেই এ সংবাদ আমাদেরকে দিয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ

﴿ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾

"যারা (নবীর কথা মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে তারা কি চিন্তা করে না যে, এসব আকাশ ও পৃথিবী এক সাথে মিশে ছিল, তারপর আমি এগুলোকে আলাদা করলাম এবং পানি থেকে সৃষ্টি করলাম প্রত্যেকটি প্রাণীকে। তারা কি (আমার এ সৃষ্টি ক্ষমতাকে) বিশ্বাস করবে না?"[34]

বিজ্ঞানীদের বক্তব্য যে, "সূর্য ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে নিভে যাচ্ছে। তারকাদের অনেকেই এখন পোড়া কয়লা মাত্র। বিশ্বের সর্বত্রই তাপের মাত্রা কমে আসছে। পদার্থ বিকীর্ণ হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে এবং কর্মশক্তি মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে বিশ্ব এভাবে তাপ-মৃত্যুর (HEAT DEATH) দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অনেক কোটি বছর পরে বিশ্ব যখন এরূপ অবস্থায় পৌঁছবে, তখন প্রকৃতির সমস্ত প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে"।[35]

ঐগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা যে ভবিষ্যতবাণী দিলেনঃ

﴿ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾

[33] আল কুরআ'ন, ২৩:১২-১৪

[34] আল কুরআ'ন, ২১:৩০

[35] আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

“সে জিজ্ঞেস করে যে, কবে আসবে কিয়ামতের সেদিন? অতঃপর চক্ষু যখন স্থির হয়ে যাবে। চাঁদ আলোহীন হয়ে পড়বে এবং চাঁদ ও সূর্যকে একত্র করে একাকার করে দেয়া হবে”।[36]

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾

“যখন সূর্য গুটিয়ে নেয়া হবে। যখন তারকাগুলো চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। যখন পাহাড়গুলোকে চলমান করা হবে”।[37]

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾

“এ ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি জিনিসই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার মহীয়ান ও দয়াবান রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে”।[38]

কুরআ’নের গুরুত্ব ও মর্যাদাঃ

কুরআ’নে কারীম হলো সমস্ত উম্মতের জন্য চিরন্তন সত্য একটি কিতাব, একটি সংবিধান, একটি সুপথ প্রদর্শক। মানুষের ব্যাক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একমাত্র দিক নিদর্শন হিসেবে আল কুরআ’নের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। এর দ্বারা মানুষ নিজেকে পরিপক্ক করে তুলে। সেই সাথে মানুষ তার নিজের ব্যাক্তিত্ব, চিন্তা ও বিবেক-বিবেচনাশক্তি পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারে। এই কুরআ’নের মাধ্যমেই মানুষ পাপ-পঙ্কিলতা ও অশান্তির সবকিছু ব্যতিরেকে কলুষমুক্ত শান্তিময় ও সম্মানজনক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। কুরআ’নের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে নিম্নে কিছু কারণ উল্লেখ করা হলোঃ

কারণ নং-০১. মহাগ্রন্থ আল কুরআ’ন হালাল ও হারামের (বৈধ ও অবৈধ)-এর মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক বিষয়ের বর্ণনা অন্তর্ভূক্ত করেছে যা জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে প্রয়োজন। যেমনঃ আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ

[36] আল কুরআ’ন, ৭৫:০৬-০৯
[37] আল কুরআ’ন, ৮১:০১-০৩
[38] আল কুরআ’ন, ৫৫:২৬-২৭

Dhaka University Institutional Repository

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

"(১৫১) হে মুহাম্মাদ ! তাদেরকে বলো, এসো আমি তোমাদের শুনাই তোমাদের রব তোমাদের ওপর কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। দারিদ্রের ভয়ে নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে জীবিকা দিচ্ছি এবং তাদেরকেও দেবো। প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল বিষয়ের ধারে কাছেও যাবে না। আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন ন্যায় সংগতভাবে ছাড়া তাকে ধ্বংস করো না। তিনি তোমাদের এ বিষয়গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ করবে। (১৫২) আর তোমরা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এতীমের সম্পদের ধারে কাছেও যেয়ো না, তবে উত্তম পদ্ধতিতে যেতে পারো। ওজন ও পরিমাপে পুরোপুরি ইনসাফ করো, প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর আমি ততটুকু দায়িত্বের বোঝা যতটুকু তার সামর্থের মধ্যে রয়েছেন। যখন কথা বলো, ন্যায্য কথা বলো, চাই তা তোমার আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারই হোক না কেন। আল্লাহ অংগীকার পূর্ণ করো। এ বিষয়গুলোর নির্দেশ আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা নসীহত গ্রহণ করবে। (১৫৩) এ ছাড়াও তাঁর নির্দেশ হচ্ছে এই, এটিই আমার সোজা পথ। তোমরা এ পথেই চলো এবং অন্য পথে চলো না। কারণ তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। এ হেদায়াত তোমাদের রব তোমাদেরকে দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা বাঁকা পথ অবলম্বন করা থেকে বাঁচতে পারবে"।[39]

কারণ নং-০২. মহাগ্রন্থ আল কুরআ'নে আল্লাহ তা'য়ালা জ্ঞানার্জনের মতো অধিক মর্যাদাপূর্ণ ব্যপারে আদেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন যে,

﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾

[39] আল কুরআ'ন, ০৬:১৫১-১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

“পড় (হে নবী), তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি জমাট বাঁধা রক্তের দলা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ো এবং তোমার রব অধিক সম্মানিত। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না”।[40]

হযরত ‘আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُو ماهِرٌ بِهِ معَ السَّفَرةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالَّذِي يقرَأُ القُرْآنَ ويَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُو عليهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْران.

“কুরআ’নে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যাক্তি থাকেন, তিনি (ক্বেয়ামতে) নবীদের সঙ্গী হবেন। আর যিনি কষ্ট করে কুরআ’ন পাঠ করেন তিনি দ্বিগুণ প্রতিদান পাবেন”।[41]

হযরত ‘উমর ﵁ থেকে বর্ণিত এক হাদিসে নবী করীম ﷺ বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا ، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ.

“নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কুরআ’নের মাধ্যমে বহু জাতিকে শীর্ষে উঠাবেন, আবার এই কুরআ’নই (কুরআ’নকে ছেড়ে দেয়ার কারণে) অবণতির নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছাবেন”।[42]

কুরআ’নে শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের অলৌকিকতাঃ

“উইলিয়াম মূর” কুরআ’নের শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের অলৌকিকতা সম্বন্ধে বলেনঃ “কুরআ’নের সংগ্রহকারীরা কুরআ’নের কোন অংশ, বাক্য কিংবা শব্দ বাদ দিয়েছে এমন কখনও শুনা যায়নি। আবার কুরআ’নে এমন কোন বাক্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি যা বাহির হতে কুরআ’নে প্রবেশ করেছে। যদি এমন হতো, তাহলে অবশ্যই হাদীসের কিতাবে উহার উল্লেখ থাকতো, যা থেকে সামান্য বিষয়ও বাদ পড়েনি”।[43]

“জর্জ সেল” বলেনঃ “নিঃসন্দেহে কুরআ’ন আরবি ভাষার সর্বোত্তম এবং দুনিয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। কোন মানুষের পক্ষেই এ ধরণের একখানা অলৌকিক গ্রন্থ রচনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কুরআ’ন মৃতকে জীবিত করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ মু‘জেযা। একজন

---

[40] আল কুরআ’ন, ৯৬:০১-০৫

[41] আবুল হুসাইন মুসলিম বিন আল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, (কায়রো, মাকতাবাহ দার ইবনুল জাউযী, ২০১০ খ্রী.), হাদীস নং. ৭৯৮, পৃ. ১৭৯

[42] আবুল হুসাইন মুসলিম বিন আল হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং. ৮১৭, পৃ. ১৮২

[43] আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষরজ্ঞানহীন লোক কি করে এ ধরণের ত্রুটিমুক্ত ও নজিরবিহীন বাক্যাবলী রচনা করতে পারে তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে"।[44]

মানব জীবনের প্রয়োজনানুসারে দীর্ঘ ২৩ (তেইশ) বছরে কুরআ'নের একেকটা অংশ একেক সময়ে নাযিল হয়েছে ঠিক। কিন্তু এতদসত্যেও কুরআ'নের প্রত্যেকটা অক্ষর, শব্দ, বাক্য বিন্যাসের অলৌকিকতা, ভাষা, সাহিত্যিক মান, অর্থ, ভাব এবং পূর্বাপর যোগসাজশ এতই সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, মহাগ্রন্থ আল কুরআ'ন মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয়।

[44] আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	২২
আরবি ভাষার গুরুত্ব	২৪
আরবি ভাষায় কুরআ'ন নাযিলের কারণ	২৫
কুরআ'নে বর্ণিত আরবি-অনারবি শব্দবিন্যাস	২৬
আরবি ভাষায় অনারবি শব্দের প্রবেশের সংক্ষিপ্ত কথা	২৬
কুরআ'ন নাযিলের পূর্বে আরবি ভাষায় ব্যবহার	২৬
খত্তে 'উসমানীতে কুরআ'ন লিখার কারণ	২৭
কুরআ'নে গদ্য-পদ্যের সমন্বয়	২৮
অনারবি ভাষার উপর কুরআ'নের প্রভাব	২৯
কুরআ'নে যেসব অনারবি ভাষা বিদ্যমান	৩০

আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ

পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলোর অন্যতম ভাষা আরবি। আরবি ভাষাকে সকল ভাষার মূল বলে গণ্য করেছেন অধিকাংশ 'আলেম সমাজ। তাঁদের ভাষ্য মতে, "আরবি ভাষা আসমানবাসীদের ভাষা। এই ভাষাতেই রেসালাতের দায়িত্বপালনকারী ওহী নাযিল হত এবং পরবর্তীতে তাঁরা তা স্বীয় জাতির ভাষায় অনুবাদ করতেন"।[45] তাঁদের দলীল হলো,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾

"আমি নিজের বাণী পৌছাবার জন্য যখনই কোন রাসূল পাঠিয়েছি, সে তার নিজের সম্প্রদায়েরই ভাষায় বাণী পৌছিয়েছে"।[46]

আরবি ভাষার অস্তিত্ব "'আলমে আরওয়াহ তথা রুহের জগত"তেও পাওয়া যায়। সেখানে বনী আদমের কথোপকথন হয়েছিল আরবি ভাষায়। তাঁদের স্ব পক্ষে দলীল হলো,

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ﴾

"আর (হে নবী !) লোকদের স্মরণ করিয়ে দাও সেই সময়ের কথা যখন তোমাদের রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করিয়েছিলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলেছিলঃ 'হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা সাক্ষী থাকলাম'। এটা আমি এ জন্য করেছিলাম যাতে ক্বেয়ামতের দিন তোমরা না বলে বসো, আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম"।[47]

পবিত্র কুরআ'নে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ২৫ (পঁচিশ) জন নবীর নাম উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে ০৪ (চার) জন নবী আরবে প্রেরিত হন। হযরত আবু যর ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে,

وأربعة من العرب: هود، وشعيب، وصالح، ونبيك محمد ﷺ.

[45] মুহাম্মাদ 'আব্দুস শাফেঈ আল কুসী, *আবক্বারিয়্যাতুল লুগাতুল 'আরাবিয়্যাহ*, (রাবাত, মরক্কো, ২০১৬ খ্রী.), পৃ. ২৪
[46] আল কুরআ'ন, ১৪:০৪
[47] আল কুরআ'ন, ০৭:১৭২

Dhaka University Institutional Repository

“আর ০৪ (চার) জন আরবে প্রেরিত হন। হুদ ﷺ, শু‘আইব ﷺ, সালেহ ﷺ এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ ﷺ”।[48]

উক্ত হাদিস থেকে আরবি ভাষা যে প্রাচীনতম ভাষার অন্তর্ভুক্ত তা বুঝা যায়। তাছাড়া আরবি ভাষার গভীরতা ও প্রসারতা ব্যাপক। আরবি ভাষার উৎপত্তি হিজায ও নজদ এলাকায় হলেও এর সূচনা কাল নিয়ে মতভেদ আছে। যেমনঃ

০১. পৃথিবী সৃষ্টির পর মানব অঙ্গনে সর্বপ্রথম যিনি আরবি ভাষায় কথা বলেছেন তিনি হলেন হযরত আদম ﷺ এ প্রসঙ্গে সাহাবী ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্বাস ﷺ বলেনঃ

إن آدم عليه السلام كان لغته فى الجنة العربية فلما عصى سلبه الله العربية فتكلم بالسريانية فلما تاب رد عليه العربية.

“নিশ্চয়ই জান্নাতে আদম ﷺ -এর ভাষা ছিল আরবি। যখন তিনি অমান্য করলেন তখন আরবি ভাষাটাকে ছিনিয়ে নেয়া হলো। অতঃপর তিনি সিরিয়াক ভাষায় কথা বলতে থাকেন। তাওবাহ করার পর তাকে আরবি ভাষা পূণরায় ফিরিয়ে দেয়া হয়”।[49]

০২. নবী কারীম ﷺ -এর হাদীস থেকে জানা যায়,

أول من فتق العربية لسانه بالعربية المتينة إسماعيل ﷺ وهو ابن عشرة سنة.

“দশ বছর বয়সে ইসমা‘ঈল ﷺ আরবিতে কথা বলা শুরু করেন”।[50]

উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট হলো যে, আরবি ভাষায় সর্বপ্রথম কথা বলেছিলেন হযরত আদম ﷺ তিনি আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে আল্লাহ তাঁর নিকট হতে আরবি ভাষা ছিনিয়ে নেন এবং তওবা করার ফলে পূণরায় তাকে আরবি ভাষা দান করা হয়। দীর্ঘদিন এ ভাষা প্রচলিত ছিল। কালক্রমে আরবি ভাষা সুরইয়ানী ভাষায় রূপান্তরিত হয়। সুরইয়ানী ভাষা আরবি ভাষারই একটি পরিবর্তিত রূপ। আর হযরত নূহ ﷺ -এর নৌকার সকল যাত্রীই এ ভাষায় কথা বলতেন। তবে জুরহুম নামক এক ব্যাক্তি যার ভাষা ছিল আরবি, তার উত্তম পুরুষদের মধ্যে এ ভাষা প্রচলিত ছিল।

---

[48] আল আমীর ‘আলাউদ্দীন ‘আলী বিন বালবান আল ফারেসী, *আল ইহসান ফি তাক্বরীবি সহীহ ইবনে হিব্বান*, (বৈরুত, মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৮ খ্রী.), খ. ২য়, পৃ. ৭৭

[49] আল্লামা জালালুদ্দীন আস সুয়ূতী, *আল মাজহার ফী উলূমিল লুগাতি ওয়া আনওয়াইহা*, (বৈরুত, আল মাক্তাবাতুল ‘আশরিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রী.), খ. ১ম, পৃ. ৩০

[50] আল্লামা জালালুদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইসমাঈল ﷺ -এর বংশধররাই এক পর্যায়ে জুরহুমের অধঃস্তন বংশধর বুন কাহতান সাথে মিলিত হয় এবং একত্রে বসবাস করতে হয়। বনি ইসরাঈল থেকে তারা আরবি ভাষা শিক্ষা করে। এমনিভাবে কুরআ'ন নাযিলের পূর্ব পর্যন্ত আরবি ভাষার ব্যবহার অব্যাহত থাকে। ক্রমান্বয়ে আজ পর্যন্ত আরবি ভাষার প্রচলন হয়ে আসছে।

আরবি ভাষার গুরুত্বঃ

আরবি এমন একটি ভাষা যার মাধ্যমে কম কথায় অধিক ভাব প্রকাশ করা যায়। একজন মুসলিমের নিকট ধর্মীয় প্রয়োজনেও এই ভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

"আমি একে করেছি কুরআ'ন, আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ"।[51]

﴿ كَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾

"এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবি ভাষায় কুরআ'ন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশপাশের লোকদের সতর্ক করেন"।[52]

এই আরবি ভাষাতেই নাযিল হয় জ্ঞানের মূল উৎস মহান আল্লাহ'র কালাম "আল কুরআ'ন"। যাতে আছে ভয়-ভীতি, উপদেশ, শিক্ষানীতি, আদেশ-নিষেধ, আশা-প্রত্যাশা ও শান্তি প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন দিকনির্দেশনা। সব ধর্মের সেরা ধর্ম ইসলামের মূল ভাষা হলো 'আরবি'। অলৌকিক কিছু আবিষ্কার করতে এবং পৃথিবীর আদি-অন্ত বিভিন্ন রহস্য উদঘাটন করতে আরবি ভাষার জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক। এই ভাষা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভাষা, এই ভাষা মহাগ্রন্থ আল কুরআ'নের ভাষা যা নামাজে তেলাওয়াত করা অত্যাবশ্যক, এই ভাষা হবে চিরস্থায়ী জান্নাতবাসীদের ভাষা। 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত এক হাদিসে প্রাণপ্রিয় নবীজী ﷺ বলেনঃ

أحبوا العرب لثلاث لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي.

[51] আল কুরআ'ন, ৩৪:০৩

[52] আল কুরআ'ন, ৪২:০৭

Dhaka University Institutional Repository

“তোমরা তিন কারণে আরবিকে ভালবাস। কারণ আমার ভাষা আরবি, কুরআ’নের ভাষা আরবি এবং জান্নাতবাসীদের ভাষা হবে আরবি”।[53]

সুতরাং উপরোক্ত সব দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, আরবি ভাষা অত্যন্ত প্রাচীনতম ভাষা এবং আরবি ভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম ও অতুলনীয়।

আরবি ভাষায় কুরআ’ন নাযিলের কারণঃ

পৃথিবীতে যত ভাষা বিদ্যমান সবগুলোই মহান আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের সৃষ্টি। তিনি বলেনঃ

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ﴾

“আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য। অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য”।[54]

পবিত্র মক্কা নগরী পৃথিবীর একদম মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আর সেখানকার ভাষা আরবি, যা অত্যন্ত মনকাড়া ও প্রাঞ্জল ভাষা। তাই পৃথিবীর মধ্যস্থলের ভাষা আরবিতে কুরআ’ন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে আরবি ভাষাভাষিরা সবার আগে তা বুঝতে পারে। আর অন্য ভাষাভাষিদেরকে কুরআ’ন বুঝাতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

﴿وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾

“(সে কিতাবের মতো) এটি একটা কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি, বড়ই কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ, এর পূর্বে যা এসেছিল তার সত্যতা প্রমাণকারী এবং এর সাহায্যে তুমি জনপদসমূহের এ কেন্দ্র (মক্কা) ও তার চারপাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক করব। যারা আখেরাত বিশ্বাস করে তারা এ কিতাবের ওপর ঈমান আনে এবং নিজেদের নামাযগুলো নিয়মিত যথাযথভাবে হেফাজত করে”।[55]

---

[53] আবু ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল্লাহ আল হাকিম আল নিসাবুরী, *আল মুসতাদরাক ‘আলাস সাহীহাইন*, (বৈরুত, দারুল কুতুব আল ‘ঈলমিয়্যাহ, ২০০২ খ্রী.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৭-৯৮

[54] আল কুরআ’ন, ৩০:২২

[55] আল কুরআ’ন, ০৬:৯২

Dhaka University Institutional Repository

কুরআ'নে বর্ণিত আরবি-অনারবি শব্দবিন্যাসঃ

কোনো ভাষায় বিদেশি শব্দের ব্যবহার ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে একটি সাধারণ বিষয়। এক ভাষায় অন্য শব্দের ব্যবহারের ব্যাপারটি বিশ্বব্যাপী দেখা যায় এবং সব ভাষাতেই এমনটা হয়ে আসছে। এতে করে যে কোন ভাষার সৌন্দর্যতা ও মাধুরিতা বৃদ্ধি পায়। এমনকি আকর্ষণীয়ও করে তুলে। বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষেরা চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির বদৌলতে একে অপরের সংস্পর্শ আসার ফলেই মূলত কোনো ভাষায় 'বিদেশী' শব্দের সংযুক্তি ঘটে।

আরবি ভাষায় অনারবি শব্দের প্রবেশের সংক্ষিপ্ত কথাঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পূর্ব থেকেই আরববাসীরা বাণিজ্যিক কারণে বিভিন্ন সংস্কৃতিমনা মানুষের সংস্পর্শে আসে এবং ঐ সময়ে বেশ কিছু বিদেশি শব্দ আরবি ভাষায় প্রবিষ্ট হয়। কুরআ'ন নাযিলের পূর্বেই ঐ শব্দগুলোর সাথে আরবি ভাষার সংযুক্তি ঘটে। শব্দগুলো ঐ সময়েই আরবি ভাষায় ব্যবহৃত হয় এবং তা আরবি ভাষার অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়।

কুরআ'ন নাযিলের পূর্বে আরবি ভাষায় ব্যবহারঃ

কুরআ'ন নাযিলের পূর্বের সময়টাকে "জাহেলী যুগ (অন্ধকার বা মূর্খতার যুগ)" বলে আখ্যা দেয়া হয়। তবুও ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় যে, সে সময়েও আরবি সাহিত্য, গদ্য ও পদ্যের চর্চা হতো ব্যপক হারে। জীবিকা উপার্জন, যুদ্ধে বিজয়ের অনুপ্রেরণা, দৃঢ় মনোবল, সাহস, বীর-বিক্রমতা, যশ, গৌরব বর্ণনা, বিদ্রুপাত্নক কুৎসা রচনা, অন্যকে হেয় প্রতিপন্নতা, পুরুষদের পৌরুষ, আত্নসম্মানবোধ, বন্ধুপ্রীতি, আতিথেয়তা, প্রতিশোধ-প্রতিরোধ, প্রেমিকার প্রতি ভালবাসার উত্তাপ, বিরহ ব্যথা, কোমলতা, সুকুমার বৃত্তি, প্রেম-প্রীতি, সু-কর্ম, কু-কর্ম ইত্যাদির বিবরণ জাহেলী যুগে আরব্য সাহিত্যে স্থান পেয়েছে।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﷺ বলতেন,

إذا قرأتم شيئًا من كتاب الله فلم تعرفوه، فاطلبوه في أشعار العرب فإن الشعر ديوان العرب، وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرا.

Dhaka University Institutional Repository

“পবিত্র কুরআ’ন পাঠ করে যদি কোথাও বুঝতে না পারো তাহলে তার অর্থ আরবদের কবিতার মাঝে সন্ধান করো, কারণ কবিতা তাদের জীবনালেখ্য”।[56]

কুরআ’ন নাযিলের পূর্বে আরবি সাহিত্য চর্চার আরো কিছু নজীর পাওয়া যায় এমন যে, তখন সাহিত্য চর্চার প্রতিযোগিতার আসর বিভিন্ন স্থানে বা বাজারে বসত। উল্লেখযোগ্য বাজারগুলো হলোঃ

* ‘উকাজ (মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী উপত্যকা’য়),

* আল মিরবাদ (বসরাহ’তে),

* আল কিনাসাহ (কুফা’তে), ইত্যাদি।[57]

খত্তে ‘উসমানীতে কুরআ’ন লিখার কারণঃ

ওহী নাযিলের পর তা পর্যায়ক্রমে রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায়, হযরত আবু বকর ﷺ -এর খেলাফতকালে এবং সর্বশেষ হযরত ‘উসমান ﷺ -এর খেলাফতকালে মদীনাতে কুরআ’নের সংকলন করা হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে একই কপি পাঠানো হয় যার তেলাওয়াত সকলেই অনুসরণ-অনুকরণ করে। এ ক্ষেত্রে হযরত ‘উসমান ﷺ -রই অবদান ছিল বেশি, সেহেতু তদানীন্তন কুরআ’নের লিপিকে “খত্তে ‘উসমানী বা রসমে উসমানী” নামকরণ করা হয়।

‘খত্তে ‘উসমানী’ কুরআ’নুল কারীমের পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে রক্ষণাবেক্ষণের দৃঢ় গ্যারান্টি। কারণ তা লিপিবদ্ধকরণের দায়িত্বে ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একদল সাহাবী ﷺ এবং এই মহান কর্মের উপর ইজমাহ তথা ঐক্যমত ছিলেন – অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং অন্যান্য সুনামধন্য ইমামগণ।

‘খত্তে ‘উসমানী’ এমন একটি লিখন পদ্ধতি যাতে ১০ (দশ) কেরাতের সবটাই ধারণ করা হয়, দ্রুত পড়তে অভ্যস্থ হওয়া যায়, শব্দের উপর বিভিন্ন চিহ্নের মাধ্যমে লেখার পার্থক্য

[56] আবু ‘আলী আল হাসান বিন রাসিক আল কিরদানী, *আল ঊমদাতু ফী সানা‘আতিশ শা‘রী ওয়া নাক্বদিহী*, (মারকাযু তাহক্বীক্বাতি কম্পিউটার ‘উলূমি ইসলামী), পৃ. ২৭

[57] ড. হুসাইন নাসসার, *ফীশ শে‘রিল ‘আরাবি*, (বূর সাঈদ, মিশর, মাকতাবাহ আস সাকাফাহ আদ দ্বীনিয়্যাহ, ২০০১ খ্রী.), পৃ. ৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

বুঝা যায় যদিও তখন যের, যবর, পেশ, নুকতা, তাশদীদ ইত্যাদি ছাড়া কুরআ'ন লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

'খত্তে 'উসমানী'তে ০৬ টি নিয়ম বিদ্যমানঃ [58]

১. الحذف (উহ্য রাখা),

২. الزيادة (অতিরিক্ত অক্ষর যুক্ত করা),

৩. البدل (এক হরফ দ্বারা অন্য হরফের পরিবর্তন করা),

৪. الفصل والوصل (শব্দের পৃথক-মিলন),

৫. رسم الهمزة (সুকুন ও হরকতযুক্ত উভয় অবস্থাতেই হামযা লিখন পদ্ধতি),

৬. ما كان فيه قراءتان ورسم على إحداهما (যেখানে দু'টি কেরাত বিদ্যমান সেখানে একটি কেরাত উল্লেখ করা)।

কুরআ'নে গদ্য-পদ্যের সমন্বয়ঃ

কুরআ'নে বর্ণিত আরবি ভাষার মান নিঃসন্দেহে অতি ব্যাপক, সুদূর প্রসারী, সু উচ্চ অর্থ র এবং সর্বকালের কবি-সাহিত্যিককে অক্ষম করতে সক্ষম, হয়েছেও তা। কুরআ'ন নাযিলের পর থেকে আরব্য কবি-সাহিত্যিকদের কাব্যিক ও সাহিত্যিক কীর্তি ম্লান হতে শুরু করে। তা দেখে মহা পণ্ডিত ব্যাক্তিরাও হতবাগ বনে যায়। অবশেষে কুরআ'নের ব্যাপারে 'খালেদ বিন 'উকবাহ' বলেনঃ

وَاللَّهِ إِنَّ لَهُ لَحَلاوَةً ، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلاوَةً ، وَإِنَّ أَعْلاهُ لَمُثْمِرٌ، وَإِنَّ أَسْفَلُهُ لَمُغْدِقٌ وَمَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ

"আল্লাহ'র কসম, এ কুরআ'নে আছে মাধুর্য ও সঞ্জীবনী শক্তি, নিশ্চয়ই এর অভ্যন্তর সন্তুষ্টিদায়ক এবং বহির্ভাগ ফলদায়ক এবং এটি কোন মানুষের রচিত নয়"।[59]

---

[58] ড. ইয়াসীর আল সাইয়্যেদ নাউইর, *কাউয়াঈদুর রসম আল উসমানী ওয়া হিকামিহী*, ('আম্মান, জর্ডান, মাজাল্লাতুল মীযান লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ক্বানুনিয়্যাহ), ১ম সংখ্যা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮

[59] আল রুম্মানী, আল খাত্তাবী ও 'আব্দুল ক্বাহের আল জুরজানী, *সালাসাতু রাসাইল ফী ই'জাযীল কুরআ'ন*, (কায়রো, মিশর, দারুল মা'আরিফ), পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

এক পর্যায়ে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কবি, গণক, যাদুকর, পাগল ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেছে। কুরআ'ন এর প্রতিবাদ করে এই বলে যে,

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾

"আমি এ (নবী)-কে কবিতা শিখাইনি এবং কাব্য চর্চা তার জন্য শোভনীয়ও নয়। এ তো একটি উপদেশ এবং স্পষ্ট পঠনযোগ্য কিতাব"।[60]

﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"কোন কবির কাব্য নয়। তোমরা খুব কমই ঈমান পোষণ করে থাকো। আর এটা কোন গণকের গণনাও নয়। তোমরা খুব কমই চিন্তা-ভাবনা করে থাকো। এ বাণী বিশ্ব-জাহানের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত"।[61]

সর্বোপরী মহাগ্রন্থ আল কুরআ'ন কোন সাহিত্যিক-কবির রচিত গদ্য-পদ্যের গ্রন্থ নয়। বরং এটি মহান আল্লাহ'র পক্ষ থেকে সাজ ছন্দে রচিত এক মহাগ্রন্থ।

অনারবি ভাষার উপর কুরআ'নের প্রভাবঃ

মহাগ্রন্থ আল কুরআ'ন স্বীয় আরবি ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ, সুসামঞ্জস্য ও সমুন্নত করেছে। সেই সাথে অনারবি ভাষার উপরও এতটা প্রভাব ফেলে যে, অনারবরা ইসলাম গ্রহণ করে আরবি ভাষা শিক্ষার দিকে ঝুঁক প্রবণতা বেড়ে যায়। কুরআ'নের উচ্চাঙ্গের ভাষাকে অনুসরণ করে যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মুসলিম-অমুসলিম ও আরবি-অনারবি মনীষীগণ আরবি ভাষাকে বিশ্ব দরবারের সু উচ্চ আসনে সমাসীন করেছেন। এবং সেই লক্ষ্যে আজও কাজ করে যাচ্ছেন।

কুরআ'নের বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'ড. মরিস বুকাইলি' বলেনঃ

[60] আল কুরআন, ৩৬:৬৯

[61] আল কুরআন, ৬৯:৪১-৪৩

Dhaka University Institutional Repository

"It was in totally objective spirit, and without any preconceived ideas that I first examined the Qur'anic Revelation. I was looking for the degree of compatibility between the Qur'anic text and the data of modern science. I knew from translations that the Qur'an often made allusion to all sorts of natural phenomena, but I had only a summary knowledge of it. It was only when I examined the text very closely in Arabic that I kept a list of them at the end of which I had to acknowledge the evidence in from of me: the Qur'an did not contain a single statement that was assailable from a modern scientific point of view."[62]

কুরআ'নে যেসব অনারবি ভাষা বিদ্যমানঃ

মহাগ্রন্থ আল কুরআ'নে আরবি ভাষার পাশাপাশি যেসব ভাষা বিদ্যমান সেসব ভাষা হলোঃ সুরিয়ানী, যাঞ্জী, হিব্রু, নবতাঈ, ইয়াহুদী, ইথিওপিয়ান, ফারসি, রোমান, বারবারী , কিবতী, তুর্কী।

[62] Dr. Maurice Bucaille, *The Bible, The Qur'an and Science*, P. no. 08-09

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
• সুরিয়ানী ভাষাঃ প্রাচীন সিরীয় ভাষা	৩৩
• হিব্রু ভাষা	৪৬
• নবতাঈ / নাবতী ভাষা	৬০
• হাবশী / ইথিওপিয়ান ভাষা	৭১
• ফারসি ভাষা	৮৭
• রোমান ভাষা	৯৯
• মাগরিবী আরবি ভাষা (দারিজ)	১০৪
• বারবারী ভাষা	১০৭
• কিবতী ভাষা	১১০
• যাঞ্জী ভাষা	১১৪
• তুর্কী ভাষা	১১৮
• অনারবি শব্দ	১২১
• ইয়াহুদীদের ব্যবহৃত শব্দ	১৫৭

তৃতীয় অধ্যায়ে আল কুরআ'নে বিদ্যমান ১৫৫ (একশত পঞ্চান্ন) টি শব্দের অধিক অনারবি শব্দের বর্ণনা ও শাব্দিক বিশ্লেষণ কুরআ'নে উল্লেখিত আয়াতসহ করা হয়েছে। সেই সাথে কুরআ'নে উল্লেখিত অনারবি ভাষাসমূহ যেমনঃ সুরিয়ানী, যাঞ্জী, হিব্রু, নবতাঈ, ইয়াহুদী, ইথিওপিয়ান ইত্যাদি যে ভাষা থেকে শব্দটি এসেছে সে ভাষাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রত্যেক অনারবি শব্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং মানচিত্রভিত্তিক উক্ত ভাষাভাষী অঞ্চল বা দেশের অবস্থান এই বিষয়বস্তুগুলোর আলোচনা নিম্নরূপঃ

SYRIAC (LANGUAGE OF SYRIA) / السريانية

সুরিয়ানী ভাষাঃ প্রাচীন সিরীয় ভাষা

সুরিয়ানী ভাষাঃ প্রাচীন সিরীয় ভাষা (ইংরেজী : SYRIAC, সুরিয়ানী : ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ আরবি : اللغة السريانية)। সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় ভাষা 'আরবি' হলেও সেখানে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত আছে। আঞ্চলিক ভাষাগুলো হলোঃ الآرامية، الأديغية، الكردية، الدومرية، القبردية، الطورية ইত্যাদি। "আরামাইক ভাষা" ছিল সিরিয়ার মূল ভাষা। সিরিয়ানরা আরবি ভাষাকে বিশেষ করে আরামাইক (ARAMAIC) ভাষাকে তাদের আঞ্চলিক ভঙ্গিতে বলে থাকলেও দেশটি আরব লীগের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় তারা শিক্ষা, মিডিয়া, সরকারী, সরকারী লেনদেন ইত্যাদি ক্ষেত্রে শুদ্ধ আরবি ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। সিরিয়াতে আরবি ভাষা আবির্ভূত হবার আগে আরামাইক (ARAMAIC) ভাষার প্রচলন ছিল বেশি। এখনও আসিরিয়ানদের (ASSYRIANS) মধ্যে তা কথিত আছে। শাম ও আরব উপদ্বীপের মাঝে হিজরত, ব্যবসায়িক লেনদেন এবং সাংস্কৃতির পালা বদলের ফলে তৎকালীন সিরিয়া ও আরবদের মধ্যে ভাষা ও শব্দেরও পালা বদল হয়।[63]

সুরিয়ানীদের অধিক ব্যবহৃত (আরামাইক ভাষা) আরবি ভাষার মতো একটি সেমিটিক[64] ভাষা। আহমাদ 'ঈসা ' আলী আল জামাল বলেনঃ

ولغة السريانية هي اللغة السريانية، وهي تعتبر واحدة من اللغات المعروفة باللغة السامية، كما أنها تعد امتدادا للغة الآرامية في العصر المسيحي، حيث كانت في بادئ أمرها تسمى الآرامية، ويعرف المتكلمون بها بالآراميين. والآراميون هم بنو آرام بن سام بن نوح عليه السلام. وكانوا يعيشون في البلاد التي تسمى في التوراة: "آرام" وهي المعروفة ببلاد الشام والعراق ..... وبعد انتشار المسيحية في بلاد الآراميين، جعل هؤلاء الذين اعتنقوها ينفرون من تلك التسمية القديمة، ويعدونها مرادفة للوثنية

---

[63] তথ্যসূত্র : *WIKIPEDIA & ENCYCLOPEDIA*, https://en.wikipedia.org/wiki/Syriac_language ; https://en.wikipedia.org/wiki/Aramaic_language

[64] (সেমিটিক ভাষাঃ ভাষা ও নৃতত্ত্বে সেমিটিক ইংরেজি : SEMITIC), বাইবেলে : SHEM , হিব্রু : שם, আরবি : سامي) শব্দটি ব্যবহৃত হয় যা সর্বপ্রথম মধ্য প্রাচ্যের ভাষা শ্রেণীকে বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই শ্রেণীর ভাষাগুলোর মধ্যে আছেঃ আরবী, হিব্রু, আক্কাডিয়ান, এরামাইক, গি'জ, মাল্টিসি, কানানাইট / ফোনেসিয়ান, এমোরাইট, এবলাইট, উগারিটিক, সুতিয়ান, চেলডিয়ান, মান্ডাইক, আহলামু, আমহারিক, টিগরি এবং টিগরিনয়া প্রভৃতি ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলো। ভাষা বিষয়ক শিক্ষা সাংস্কৃতিক শিক্ষার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় এই শব্দটি সংস্কৃতি ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে; বিশেষতঃ যাদের মূল জাতিগত বা সাংস্কৃতিক শিকড় একই তাঁদের নির্দেশ করার ক্ষেত্রে।

Dhaka University Institutional Repository

والإلحاد، لذلك سارعوا إلى الأخذ بكلمة سريان، تلك التسمية التي أطلقها عليهم اليونانيون الذين كانوا يحتلون بلادهم (ق.م.٣١٢) وقد سموا لغتهم السريانية.

"সিরিয়ার ভাষা সুরিয়ানী ভাষা হিসেবে পরিচিত। এটিকে সেমিটিক ভাষার অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। যেমনি খ্রিষ্টীয় যুগে আরামাইক ভাষা প্রসারতা লাভ করে। পরবর্তীতে 'আরামাইক ভাষা'য় কথা বলে তাদেরকে আরামাইক ভাষাভাষি বলা হয়। আরামাইকরা "আরাম বিন শাম বিন নূহ ﷺ"-এর বংশধর। তারা তাওরাতে বর্ণিত 'আরাম' নামক দেশে বসবাস করত। যা বর্তমানে 'শাম ও ইরাক' নামে পরিচিত" ..... আরামাইকদের দেশে খ্রীষ্টানদের প্রসারতার পর তারা পূর্ববর্তী নামকে অনুসরণ করতে থাকে এবং পৌত্তলিকতা ও নাস্তিকতার ব্যপারে সমর্থক শব্দ হিসেবে গণ্য করতে থাকে। সেজন্য তারা সুরিয়ান শব্দটিকে গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়। গ্রীক জাতি (যারা তাদের দেশ - ৩১২ খ্রীষ্ট পূর্ব - দখল করেছিল) তাদের ভাষাকে 'সুরিয়ানী ভাষা'য় নামকরণ করে"।[65]

আরব উপদ্বীপে ইসলামের আবির্ভাবের সহস্রাধিক বছর পূর্বে সুরিয়ানী ভাষা প্রসার লাভ করে। যখন ব্যাবিলনীয়রা রাজা 'নাবুয়ীদ'-এর নেতৃত্বে খ্রীষ্ট পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপ আক্রমণ করে। যার বদৌলতে 'আরামাইক ভাষা' আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করে।[66]

[65] আহমাদ 'ঈসা 'আলী আল জামাল, *আল কুরআ'ন ও লুগাতুস সুরিয়ান*, (জামে'য়াতুল আযহার, ২০০৭ খ্রী.), পৃ. ০১-০২

[66] তথ্যসূত্র : *WIKIPEDIA The Free Encyclopedia,* https://en.wikipedia.org/wiki/Syriac_language ; https://en.wikipedia.org/wiki/Aramaic_language

Dhaka University Institutional Repository

কুরআ'নে উল্লেখিত সুরিয়ানী ভাষার শব্দগুলো নিম্নে উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

الرَّحْمـــن، القيُّـــوْم، قِنْـــطارٍ، الْيَـــمُّ، هَـــوْن، رَهْـــوًا، طُـــوْر، رِبِّيُّـــوْن، أسْـــفَارًا، سَـــرِيّ، عَـــدْن، هَـــيْتَ لك، قُمَّـــل، شَهْـر، الرَّبَّـانِيُّـــوْن

০১. الرَّحْمـــن

الرحمن কুরআ'নে আল্লাহ তা'য়ালা'র একটি গুণবাচক নাম। শব্দটি মূলত সিরিয়ানদের ব্যবহৃত একটি শব্দ, যা رحمانو শব্দে উচ্চারণ করা হয় এবং লেখা হয় (ܪܚܡܢ) যার অর্থ, প্রিয়, পছন্দকারী, স্নেহময় ইত্যাদী। কিন্তু আরবি ভাষাবিদদের মতে, الرحمن শব্দটি আরবি। যার অর্থ, [67]الكثير الرحمة "অতি দয়ালু,[68] পরম দয়ালু, পরম করুণাময়, অত্যন্ত মেহেরবান"[69]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

"(যিনি) পরম করুণাময় ও পরম দয়াবান"।[70]

ইমাম রাযী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর "তাফসীরুল কাবীর" নামক তাফসীর গ্রন্থে বলেনঃ الرحمن শব্দটি আরবি শব্দ নয়। বরং এটি হিব্রু ভাষা বা সুরিয়ানী ভাষাঃ প্রাচীন সিরিয় ভাষার শব্দ।[71] শব্দটি আরবি হবার ব্যাপারেই ইমাম রাযী (রাহিমাহুল্লাহ) প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থে শব্দটি সুরিয়ানী ভাষা তথা প্রাচীন সিরিয় ভাষার শব্দ বলে উল্লেখ করার কারণ হলো, উক্ত মতটি তাঁর সময়ে ব্যপকভাবে প্রচলিত ছিল। ইমাম আল মুবাররিদ ও সা'লাব'র মতে, শব্দটি হিব্রু ভাষার।[72]

শব্দটি কুরআ'নে ৫৭ (সাতান্ন) বার উল্লেখ আছে।[73]

---

67 *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* (মিশর, ওয়াযারাতুত তারবিয়াহ ওয়াত তা'লীম, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ২৫৯

68 আহলুল কুরআ'ন, ২০১৮ খ্রী. *"আর রাহমান ইসমু সুরইয়ানী ওয়া লাইসা 'আরাবি"*, সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ জুলাই ৩০; http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=15067

69 *আল কুরআ'নের অভিধান,* (ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৬ খ্রী.), পৃ. ২৫৩

70 আল কুরআ'ন ০১:০২

71 ফখরুদ্দীন আর রাযী, *তাফসীরল ফখরুর রাযী (আত তাফসীরুল কাবীর, মাফাতীহুল গায়ীব),* (লেবানন, দারুল ফিকর, ১৯৮১ খ্রী.), খ. ১ম, পৃ. ১৬৯

72 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, *আল ইতক্বান ফী 'উলূমিল কুরআ'ন,* (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ নাসিরুন, ২০০৮ খ্রী.), পৃ. ২৯৩

73 আল কুরআ'ন, ০১: ০১,০৩; ০২: ১৬৩; ১৩: ৩০; ১৭: ১১০; ১৯: ১৮,২৬,৪৪,৪৫,৫৮,৬১,৬৯,৭৫,৭৮, ৮৫,৮৭,৮৮,৯১,৯২,৯৩,৯৬; ২০: ০৫,৯০,১০৮,১০৯; ২১: ২৬, ৩৬, ৪২,১১২; ২৫: ২৬,৫৯,৬০,৬০,৬৩; ২৬: ০৫; ২৭: ৩০; ৩৬: ১১,১৫,২৩,৫২; ৪১: ০২; ৪৩: ১৭,১৯,২০,৩৩,৩৬,৪৫,৮১; ৫০: ৩৩; ৫৫: ০১; ৫৯: ২২; ৬৭: ০৩,১৯,২০,২৯; ৭৮: ৩৭,৩৮

Dhaka University Institutional Repository

০২. القَيُّـــوْمُ

القَيُّــــوْم মহান আল্লাহ'র একটি নাম। শব্দটি সিরীয়ান ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ; যে না ঘুমায় তার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।[74] আরবিতে القَيُّـــوْم শব্দের অর্থ, من يقوم بالأمر ويسوسه[75] القائم الحافظ لكلّ شيء[76] "বিদ্যমান, সবকিছুর সংরক্ষণকারী, চিরঞ্জীব, নিত্য বিরাজমান"[77]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾

"আল্লাহ এমন এক চিরঞ্জীব ও চিরন্তন সত্তা"।[78]

কবি উম্মিয়্যাহ তাঁর কবিতায় শব্দটি উল্লেখ করে বলেনঃ

لَمْ تُخلقْ السماءُ والنجـومُ　　　والشمسُ معها قمرٌ يَعومُ

قَـــدَّره المهيمــنُ القيُّـومُ　　　والجَسرُ والجنةُ والجحيمُ

إلا لأمــرٍ شَــأنه عظيــمُ

"আসমান, তারকা, সূর্য, সেই সাথে ভাসমান চাঁদ, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম এগুলো সর্বনিয়ন্তা এবং চিরঞ্জীব আল্লাহ'র মহানত্ব ছাড়া সৃষ্টি করা হয়নি"।[79]

শব্দটি কুরআ'নে ০৩ (তিন) বার উল্লেখ আছে।[80]

০৩. قِنْـــطارٍ

ইমাম আল খালীল'র মতে, قنطار সিরীয়ান ভাষার শব্দ। ষাঁড়ের পূর্ণ চামড়া পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য বুঝায়। আবার অনেকের মতে, قنطار শব্দটি দ্বারা বারবারী জাতির ব্যবহার করা

---

[74] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

[75] *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২১

[76] ড. শাউক্বী দাইফ, *আল মু'জামুল ওয়াসীত,* (কায়রু, মাকতাবাতুশ শুরুক্ব আদ দাউলিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রী.), পৃ. ৭৬৮

[77] *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭

[78] আল কুরআ'ন, ০২: ২৫৫

[79] আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন জারীর আত তাবারী, *তাফসীরুত তাবারী জামে'উল বায়ান 'আন তাউইলিল কুরআ'ন,* (বৈরুত, দারুল কুতুবুল 'ঈলমীয়্যাহ, ২০০৯ খ্রী.), খ. ০৩, পৃ. ০৭, আল কুরআ'ন, ০২: ২৫৫

[80] আল কুরআ'ন, ০২: ২৫৫; ০৩: ০২; ২০: ১১১

Dhaka University Institutional Repository

১০০০ পরিমাণ ওজন বুঝায়। ইমাম কুতাইবাহ'র মতে, قنطار শব্দটি আফ্রিকানদের ব্যবহার করা একটি শব্দ। এর দ্বারা ৮,০০০ পরিমাণ ওজন বুঝায়।[81] ইমাম সা'লাবী'র মতে, قنطار শব্দটি রোমান ভাষার শব্দ। ১২,০০০ আউন্স পরিমাণ অঢেল সম্পদ বুঝায়।[82] আরবিতে قنطار শব্দের অর্থ, [83] المال الكثير "অঢেল ধন সম্পদ, মূল্যবান ধাতুর স্তুপ, রত্নাগার"[84]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

"আর আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও ফেরত দিবে; আবার এমন লোকও আছে যার কাছে একটি দিনার আমানত রাখলেও তার উপর সর্বোচ্চ তাগাদা না দিলে সে তা ফেরত দিবে না। এটা এ কারণে যে, তারা বলে, 'উম্মীদের ব্যাপারে আমাদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই' আর তারা জেনে-বুঝে আল্লাহ'র উপর মিথ্যা বলে"।[85]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[86]

০৪. الْيَـــمُّ

সিরিয়ান ভাষার ܝܡܐ শব্দটির অর্থ, সাগর। ইবনুল জাওযী বলেনঃ শব্দটি হিব্রু ভাষার। শায়জালা বলেনঃ শব্দটি কিবতীদের ব্যবহৃত ভাষার শব্দ।[87] আরবিতে ܝܡܐ শব্দের অর্থ, [88] البحر "নদী, সমুদ্র, দরিয়া"[89]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

---

[81] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

[82] আবু মানসূর আব্দুল মালেক বিন মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আস সা'আলাবী, *ফিকহুল লুগাহ ওয়া আসরারুল 'আরাবিয়্যাহ,* (বৈরুত, আল মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যাহ লিত্যাবা'আতি ওয়ান নাশরি, ২০০০ খ্রী.)

[83] *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৭

[84] *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪

[85] আল কুরআ'ন, ০৩: ৭৫

[86] আল কুরআ'ন, ০৩: ৭৫

[87] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

[88] ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬৬; *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৭

[89] *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৬

Dhaka University Institutional Repository

﴿أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾

"'যে, তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, তারপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও যাতে দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেয়, ফলে তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে যাবে। আর আমি আমার পক্ষ থেকে আপনার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, আর যাতে আপনি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হোন"।[90]

শব্দটি কুরআ'নে ০৮ (আট) বার উল্লেখ আছে।[91]

০৫. هَـــوْن

প্রাচীন সিরীয় ভাষার هون শব্দটি। অর্থ, জ্ঞানী ব্যক্তি, বিজ্ঞ ব্যক্তি।[92] আবু 'ইমরান আল জুনাই বলেনঃ শব্দটি হিব্রু ভাষার।[93] আরবিতে هون শব্দের অর্থ, الوقار الرفق والتؤدة[94]؛ والتواضع[95] "আস্তে আস্তে, সহজে; গাম্ভীর্য, বিনয়"।[96] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾

"আর 'রহমান'-এর বান্দা তারাই, যারা যমীনে অত্যন্ত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন মূর্খরা তাদেরকে সাথে (অশালীন ভাষায়) কথা বলতে থাকে, তারা বলে, 'সালাম'।[97]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[98]

---

[90] আল কুরআ'ন, ২০: ৩৯

[91] আল কুরআ'ন, ০৭: ১৩৬; ২০: ৩৯,৩৯,৭৮,৯৭; ২৭: ০৭; ২৮: ৪০; ৫১: ৪০

[92] 'আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আররাজী আবি হাতিম, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম,* (রিয়াদ, মাকতাবাতু নাযযার মুসতাফাহ আল বায, ১৯৯৭ খ্রী.), আল কুরআ'ন, ২৫: ৬৩

[93] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

[94] *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৫

[95] ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০১

[96] *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৭

[97] আল কুরআ'ন, ২৫: ৬৩

[98] আল কুরআ'ন, ২৫: ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

০৬. رَهْـــوًا

ওয়াসেতী' র মতে, رهوا শব্দটি সিরিয়ান ভাষার। যার অর্থ, ساكنا বসবাসকারী।[99] আবুল কাশেম' র মতে, رهوا শব্দটি নবতাঈ ভাষার। যার অর্থ, سهلا دمثا সহজ, কোমল। আরবিতে رهوا শব্দের অর্থ, ساكنا أو منفرجا مفتوحا[100] "স্থির থাকা, শুষ্ক, থেমে যাওয়া"[101]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ﴾

"সমুদ্রকে স্থির থাকতে দিন। নিশ্চয়ই তারা হবে এক ডুবন্ত বাহিনী"।[102]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[103]

০৭. طُـــوْر

আল ফারাবী মুজাহীদ থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, সিরিয়ান ভাষার طور শব্দের অর্থ, পাহাড়।[104] ইবনু আবি হাতেম দাহহাক থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, শব্দটি নবতাঈ ভাষার।[105] আরবিতেও طور শব্দের অর্থ, الجبل[106] "উচ্চ পাহাড়"[107]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ﴾

"আর সিনাই পাহাড়ে যে গাছ জন্মায় তাও আমি সৃষ্টি করেছি তা তেল উৎপাদন করে এবং আহারকারীদের জন্য তরকারীও"।[108]

শব্দটি কুরআ'নে ১০ (দশ) বার উল্লেখ আছে।[109]

---

99 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

100 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯; হুসাইন মুহাম্মাদ মাখলূফ, *কালিমাতুল কুরআ'ন*, (কায়রো, আল হাইআতুল 'আম্মাহ লি শুউনিল মুতাবি'য়িল আমিরিয়্যাহ, ১৯৯৬ খ্রী.), পৃ. ৩৭২

101 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

102 আল কুরআ'ন, ৪৪:২৪

103 আল কুরআ'ন, ৪৪:২৪

104 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫; আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

105 আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ'ন, ২৩: ২০

106 *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭

107 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

108 আল কুরআ'ন, ২৩: ২০

109 আল কুরআ'ন, ০২: ৬৩,৯৩; ০৪: ১৫৪; ১৯: ৫২; ২০: ৮০; ২৩: ২০; ২৮: ২৯,৪৬; ৫২: ০১; ৯৫: ০২

Dhaka University Institutional Repository

০৮. رِبِّيُّـــوْن

ربيون শব্দটি সিরিয়ানদের ভাষা থেকে আগত।[110] আরবিতে ربيون অর্থ, العالم التقيّ الصابر من الناس[111] "আল্লাহ'র পাগল, দরবেশ, আল্লাহ'র প্রিয়পাত্র"[112]। বসরার কয়েকজন নাহুবীদদের মতে, ربيون বলতে বুঝায় الذين يعبدون الربّ "যারা রব (আল্লাহ)-এর 'ইবাদত করে"।[113] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾

"আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছেন; আল্লাহ'র পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন"।[114]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (দশ) বার উল্লেখ আছে।[115]

০৯. أَسْـــفَارًا

ওয়াসেতী বলেনঃ সুরিয়ানী ভাষায় أسفارا অর্থ, বই সমূহ। ইবনে আবী হাতেম দাহহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, أسفارا শব্দটি নবতাঈ ভাষা থেকে নির্গত। যার অর্থ, বই সমূহ।[116] আরবিতে أسفارا অর্থ, الكتاب، أو الكتاب الكبير، جزء من أجزاء التوراة[117] "কিতাবের বোঝা, কিতাবসমূহ"।[118] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

---

110 জালাল উদ্দীন আসসুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

111 *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

112 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

113 আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন জারীর আত তাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ৪৬১, আল কুরআ'ন, ০৩: ১৪৬

114 আল কুরআ'ন, ০৩:১৪৬

115 আল কুরআ'ন, ০৩:১৪৬

116 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

117 *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

118 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

“যাদেরকে তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বহন করেনি তাদের উপমা সেই সব গাধার মতো ! যে বহু বই-পুস্তক বহন করে। এর চেয়েও নিকৃষ্ট উপমা সেই সব লোকেরা যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ এ রকম জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না”।[119]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[120]

১০. سَـــرِيّ

سريّ শব্দটি সিরিয়ান শব্দ। এ ভাষায় অর্থ, নদী।[121] সাঈদ বিন যুবায়ের’র মতে, এটি নবতাঈ ভাষার শব্দ এবং সাইযালা’র মতে, এটি ইউনানী বা গ্রীক ভাষার শব্দ।[122] আরবিতে سريّ শব্দের অর্থ, [123]النهر الصغير “ছোট ঝর্ণা”[124]। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾

“তখন ফেরেশতা তার নিচ থেকে তাকে ডেকে বললো, ‘তুমি পেরেশান হয়ো না, তোমার রব তোমার নীচে একটি নহর সৃষ্টি করেছেন”।[125]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (দশ) বার উল্লেখ আছে।[126]

১১. عَـــدْن

ইবনু জারীর ﵀ ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কা‘ব ﵁ -কে আল্লাহ তা‘য়ালা’র বক্তব্য “جَنَّاتِ عَدْنٍ” সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ عدن শব্দটি সিরিয়ান ভাষা থেকে আগত। যার অর্থ, আঙ্গুর বাগান। অন্য এক তাফসীর গ্রন্থে পাওয়া

---

119 আল কুরআ’ন, ৬২: ০৫

120 আল কুরআ’ন, ৬২: ০৫

121 ‘আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ’ন, ১৯: ২৪

122 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

123 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯; *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০

124 *আল কুরআ’নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

125 আল কুরআ’ন, ১৯:২৪

126 আল কুরআ’ন, ১৯:২৪

Dhaka University Institutional Repository

যায় যে, শব্দটি রোমান বা গ্রীক ভাষার শব্দ।[127] আরবিতে عدن শব্দের অর্থ, جنة الخلد والإقامة[128] "সর্বদা থাকার জায়গা, জান্নাতের একটি স্তরের নাম"[129]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"এ মুমিন পুরুষ ও নারীকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি এমন জান্নাত (বাগান) দান করবেন যার তলদেশে ঝরণাধারা প্রবাহমান হবে এবং তারা তার মধ্যে চিরকাল বাস করবে। এসব চির সবুজ বাগানে তাদের জন্য থাকবে উত্তম বাসস্থান এবং আল্লাহ'র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য"।[130]

শব্দটি কুরআ'নে ১১ (এগার) বার উল্লেখ আছে।[131]

১২. هَـــيْتَ لك

ইমাম হাসান'র মতে, هيت لك শব্দটি সিরীয়ান ভাষার। ইবনু আবি হাতিম 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, কিবতী ভাষার শব্দ هيت لك অর্থ, এখানে এসো ! আবু যায়েদ আল আনসারী'র মতে, هيت لك শব্দটি হিব্রু ভাষার। মূলত শব্দটি হল هيتلج যার অর্থ, এসো ![132] আরবিতে هيت لك শব্দের অর্থ, هلمّ أقبل[133] "তুমি এসো, দ্রুত এসো, তোমাকে দ্রুত আসার নির্দেশ দিচ্ছি"।[134] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

---

[127] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

[128] *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০

[129] *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭

[130] আল কুরআ'ন, ০৯: ৭২

[131] আল কুরআ'ন, ০৯: ৭২; ১৩: ২৩; ১৬: ৩১; ১৮: ৩১; ১৯: ৬১; ২০: ৭৬; ৩৫: ৩৩; ৩৮: ৫০; ৪০: ০৮; ৬১: ১২; ৯৮: ০৮

[132] 'আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ'ন, ১২: ২৩; জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

[133] ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০২; *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৬

[134] *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৭

Dhaka University Institutional Repository

﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾

"যে মহিলাটির ঘরে সে ছিল সে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকলো এবং একদিন সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললো, "চলে এসো"। তিনি (ইউসুফ) বললেন, 'আমি আল্লাহ'র আশ্রয় প্রার্থনা করছি', নিশ্চয়ই তিনি আমার মনিব; তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই জালেমরা সফলকাম হতে পারে না"।[135]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[136]

১৩. قُمَّـــل

قمل শব্দটি হিব্রু ও সিরীয়ান ভাষার শব্দ।[137] অর্থ, উকুন। قمل শব্দটির আরবি অর্থ, الدبى أو القراد أو القمل المعروف[138] "উকুন, ছাড়পোকা"।[139] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾

"অবশেষে আমি তাদের উপর তুফান, পংগপাল, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত বিস্তারিত নিদর্শন হিসেবে প্রেরণ করলাম। এসব নিদর্শন আলাদা আলাদা করে দেখালাম। কিন্তু তারা অহংকারে মেতে রইলো এবং তারা ছিল বড়ই অপরাধপ্রবণ সম্প্রদায়"।[140]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[141]

---

135 আল কুরআ'ন, ১২: ২৩
136 আল কুরআ'ন, ১২: ২৩
137 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬
138 হুসাইন মুহাম্মাদ মাখলূফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
139 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪
140 আল কুরআ'ন, ০৭: ১৩৩
141 আল কুরআ'ন, ০৭: ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

১৪. شَهْـر

ভাষাবিদদের মতে, شهر শব্দটি সুরিয়ানী ভাষা থেকে নির্গত। সুরিয়ানী ভাষায় شهر শব্দটিকে سهر লেখা হয়। অতঃপর এটিকে আরবিতে ব্যবহার করা হয়। অর্থ, মাস।[142] আরবিতেও شهر বলতে 'মাস' বুঝায়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"রমযানের মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য পুরোপুরি হিদায়াত এবং হেদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও হক-বাতিলের পার্থক্যকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে সে যেন এ মাসটিতে সিয়াম (রোযা) পালন করে এবং যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয় বা সফরে থাকে, সে যেন অন্য দিনগুলোয় রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ নীতি চান, কঠোর নীতি চান না। যাতে তোমরা (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো এবং আল্লাহ তোমাদের যে হিদায়াত দান করেছেন সে জন্য যেন তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো"।[143]

শব্দটি কুরআ'নে ১০ (দশ) বার উল্লেখ আছে।[144]

১৫. الرَّبَّـانِيُّـــوْن

الربانيون শব্দটি সিরিয়ান ভাষার শব্দ। আবু 'উবায়দাহ বলেনঃ আরবরা الربانيون সম্বন্ধে জানত না। শুধুমাত্র ফকীহগণ ও জ্ঞানবানগণ জানতেন। তবে তাঁদের মতে, উক্ত শব্দটি হিব্রু

---

[142] আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২; জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

[143] আল কুরআ'ন, ০২: ১৮৫

[144] আল কুরআ'ন, ০২: ১৮৫,১৮৫,১৯৪,১৯৪,২১৭; ০৫: ০২,৯৭; ৩৪: ১২,১২; ৯৭: ০৩

Dhaka University Institutional Repository

ভাষার শব্দ।[145] الربانيون শব্দটির আরবি অর্থ, الذي يعبد الربّ والكامل العلم والعمل[146] ؛ الكامل في العلم والعبادة[147] "দরবেশ, আল্লাহ ওয়ালা, পথ প্রদর্শক"[148]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

"নিশ্চয়ই আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম; তাতে ছিল পথ নির্দেশনা ও আলো; নবীগণ, যারা মুসলিম (অনুগত) ছিলেন, তারা ইয়াহুদীদেরকে তদনুসারে হুকুম দিতেন। আর এভাবে রব্বানী এবং বিদ্বানগণও (তদনুসারে হুকুম দিতেন), কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর ওপর সাক্ষী। কাজেই (হে ইহুদী গোষ্ঠী!) তোমরা মানুষকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো এবং সামান্য তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে আমার আয়াতগুলো বিক্রি করা পরিহার করো। আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারাই কাফের"।[149]

শব্দটি কুরআ'নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[150]

---

[145] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩; আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী , প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

[146] ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

[147] *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

[148] *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

[149] আল কুরআ'ন, ০৫:৪৪

[150] আল কুরআ'ন, ০৫:৪৪; ০৫: ৬৩

HEBREW LANGUAGE / العبرية

হিব্রু ভাষা

ঐতিহাসিক ভাষাগুলির মধ্যে "হিব্রু ভাষা" (עברית / HEBREW / العبرية) অন্যতম। যা ইসরাঈল (יִשְׂרָאֵל / ISRAEL / إسرائيل) নামক দেশের অফিসিয়াল ভাষা। হিব্রু ভাষার ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। ২০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মুখের ভাষা হিসেবে এটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু লিখিত ভাষা হিসেবে এটি আরও বহু শতক টিকে থাকে। এটি ধর্ম, আইন, ব্যবসা, দর্শন ও চিকিৎসা বিষয়ক বহু বই লিখতে ব্যবহৃত হত। ১৯শ শতকের শেষে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কথ্য ভাষা হিসেবে এটির পুনর্জন্ম হয়। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৯০ লাখ মানুষ এ ভাষায় কথা বলে থাকেন। যার ৫০ লাখ ভাষাভাষীই ইসরাইলে বসবাস করেন।

হিব্রু ভাষার গুরুত্ব এই জন্য বেশি যে, আল্লাহ প্রদত্ত আসমানি গ্রন্থ "তাওরাত বা তোরাহ" এই ভাষায় নাযিল হয়েছিল। তাছাড়া হিব্রু বাইবেল বলতে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় পুস্তকাবলীর সাধারণ অংশকে বুঝায়। পণ্ডিতরা ইয়াহুদীদের 'তানাখ' (TANAKH) ও খ্রীষ্টানদের 'পুরাতন বাইবেল' (OLD TESTAMENT) গিয়ে এই পরিভাষাকে নিরপেক্ষ মনে করেন।[151]

এক সময়কার বিলুপ্ত প্রায় হিব্রু ভাষা সম্পর্কে 'আহমাদ শাহলান' বলেনঃ

كانت اللغة العبرية زمن الفتح الإسلامي للأندلس لغة مهملة، ليس بين يهود الأندلس فحسب، ولكن بين اليهود في جميع بلدان العالم، إذ كان اليهود في معظم الأحيان لا يستعملون هذه اللغة إلا في بيعهم وصلواتهم، وكان كثير منهم لا يفهمون الترانيم والطقوس التي يؤدونها بها، ولذلك كانوا يستمعون إلى التوراة الآرامية.

"আন্দালুসিয়ায় (স্পেন) ইসলামের বিজয়ের সময়ে স্পেনসহ গোটা বিশ্বে ইয়াহুদীদের কাছে হিব্রু ভাষাটি ছিল অবহেলিত ও পরিত্যক্ত। ইয়াহুদীরা এই ভাষাটি শুধু তাদের ক্রয়-বিক্রয় এবং নামাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করত। তাদের অধিকাংশই পালনকৃত ধর্মীয়

---

[151] তথ্যসূত্র : *WIKIPEDIA The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language ; https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE

প্রথাগুলো বুঝতো না। তাই তারা আরামাইক ভাষার তাওরাত গ্রন্থ খুব মনোযোগ সহকারে শুনতো"।[152]

হিব্রু ভাষাভাষীরা আরবি ভাষার দিকে আকৃষ্ট হবার ব্যপারে "ইব্রাহীম মূসা হান্দাউই" বলেনঃ

وظلت اللغة العبرية في جميع البلدان التي تفرق فيها اليهود على حالها من الترك والإهمال إلى أن أختلط اليهود بالمسلمين، وتعلموا اللغة العربية وقواعدها وآدابها وقوّموا بها ألسنتهم وأذواقهم، ورأوا كيف يخدم المسلمون لغتهم من منطلق ديني باعتبارها لغة القرآن الكريم والحديث الشريف، فقرروا خدمة لغة كتبهم المقدسة بوضع قواعد لها على طريقة المسلمين في خدمة لغتهم العربية.

"ইয়াহুদীরা সব দেশে বিভক্ত হওয়া থেকে শুরু করে মুসলিমদের সাথে মিশা পর্যন্ত হিব্রু ভাষা ছিল অবহেলিত ও পরিত্যক্ত। এক পর্যায়ে তারা আরবি ভাষা ও এর নিয়ম - কানুন, শিষ্টাচার শিখতে থাকে এবং এই পদ্ধতিটাকে ইয়াহুদীরা তাদের ভাষায় প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। তারা দেখল মুসলিমরা তাদের দ্বীনের কুরআন-হাদীস অনুযায়ী (আরবি) ভাষা কিভাবে ব্যবহার করে। সুতরাং মুসলিমদের আরবি ভাষা ব্যবহারের মতো তারাও তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলোর ভাষাকে (হিব্রু) ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়"।[153]

---

[152] আহমাদ শাহলান, *মিনাল আদাবিল 'আরাবি 'ঈবরী, আবু হারুন মূসা বিন ইয়া'কুব বিন 'আযরা ওয়া কিতাবিহিল মুহাদারাহ ওয়াল মুযাকারাহ*, (মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতিল আদাব ওয়াল 'উলূমিল ইনসানিয়্যাহ, জামে'য়াতু মুহাম্মাদ আল খামিস, ১৯৮৫ খ্রী.), সংখ্যা ১০, পৃ. ৬৫-৯৮

[153] ইব্রাহীম মূসা হান্দাবী, *আল আছারুল 'আরাবী ফীল ফিকরিল ইয়াহুদী*, (কায়রো, মাকতাবাতুল আঞ্জালু আল মাসরিয়্যাহ, ১৯৬৩ খ্রী.), পৃ. ২৬-২৭

Dhaka University Institutional Repository

কুরআ'নে উল্লেখিত হিব্রু ভাষার শব্দগুলো নিম্নে উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

فـــوْم، اليَهُـــوْد، إبْرَاهِـــيْم، أوَّاه، بَعِيْـــر، صَلَـــوَات، إدْرِيْـــس، أيُّـــوْب، مَرْقـــوْم، هُـــدْنَا، أخْلَـــد، إسْحَـــاق، إسْمَاعِيْـــل، طُـــوَى، كَفّـــر، رَمْـــزًا، جَهَـــنَّم، أليْـــم

০১. فـــوْم

ওয়াসেতী'র মতে, فوم শব্দটি হিব্রু ভাষার। অর্থ, গম।[154] আরবিতে فوم শব্দটির অর্থ, ثوم حنطة[155]؛ السنبلة والحبّة مما يخبز[156] ، "এমন শস্যদানা যা থেকে রুটি তৈরি করা হয়; রসুন, গম, চানা"।[157] 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ যে, فوم বলতে বুঝায় الحِنطة والخُبز "গম এবং রুটি"।[158] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا﴾

"আর যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা একই ধরনের খাবারে কখনও ধৈর্য ধারণ করবো না। সুতরাং তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো তিনি যেন আমাদের জন্য দ্রব্য শাক-সব্জি, গম, রসুন, ডাল, পেঁয়াজ কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন করেন"।[159]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[160]

০২. اليَهُـــوْد

اليهود শব্দটি নিয়ে মতপার্থক্য আছে। কারো মতে, اليهود শব্দটি হিব্রু ভাষা থেকে ব্যবহৃত। অর্থ, স্বীকৃতি দেয়া। আবার কারো মতে, اليهود শব্দটি আরবি। যা الهود শব্দ থেকে নির্গত।

---

154 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

155 হুসাইন মুহাম্মাদ মাখলূফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

156 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৭

157 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

158 আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন জারীর আত তাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৩৫১, আল কুরআ'ন, ০২: ৬১

159 আল কুরআ'ন, ০২:৬১

160 আল কুরআ'ন, ০২:৬১

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ, সৎ পথে ফিরে আসা।[161] তবে তাদের ব্যাপারে ইবনু আবু জা'ফর তাঁর পিতা থেকে এবং আর রাবী'ঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد النبي ﷺ তারা হলো এমন আহলে কিতাব যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে ছিল।[162] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾

"ইহুদিরা বলে, খৃষ্টানদের কাছে কিছুই নেই। খৃষ্টানরা বলে ইহুদিদের কাছে কিছুই নেই। অথচ তারা উভয়ই কিতাব পড়ে। আর যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান নেই তারাও এ ধরনের কথা বলে থাকে। এরা যে মত বিরোধে লিপ্ত হয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ এর চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেবেন"।[163]

শব্দটি কুরআ'নে ০৮ (আট) বার উল্লেখ আছে।[164]

০৩. إِبْرَاهِـــيْم

إبراهيم (ইবরাহীম) একজন নবীর নাম। তিনি মুসলিম জাতির পিতা এবং পবিত্র কা'বা ঘরের নির্মাতা। إبراهيم শব্দটি তাওরাতে أبراهام লিখা। শব্দটির পূর্ব রূপ ছিল أبرام যা দু'টি শব্দের (أب + رام) সমন্বয়ে গঠিত। অর্থ, أبو العلاء । হিব্রু ভাষায় (راب + هام) أبراهام শব্দের অর্থ, মানুষের ইমাম।[165] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

"আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীমকে তাঁর রব কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন, অতঃপর তিনি সেগুলো পূর্ণ করেছিলেন। তিনি (আল্লাহ) বললেনঃ 'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে

---

[161] আবু সা'দা রাউফ, *আল 'আলামুল 'আজামিয়্যাহ ফিল কুরআনিল কারীম*, পৃ. ১৯

[162] আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন জারীর আত তাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ৫৪২, আল কুরআ'ন, ০২: ১১৩

[163] আল কুরআ'ন, ০২:১১৩

[164] আল কুরআ'ন, ০২:১১৩,১১৩,১২০; ০৫: ১৮,৫১,৬৪,৮২; ০৯: ৩০

[165] আবু সা'দা রাউফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

মানুষের ইমাম বানাবো’। তিনি বললেনঃ ‘আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও?’ (আল্লাহ) বললেনঃ আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদেরকে পাবে না”।[166]

‘আব্দুল মুত্তালিবের[167] কবিতা থেকে إبراهِمُ শব্দের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যেমনঃ

عُذتُ بما عاذَ به إبراهِمُ مستقبل القبلة وهو قائمُ

“ক্বেবলার দিকে দাঁড়ানো অবস্থায় যার কাছে ইবরাহীম আশ্রয় চেয়েছিলেন আমিও তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি”।[168]

শব্দটি কুরআ’নে ৬৯ (উনসত্তুর) বার উল্লেখ আছে।[169]

০৪. أوَّاه

ওয়াসিতী বলেন, হিব্রু ভাষায় أواه শব্দের অর্থ, দো‘য়া বা ফরিয়াদ।[170] আবু শেখ বিন হাব্বান ইকরিমা’র মাধ্যমে ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইথিওপিয়ান ভাষায় أواه শব্দের অর্থ, দৃঢ় বিশ্বাসী এবং ইকরিমা ও মুজাহিদ থেকে ইবনে আবি হাতেম তাঁর তাফসীরে অনুরূপটাই উল্লেখ করেন। ‘আমর বিন শুরাহবিল থেকে বর্ণিত, أواه শব্দের অর্থ, দয়ালু। আরবিতে أواه শব্দের অর্থ, الكثير التأوه، الكثير الدعاء، الرحيم الرقيق القلب[171] “নরম মেজাজের লোক”।[172] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾

---

166 আল কুরআ’ন, ০২:১২৪

167 রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাদার নাম।

168 আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, *আল মু‘আররাব মিনাল কালামিল ‘আজামী ‘আলা হুরুফীল মু‘জাম*, (বৈরুত, দারুল কুতুবুল ‘ঈলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রী.), পৃ. ১২

169 আল কুরআ’ন, ০২:১২৪,১২৫,১২৫,১২৬,১২৭,১৩০,১৩২,১৩৩,১৩৫,১৩৬,১৪০,২৫৮,২৫৮,২৫৮, ২৬০; ০৩: ৩৩,৬৫,৬৭,৬৮,৮৪,৯৫,৯৭; ০৪: ৫৪,১২৫,১২৫,১৬৩; ০৬: ৭৪,৭৫,৮৩,১৬১; ০৯: ৭০,১১৪, ১১৪; ১১: ৬৯,৭৪,৭৫,৭৬; ১২: ০৬,৩৮; ১৪: ৩৫; ১৫: ৫১; ১৬: ১২০,১২৩; ১৯: ৪১,৪৬,৫৮; ২১: ৫১,৬০, ৬২,৬৯; ২২: ২৬,৪৩,৭৮; ২৬: ৬৯; ২৯: ১৬,৩১; ৩৩: ০৭; ৩৭: ৮৩,১০৪,১০৯; ৩৮: ৪৫; ৪২: ১৩; ৪৩: ২৬; ৫১: ২৪; ৫৩: ৩৭; ৫৭: ২৬; ৬০: ০৪,০৪; ৮৭: ১৯

170 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

171 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

172 *আল কুরআ’নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

“আর ইবরাহীম তাঁর পিতার জন্য যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে; তারপর যখন এটা তার কাছে সুস্পষ্ট হলো যে, সে আল্লাহ’র শত্রু তখন ইবরাহীম তার সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ইবরাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল”।[173]

শব্দটি কুরআ’নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[174]

০৫. بَعِيْـــر

হিব্রু ভাষা থেকে নির্গত بعير শব্দটির অর্থ, উটের উপর যেসব জিনিস বহন করা হয়।[175] আরবিতে بعير অর্থ, ما صلح للركوب والحمل من الإبل[176] “উট, ভারবাহী জন্তু”[177]। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۖ هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾

“তারপর যখন তারা নিজেদের জিনিসপত্র খুললো, তখন তারা দেখলো তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। (এ দৃশ্য দেখে) তারা বলল, ‘হে আমাদের পিতা ! আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি? এটা আমাদের দেয়া পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। আর আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্য-সামগ্রী এনে দেব এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং আমরা অতিরিক্ত আরও এক উট বোঝাই পণ্য আনব; ঐ পরিমাণ শস্য অতি সহজ”।[178]

শব্দটি কুরআ’নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[179]

---

173 আল কুরআ’ন, ০৯:১১৪

174 আল কুরআ’ন, ০৯:১১৪; ১১: ৭৫

175 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

176 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

177 *আল কুরআ’নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

178 আল কুরআ’ন, ১২:৬৫

179 আল কুরআ’ন, ১২:৬৫,৭২

Dhaka University Institutional Repository

০৬. صَلَـــوَات

হিব্রু ভাষার শব্দ صلوات যার অর্থ, ইয়াহুদীদের উপাসনালয়। মূল শব্দ হল, صلوتا[180] আরবিতে صلوات অর্থ, الدعاء ، الرحمة ، العبادة المخصوصة المبينة حدود أوقاتها وشعائرها في الشريعة[181] "দু'য়াসমূহ, নামাযসমূহ, রহমতসমূহ"[182]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

"তাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র এ অপরাধে যে, তারা বলেছিলঃ "আল্লাহ আমাদের রব"। আল্লাহ যদি মানুষদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত নাসারা সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থল, গির্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মাসজিদসমূহ যাতে খুব বেশী স্মরণ করা হয় আল্লাহ'র নাম। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকেই সাহায্য করেন যে আল্লাহ'কে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান ও পরাক্রমশালী"।[183]

শব্দটি কুরআ'নে ০৪ (চার) বার উল্লেখ আছে।[184]

০৭. إِدْرِيْـــس

إدريس (ইদ্রীস) একজন নবীর নাম। যিনি হযরত আদম ও হযরত নূহ ﷺ -এর মধ্যবর্তী সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। إدريس শব্দটি শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরবি এবং শব্দটির মূল শব্দের দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি অনারবি। আমরা যদি أخنوخ শব্দের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে, আভিধানিক দৃষ্টিতে أخنوخ শব্দটি إدريس -কে বুঝায়। যার অর্থ, শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ, দক্ষ। আর أخنوخ শব্দটির মূল হলো হিব্রু শব্দ حنوك যার كاف অক্ষরটি উচ্চারিত হয় خاء দ্বারা।[185] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

---

[180] আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

[181] ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২; *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯

[182] *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

[183] আল কুরআ'ন, ২২: ৪০

[184] আল কুরআ'ন, ০২: ১৫৭,২৩৮; ০৯: ৯৯; ২২: ৪০

[185] আবু সা'দা রাউফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮

Dhaka University Institutional Repository

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا﴾

“আর এ কিতাবে ইদরীস’কে স্মরণ করুন, তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী”।[186]

শব্দটি কুরআ’নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[187]

০৮. أيُّـــوْب

أيوب (আইয়্যুব) একজন প্রসিদ্ধ নবীর নাম। তিনি চরম ধৈর্যশীল বলে বিখ্যাত। أيوب শব্দটি হিব্রু ভাষা থেকে নির্গত। যার অর্থ, ক্ষতিগ্রস্থ, দৃষ্টিহীন।[188] আরবিতে শব্দটি একজন নবীর নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

“আর স্মরণ করুন আইয়ূব’কে, যখন তিনি তার রব’কে ”।[189]

শব্দটি কুরআ’নে ০৪ (চার) বার উল্লেখ আছে।[190]

০৯. مَرْقـــوْم

مرقوم শব্দটি হিব্রু ভাষার। অর্থ, লিখিত।[191] আরবিতে مرقوم শব্দের অর্থ, [192]الكتاب والثوب “লিখিত, আমলনামা”।[193] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿كِتَابٌ مَّرْقُومٌ﴾

“একটি লিখিত কিতাব”।[194]

শব্দটি কুরআ’নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[195]

---

186 আল কুরআ’ন, ১৯:৫৬

187 আল কুরআ’ন, ১৯:৫৬; ২১: ৮৫

188 আবু সা‘দা রাউফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

189 আল কুরআ’ন, ২১: ৮৩

190 আল কুরআ’ন, ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৪; ২১: ৮৩; ৩৮: ৪১

191 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

192 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬; *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

193 আল কুরআ’নের অভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৬

194 আল কুরআ’ন, ৮৩: ০৯

195 আল কুরআ’ন, ৮৩: ০৯,২০

১০. هُـــدْنَا

হিব্রু ভাষার هدنا শব্দটির অর্থ, ফিরে আসা, তাওবাহ করা।[196] আরবিতে هدنا অর্থ, تبنا ورجعنا إليك[197] "আমরা ফিরে আসলাম, তওবা করলাম"[198]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾

"আর আমাদের জন্য এ দুনিয়ার এবং আখেরাতের কল্যাণ লিখে দিন। নিশ্চয়ই আমরা আপনার কাছে ফিরে এসেছি'। আল্লাহ বললেনঃ 'আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছে দিয়ে থাকি আর আমার দয়া- তা তো প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে আছে। কাজেই আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমাদের আয়াতসমূহে ঈমান আনে"।[199]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[200]

১১. أَخْلَـــد

أخلد শব্দটি হিব্রু ভাষার শব্দ। অর্থ, স্তম্ভ, পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হওয়া।[201] أخلد শব্দটির আরবি অর্থ, أسن ولم يشب، دام وبقى[202] "সর্বদা বিরাজমান"। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"আর আমরা ইচ্ছা করলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে যমীনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মতো; তার উপর বোঝা চাপালে সে জিহবা বের করে হাঁপাতে থাকে এবং বোঝা না চাপালেও হাঁপাতে

---

196 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮
197 হুসাইন মুহাম্মাদ মাখলূফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
198 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
199 আল কুরআ'ন, ০৭: ১৫৬
200 আল কুরআ'ন, ০৭: ১৫৬
201 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০
202 *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

থাকে। যে সম্প্রদায়ের আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করে তাদের অবস্থাও এরূপ। সুতরাং আপনি কাহিনীটি বর্ণনা করুন যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে”।[203]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[204]

১২. إِسْحَـــاق

إسحاق (ইসহাক) একজন নবীর নাম। তিনি হযরত ইবরাহীম ﷺ -এর দ্বিতীয় সন্তান এবং ইয়াকুব ﷺ -এর পিতা। তাওরাতে উল্লেখিত হিব্রু ভাষার يصحاق শব্দ থেকেই মহাগ্রন্থ আল কুরআনে উল্লেখিত إسحاق শব্দটি আরবি করা হয়েছে। হিব্রু ভাষায় শব্দটির অর্থ, হাসা। যা ঐ ভাষায় কর্ম হিসেবে নয়, কর্তা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[205] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾

“আর তাঁর (ইবরাহীমের) স্ত্রীও দাঁড়িয়ে ছিলেন। অতঃপর তিনি হেসে ফেললেন। তারপর আমরা তাকে ইসহাক’র এবং ইসহাক’র পরে ইয়াকুব’র সুখবর দিলাম”।[206]

শব্দটি কুরআ’নে ১৭ (সতের) বার উল্লেখ আছে।[207]

১৩. إِسْمَاعِيْـــل

إسماعيل (ইসমা‘ঈল) একজন বিখ্যাত নবীর নাম। যিনি ইবরাহীম ﷺ -এর পুত্র। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁরই বংশধর। তাওরাতে উল্লেখিত হিব্রু ভাষার يشمع + يشمعيل (إيل শব্দ থেকেই মহাগ্রন্থ আল কুরআ’নে উল্লেখিত إسماعيل শব্দটি আরবি করা হয়েছে। অর্থ, আল্লাহ’র শ্রবণ করা, আল্লাহ শ্রবণকারী।[208] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

---

[203] আল কুরআ’ন, ০৭: ১৭৬
[204] আল কুরআ’ন, ০৭: ১৭৬
[205] আবু সা‘দা রাউফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
[206] আল কুরআ’ন, ১১:৭১
[207] আল কুরআ’ন, ০২: ১৩৩,১৩৬,১৪০; ০৩: ৮৪; ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৪; ১১: ৭১,৭১; ১২: ০৬,৩৮; ১৪: ৩৯; ১৯: ৪৯; ২১: ৭২; ২৯: ২৭; ৩৭: ১১২,১১৩; ৩৮: ৪৫
[208] আবু সা‘দা রাউফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾

“সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ’র, যিনি আমার বার্ধক্যে আমাকে ইসমা‘ঈল ও ইসহাক’কে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার রব দো‘আ শ্রবণকারী”।[209]

إسماعيل শব্দটি দু’ভাবে পড়া যায়। (১) إسماعيل ও (২) إسماعين কবি রাজিযের কবিতা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমনঃ

قال جوارِي الحيِّ لما جينا هذا وربِّ البيت وإسماعينَا

“যখন আমরা আসলাম তখন আমার প্রতিবেশী বললঃ তিনি হলেন এই ঘরের এবং ইসমা‘ঈল’র রব”।[210]

শব্দটি কুরআ’নে ১২ (বার) বার উল্লেখ আছে।[211]

১৪. طُـــوَى

طوى এক পবিত্র প্রান্তরের নাম। যেখানে মূসা ﷺ নবুওয়াত লাভ করেছিলেন।[212] হিব্রু ভাষায় طوى শব্দের অর্থ, ব্যক্তি।[213] আর আরবিতে طوى বলতে বুঝায় যে, الشيء مَثنيّ أو مطويّ، الذي قُدّس مرّتين، أو هو جبل بالشام، أو واد في أسفل الطور[214] “কোন দ্বিগুণ জিনিস, যা দুই দুই বার পবিত্র করা হয়েছে বা শামের একটি পাহাড় অথবা তূর পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি উপত্যকা”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾

“তুমি পবিত্র ‘ তুওয়া’ উপত্যকায় আছো”।[215]
শব্দটি কুরআ’নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[216]

---

[209] আল কুরআ’ন, ১৪: ৩৯
[210] আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
[211] আল কুরআ’ন, ০২: ১২৫,১২৭,১৩৩,১৩৬,১৪০; ০৩: ৮৪; ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৬; ১৪: ৩৯; ১৯: ৫৪; ২১: ৮৫; ৩৮: ৪৮
[212] *আল কুরআ’নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬
[213] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫
[214] ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২
[215] আল কুরআ’ন, ২০: ১২
[216] আল কুরআ’ন, ২০: ১২; ৬৯: ১৬

১৫. كَفّـــر

ইবনু আবি হাতেম, আবু ‘ইমরান আল জুনাই থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মুহাম্মাদে উল্লেখিত كفّر শব্দটি হিব্রু ভাষার অন্তর্গত। অর্থ, নিশ্চিহ্ন করা, মুছে ফেলা।[217] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾

“আর যারা ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে এবং মুহাম্মাদ’র প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে ঈমান এনেছে, আর তা-ই তাদের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অকাট্য সত্য, তিনি তাদের খারাপ কাজগুলো তাদের থেকে দূর করবেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে দিবেন”।[218]

ইবনুল যাওজী’র মতে, উল্লেখিত كفّر শব্দটি নবতাঈ ভাষা থেকে নির্গত। অর্থ, নিশ্চিহ্ন করা, মুছে ফেলা।[219] আরবিতে كفر শব্দটির অর্থ, جحود، نقيض الإيمان، عصى وامتناع النعمة، الستر، تغطية، إنكار[220] “অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, কাফের হওয়া, লুকিয়ে রাখা, ঢেকে রাখা, আচ্ছাদিত করা”[221]। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾

“হে আমাদের রব ! আমরা একজন আহবানকারীকে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি, ‘তোমরা তোমাদের রবের উপর ঈমান আন’। কাজেই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব ! আপনি আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করুন, আমাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত করুন এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিন”।[222]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[223]

---

217 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

218 আল কুরআ’ন, ৪৭: ০২

219 আবুল ফারায ‘আব্দুর রাহমান ইবনুল জাওযী , *ফুনূনুল আফনান ফী ‘উয়ূনি ‘উলূমিল কুরআ’ন*, (বৈরুত, দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রী.), পৃ. ৩৫১

220 ইবনে মাঞ্জুর আল আফরিকী, প্রাগুক্ত, ১৩ম খণ্ড, পৃ. ৮৪

221 ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, (ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৬৬৮

222 আল কুরআ’ন, ০৩: ১৯৩

223 আল কুরআ’ন, ০৩: ১৯৩

১৬. رَمْـــزًا

ওয়াসেতী'র মতে, رمزا শব্দটি হিব্রু ভাষার। অর্থ, দুই ঠোঁটের নড়াচড়া।[224] নবতাঈ ভাষায় শব্দটির অর্থ, ইশারা, ইঙ্গিত।[225] আরবিতেও رمزا শব্দের অর্থ, إشارة بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو أيّ شيء[226] "ইশারা, ইঙ্গিত"[227]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾

"তিনি বললেনঃ 'হে আমার রব ! আমাকে একটি নিদর্শন দিন'। তিনি বললেনঃ 'আপনার নিদর্শন এই যে, তিন দিন আপনি ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলবেন না আর আপনার রব'কে অধিক স্মরণ করুন এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন"।[228]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[229]

১৭. جَهَـــنَّم

جهنم (জাহান্নাম) শব্দটি নিয়ে ৩টি মত। ১. শব্দটি হিব্রু ভাষা থেকে নির্গত। ২. শব্দটি অনারবি । ৩. এটি ফার্সী শব্দ। মূল হল, كهنام[230] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾

"আর যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় করো তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপের পথে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়, এই ধরনের লোকের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট এবং সেটি নিকৃষ্টতম আবাস"।[231]

শব্দটি কুরআ'নে ৭৭ (সাতাত্তর) বার উল্লেখ আছে।[232]

---

224 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

225 আবুল ফারায আব্দুর রাহমান ইবনুল জাওযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০

226 *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

227 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

228 আল কুরআ'ন, ০৩:৪১

229 আল কুরআ'ন, ০৩:৪১

230 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

231 আল কুরআ'ন, ০২:২০৬

232 আল কুরআ'ন, ০২:২০৬; ০৩: ১২, ১৬২, ১৯৭; ০৪: ৫৫, ৯৩, ৯৭, ১১৫, ১২১, ১৪০, ১৬৯; ০৭: ১৮, ৪১, ১৭৯; ০৮: ১৬, ৩৬, ৩৭; ০৯: ৩৫, ৪৯, ৬৩, ৬৮, ৭৩, ৮১, ৯৫, ১০৯; ১১: ১১৯; ১৩: ১৮; ১৪: ১৬, ২৯;

১৮. أَلِيْـــم

ইমাম শায়জালা'র মতে, أليم শব্দটি হিব্রু ভাষা থেকে নির্গত। ইমাম ইবনুয যাউজী'র মতে, أليم শব্দটি যাঞ্জী শব্দ থেকে নির্গত। অর্থ, বেদনাদায়ক, কষ্টদায়ক, দুঃখজনক।[233] আরবিতে أليم অর্থ, [234]الوجع "যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"[235]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾

"তাদের হৃদয়সমূহে আছে রোগ অতঃপর আল্লাহ তাদের রোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী"।[236]

শব্দটি কুরআ'নে ৫৮ (আটান্ন) বার উল্লেখ আছে।[237]

১৫: ৪৩; ১৬: ২৯; ১৭: ০৮, ১৮, ৩৯, ৬৩, ৯৮; ১৮: ১০০, ১০২, ১০৬; ১৯: ৬৮, ৮৬; ২০: ৭৪; ২১: ২৯, ৯৮; ২৩: ১০৩; ২৫: ৩৪, ৬৫; ২৯: ৫৪, ৬৮; ৩২: ১৩; ৩৫: ৩৬; ৩৬: ৬৩; ৩৮: ৫৬, ৮৫; ৩৯: ৩২, ৬০, ৭১, ৭২; ৪০: ৯৪, ৬০, ৭৬; ৪৩: ৭৪; ৪৫: ১০; ৪৮: ০৬; ৫০: ২৪, ৩০; ৫২: ১৩; ৫৫: ৪৩; ৫৮: ০৮; ৬৬: ০৯; ৬৭: ০৬; ৭২: ১৫, ২৩; ৭৮: ২১; ৮৫: ১০; ৮৯: ২৩; ৯৮: ০৬

233 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

234 *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

235 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

236 আল কুরআ'ন, ০২: ১০

237 আল কুরআ'ন, ০২: ১০,১০৪,১৭৪,১৭৮; ০৩: ২১,৭৭,৯১,১৭৭,১৮৮; ০৫: ৩৬,৭৩,৯৪; ০৬: ৭০; ০৭: ৭৩; ০৮: ৩২; ০৯: ০৩,৩৪,৬১,৭৯,৯০; ১০: ০৪,৮৮,৯৭; ১১: ২৬,৪৮,১০২; ১২: ২৫; ১৪: ২২; ১৫: ৫০; ১৬: ৬৩,১০৪,১১৭; ২২: ২৫; ২৪: ১৯,৬৩; ২৬: ২০১; ২৯: ২৩; ৩১: ০৭; ৩৪: ০৫; ৩৬: ১৮; ৩৭: ৩৮; ৪১: ৪৩; ৪২: ২১,৪২; ৪৩: ৬৫; ৪৪: ১১; ৪৫: ০৮,১১; ৪৬: ২৪,৩১; ৫১: ৩৭; ৫৮: ০৪; ৫৯: ১৫; ৬১: ১০; ৬৪: ০৫; ৬৭: ২৮; ৭১: ০১; ৮৪: ২৪

NABATAEAN LANGUAGE / النبطية

নবতাঈ / নাবতী ভাষা

নবতাঈ (আরবি : الأنباط, ইংরেজী : NABATAEAN) নামে পরিচিত। প্রাচীন সেমিটিয় জনগণ যারা উত্তর আরব এবং দক্ষিণ লেভান্তে বসবাস করতেন। ইউফ্রেতিস এবং লোহিত সাগরের মাঝে আরব ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ৩৭ (সাইত্রিশ) থেকে ১০০ (একশ) খ্রীষ্টাব্দে তারা বসবাস করতেন। বিস্তীর্ণ মরূভূমির মাঝে অল্প কিছু জায়গায় চাষের সুবিধা ছিল। সেজন্য ব্যবসাই ছিলো নবতাঈদের প্রধান পেশা। নবতাঈদের মাঝে সাহিত্য চর্চা বেশি ছিল। কিন্তু আজ তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

আরব মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানো বিভিন্ন যাযাবর জাতির মধ্যে নবতাঈ সম্প্রদায় অন্যতম। প্রথমদিকে নবতাঈদেরকে আরামিক সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করা হলেও আধুনিক শিক্ষাবিদগণ নবতাঈদের আরামিক উৎস অস্বীকার করেন। ঐতিহাসিক ধর্মীয় এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে যে, নবতাঈগণ উত্তর আরবের উপজাতি।

বিভিন্ন উদাহরণ যেমন গ্রাফিতি এবং পুঁথিতে (নাম এবং সম্ভাষণে) নবতাঈ সংস্কৃতির অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় যা উত্তরে মৃত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু অল্প কিছু অক্ষর নবতাঈ সাহিত্যে টিকে নেই অথবা সেগুলোর খুব প্রাচীনতা নেই। মন্দিরগুলোতে কোন পুঁথি পাওয়া যায় না।

জর্ডানে নবতাঈদের ভাষাই হলো (আরামাইক উচ্চারণে) নবতাঈ ভাষা। কিন্তু পর্যায়ক্রমে তিন শতকে আদিম আরবি ভাষায় পরিণত হয়।[238]

---

[238] তথ্যসূত্র : *WIKIPEDIA The Free Encyclopedia*, https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%88 ; https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7_(%D8%B4%D8%B9%D8%A8) ; https://en.wikipedia.org/wiki/Nabataeans

কুরআ'নে উল্লেখিত নবতাঈ ভাষার শব্দগুলো নিম্নে উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

الحَوَارِيُّـــوْن، مَلَكُـــوْت، إلّ، تَتْبِيْـــرًا، تَحْـــت، طه، أكْـــوَاب، سَفَـــرَة، وَزَر، إصْـــرِي، سَيْنَـــاء، مَنَـــاص، قِطّنـــا، عَبَّـــدْتَّ، وَرَاء، الفِـــرْدَوْس، صُـــرْهُنَّ

০১. الحَوَارِيُّـــوْن

الحواريون শব্দটি মূলত নবতাঈ ভাষা থেকে আগত। মূল শব্দ হলো هواري নবতাঈ ভাষায় এর অর্থ, ধোপা।[239] কিন্তু আরবিতে الحواريون শব্দ দ্বারা বুঝায় الخالص المنقى من كلّ عيب، الناصر، أنصار عيسى[240] ؛ الصاحب والناصر[241] "হাওয়ারী, সাহায্যকারী, ধোপা, হযরত ঈসা ﷺ -এর সাথীদের উপাধি"[242]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

"যখন 'ঈসা তাদের থেকে কুফরী অনুভব করলেন তখন তিনি বললেনঃ 'কে হবে আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী?' হাওয়ারীগণ বললোঃ 'আমরাই আল্লাহ'র সাহায্যকারী'। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, নিশ্চয়ই আমরা মুসলিম"।[243]

শব্দটি কুরআ'নে ০৩ (তিন) বার উল্লেখ আছে।[244]

০২. مَلَكُـــوْت

ইবনু আবি হাতেম 'ঈকরামাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, ملكوت শব্দটির অর্থ, ফেরেশতা। কিন্তু নবতাঈ ভাষায় লিখা হয় ملكوتا যার অর্থ, কর্তৃত্ব, রাজত্ব।[245] আরবিতে ملكوت শব্দটির

---

239 'আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, (রিয়াদ, মাকতাবাতু নাযযার মুসতাফাহ আল বায, ১৯৯৭ খ্রী.), আল কুরআ'ন, ০৩:৫২

240 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫; *আল মু'জামুল ওয়াজীয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

241 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

242 *আল কুরআ'নের অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

243 আল কুরআ'ন, ০৩:৫২

244 আল কুরআ'ন, ০৩:৫২; ০৫: ১১২; ৬১: ১৪

245 'আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ'ন, ০৬: ৪৪

অর্থ, [246]عالم الغيب من أرواح ونفوس وعجائب، العزّ والسلطان، مِلك الله خاصة মালিকানা, রাজত্ব, ক্ষমতা[247]। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾

“আর এভাবেই আমরা ইবরাহীম’কে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব দেখাই, যাতে তিনি নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হোন”।[248]

শব্দটি কুরআ’নে ০৪ (চার) বার উল্লেখ আছে।[249]

০৩. إلّ

ইবনে জুনাই বলেনঃ নবতাঈ ভাষায় إلّ শব্দের অর্থ, আল্লাহ তা‘য়ালা’র নাম।[250] কিন্তু আরবিতে إلّ শব্দের অর্থ, [251]العهد ؛ القرابة “চুক্তি, প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, শত্রুতা, আত্নীয়তা, রক্ত সম্পর্ক”।[252] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾

“কেমন করে চুক্তি বলবৎ থাকবে? অথচ তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তারা তোমাদের আত্নীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দিবে না; তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে; কিন্তু তাদের হৃদয় তা অস্বীকার করে; আর তাদের অধিকাংশই ফাসেক”।[253]

শব্দটি কুরআ’নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[254]

---

246 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯০

247 *আল কুরআ’নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯

248 আল কুরআ’ন, ০৬: ৭৫

249 আল কুরআ’ন, ০৬: ৭৫; ০৭: ১৭৫; ২৩: ৮৮; ৩৬: ৮৩

250 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

251 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; আবু জা‘ফর মুহাম্মাদ বিন জারীর আত তাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ০৬, পৃ. ২২৫, আল কুরআ’ন, ০৯: ০৮

252 ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

253 আল কুরআ’ন, ০৯:০৮

254 আল কুরআ’ন, ০৯:০৮,১০

০৪. تَتْبِيْـــرًا

ইবনু আবি হাতেম সা'দ বিন জুবায়ের ﵁ থেকে বর্ণনা করেন যে, تتبيرا শব্দটি নবতাঈ ভাষা থেকে আগত। অর্থ, ধ্বংস করা।[255] আরবিতেও تتبيرا শব্দের অর্থ, [256]هلك "ধ্বংস করা, বিনাশ করা, ক্ষতিগ্রস্ত করা"[257]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴾

"তোমরা যদি ভালো কাজ করো তাহলে তা তোমাদের নিজেদের জন্যই ভাল হবে। আর যদি খারাপ কাজ করো তাহলে তা তোমাদের নিজেদেরই জন্যই হবে খারাপ। তারপর পরবর্তী নির্ধারতি সময় উপস্থিত হলে (আমি আমার বান্দাদের পাঠালাম) তোমাদের চেহারা বিকৃত করার জন্য এবং প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে (বায়তুল মাক্বদিসে) প্রবেশ করেছিল আবার সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য"।[258]

শব্দটি কুরআ'নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[259]

০৫. تَحْـــت

আবুল কাশেম'র মতে, تحت শব্দটি নবতাঈ ভাষার। নবতাঈ ভাষায় এর অর্থ, পেট।[260] কিন্তু আরবিতে تحت অর্থ, [261]مقابل فوق "নিচে, নিম্নে, অধীনে, অধীন"[262]। আলকারমানী'ও মুয়াররিখ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।[263] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

---

255 'আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ'ন, ১৭:০৭

256 *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

257 ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

258 আল কুরআ'ন, ১৭:০৭

259 আল কুরআ'ন, ১৭:০৭; ২৫: ৩৯

260 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

261 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২; *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

262 ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

263 মাহমুদ বিন হামজাহ আল কারমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯২

﴿فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾

“তখন ফেরেশতা তার নিচ থেকে তাকে ডেকে বললো, ‘তুমি পেরেশান হয়ো না, তোমার রব তোমার নীচে একটি নহর সৃষ্টি করেছেন”।[264]

শব্দটি কুরআ’নে ০৭ (সাত) বার উল্লেখ আছে।[265]

০৬. طه

طه হুরুফুল মুক্বাত্তা‘আত (الحروف المقطعات)-এর অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত طه শব্দটি নবতাঈ ভাষার অন্তর্গত। যার অর্থ, হে লোক। ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্বাস ﷺ -এর আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি طه শব্দের তাফসীরে বলেন, শব্দটি ইথিওপিয়ান ভাষায় ‘হে মুহাম্মাদ’ বুঝানো হয়। ‘ঈকরামা’র অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইথিওপিয়ান ভাষায় এর অর্থ, হে লোক।[266] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿طه﴾

“ত্বা-হা”।[267]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[268]

০৭. أَكْـــوَاب

أكواب শব্দটি كُوب শব্দের বহুবচন। ইবনুল জাওযী’র বর্ণনা মতে, নবতাঈ ভাষায় أكواب শব্দের অর্থ হলোঃ ছোট জগ, মগ। ইবনে জারীর দাহহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, নবতাঈ ভাষায় এই শব্দটির অর্থ, جِرار ليست لها عُرَى[269] আরবিতে (كُوب) أكواب বলতে বুঝায় وهو من آنية الشراب[270] “পানপাত্র, গ্লাস, পেয়ালা”[271]। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

---

264 আল কুরআ’ন, ১৯:২৪

265 আল কুরআ’ন, ০৫:৬৬; ০৬:৬৫; ২০:০৬; ২৯:৫৫; ৪১:২৯; ৪৮:১৮; ৬৬:১০

266 জালাল উদ্দীন আসসুয়ূতী, আল কুরআ’ন, ১৭:০৭, পৃ. ২৯৫

267 আল কুরআ’ন, ২০: ০১

268 আল কুরআ’ন, ২০: ০১

269 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

270 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৪

271 ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৪

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

“স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে মন যা চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয় তাই থাকবে। আর সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে”।[272]

শব্দটি কুরআ’নে ০৪ (চার) বার উল্লেখ আছে।[273]

০৮. سَفَـــرَة

‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্বাস ﷺ -এর বর্ণনা মতে, سفرة শব্দটি নবতাঈ ভাষার শব্দ। এ ভাষায় শব্দটির অর্থ, পাঠকবৃন্দ।[274] আরবিতে سفرة অর্থ, [275]كتبه، الكتاب ؛ [276]كتبة من الملائكة “লেখকবৃন্দ”।[277] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴾

“লেখক বা দূতদের হাতে”।[278]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[279]

০৯. وَزَر

আবুল ক্বাসেমের মতে, নবতাঈ ভাষার وزر শব্দটির অর্থ, দড়ি, আশ্রয়স্থল।[280] আরবিতেও وزر শব্দের অর্থ, [281]الملجأ والمعتصم ؛ [282]ملجأ ومعتصم “আশ্রয়স্থল, মুক্তি দেয়া”।[283] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

---

272 আল কুরআ’ন, ৪৩: ৭১

273 আল কুরআ’ন, ৪৩: ৭১; ৫৬: ১৮; ৭৬: ১৫; ৮৮: ১৪

274 ‘আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ’ন, ৮০:১৫

275 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২

276 হুসাইন মুহাম্মাদ মাখলূফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৪

277 *আল কুরআ’নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

278 আল কুরআ’ন, ৮০:১৫

279 আল কুরআ’ন, ৮০:১৫

280 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

281 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২৮

282 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৬

283 *আল কুরআ’নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮

﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾

“কখনও না, সেখানে কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না”।[284]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[285]

১০. إِصْـــرِي

আবুল কাসেমের মতে, নবতাঈ ভাষায় إصري শব্দের অর্থ, আমার যুগ।[286] আরবিতেও إصري শব্দের অর্থ, [287]العهد المؤكّد “আমার ওয়াদা, আমার বোঝা”।[288] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ﴾

“আর স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ নবীদের থেকে এই মর্মে অংগীকার নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি; তারপর তারপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রাসূল আসবে তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেনঃ ‘তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এর উপর আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে?’ তারা বললঃ ‘আমরা স্বীকার করলাম’। তিনি বললেনঃ ‘তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম’”।[289]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[290]

---

284 আল কুরআ’ন, ৭৫: ১১

285 আল কুরআ’ন, ৭৫: ১১

286 আব্দুল্লাহ বিন হুসাইন বিন হাসনুন আল মুক্বরী, *আল লুগাত ফীল কুরআ’ন*, কায়রো, (মিসর, সালাহ উদ্দীন আল মুনজিদ, ১৯৪৬ খ্রী.), পৃ. ২৩; জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

287 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

288 *আল কুরআ’নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

289 আল কুরআ’ন, ০৩: ৮১

290 আল কুরআ’ন, ০৩: ৮১

১১. سَيْنَـــاء

নবতাঈ ভাষার سيناء শব্দটির অর্থ, সুন্দর।[291] তবে আরবিতে سيناء শব্দ দ্বারা "তূর পাহাড় বা সিনাই পাহাড়"[292]-কেই বুঝায়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ﴾

"আর সিনাই পাহাড়ে যে গাছ জন্মায় তাও আমি সৃষ্টি করেছি, এতে তেল উৎপান্ন হয় এবং আহারকারীদের জন্য তরকারীও"।[293]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[294]

১২. مَنَـــاص

আবুল কাসেমের মতে, নবতাঈ ভাষায় ব্যবহৃত مناص শব্দটির অর্থ, পলায়ন।[295] কিন্তু আরবিতে مناص শব্দের অর্থ, [296]ملجأ ومفرّ 'পালিয়ে যাওয়া, ভেগে যাওয়া'[297]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾

"এদের পূর্বে আমি এমনি আরও কত জাতিকে ধ্বংস করেছি ! তখন তারা আর্তচীৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই সময় ছিল না"।[298]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[299]

---

[291] 'আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ'ন, ২৩: ২০

[292] *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২

[293] আল কুরআ'ন, ২৩: ২০

[294] আল কুরআন, ২৩: ২০

[295] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

[296] *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৯

[297] *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১

[298] আল কুরআ'ন, ৩৮: ০৩

[299] আল কুরআ'ন, ৩৮: ০৩

১৩. قِطّنـــا

আবুল কাসেমের মতে, قطنا শব্দটি নবতাঈ ভাষার। এই ভাষায় শব্দটির অর্থ, আমাদের বই।[300] কিন্তু আরবিতে قطنا শব্দের অর্থ, [301]نصيب ‘অংশ’। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾

“আর তারা বলে, ‘হে আমাদের রব ! হিসেবের দিনের আগেই আমাদের প্রাপ্য দ্রুত আমাদের দিয়ে দাও”।[302]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[303]

১৪. عَبَّـــدْتَّ

عَبَّدتَّ শব্দটি নবতাঈ ভাষা থেকে নির্গত। এ ভাষায় শব্দটির অর্থ, হত্যা করা।[304] কিন্তু আরবিতে عَبَّدتَّ শব্দের অর্থ, [305]انقاد لله وخضع وذلّ ‘বান্দা বানানো, দাস বানানো, অনুগত বানানো’[306]। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾

“আর আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে তুমি দয়া দেখাচ্ছ তা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ”।[307]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[308]

---

300 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬
301 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৭
302 আল কুরআ’ন, ৩৮: ১৬
303 আল কুরআ’ন, ৩৮: ১৬
304 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫
305 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩
306 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪
307 আল কুরআ’ন, ২৬: ২২
308 আল কুরআ’ন, ২৬: ২২

১৫. وَرَاء

জাওয়ালিক্বী'র মতে, وراء শব্দটি অনারবি ।[309] নবতাঈ ভাষায় وراء শব্দটির অর্থ, সামনে।[310] তবে আরবিতে وراء দ্বারা [311]خلفا أم قدّاما 'সামনে, পিছনে' উভয়টাই বুঝায়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾

"নৌকাটির ব্যাপার ছিল এই যে, সেটি ছিল কয়েকজন গরীব লোকের, তারা সাগরে কাজ করতো। আমি সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে ইচ্ছা করলাম। কারণ তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে বলপ্রয়োগ করে প্রত্যেকটি ভাল নৌকা ছিনিয়ে নিত"।[312]

শব্দটি কুরআ'নে ১২ (বার) বার উল্লেখ আছে।[313]

১৬. الفِـــرْدَوْس

আবি হাতিম, মুজাহীদ থেকে বর্ণনা করেন যে, الفردوس শব্দটি রোমান বা গ্রীক ভাষা থেকে আগত। অর্থ, বাগান।[314] আসসুদ্দীই'র বর্ণনা মতে, নাবতী ভাষার এই শব্দের অর্থ, ফলের বাগান। মূল শব্দ হল [315]فرداسا তবে আরবি অভিধানবেত্তাদের মতে الفردوس শব্দের অর্থ, [316]البستان الجامع، والمكان تُكثر فيه الكروم، واسم جنة من جنات الآخرة মূলত الفردوس শব্দটি ফারসী শব্দ থেকে গৃহীত। ফেরদাউস বলা হয় এমন বাগানকে যেখানে সর্বদা ফুল ও ফলে সুশোভিত থাকে। এটি জান্নাতের সর্বোচ্চ একটি শ্রেণীর নাম।[317] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

---

309 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮
310 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮
311 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২৩; *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৪
312 আল কুরআ'ন, ১৮: ৭৯
313 আল কুরআ'ন, ০২:১০১; ০৩:১৮৭; ০৪:২৪; ০৬:৯৪; ১১:৭১; ২৩:০৭; ৩৩:৫৩; ৪২:৫১; ৪৯:০৪; ৫৯:১৪; ৭০:৩১; ৮৪:১০
314 'আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ'ন, ১৮: ১০৭
315 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬
316 *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬
317 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾

“নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের আতিথেয়তার জন্য থাকবে জান্নাতুল ফেরদৌস”।[318]

শব্দটি কুরআ’নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[319]

১৭. صُـــرْهُنَّ

ইবনে জারীর, ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্বাস ﷺ এবং দাহহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, صرهن শব্দটি নাবতী বা নবতাঈ ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ, ফাটানো, বিদীর্ণ করা।[320] ইবনে মুনযীর, ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেন যে, صرهن শব্দটি রোমান শব্দ। যার অর্থ, কাটা।[321] কিন্তু আরবিতে صرهن শব্দটি মূল শব্দ صَيرورة ‘ক্রিয়াকাল’ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ, পরিণত হওয়া, ফিরে আসা, সংঘটিত হওয়া[322]। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

“আর যখন ইবরাহীম বললঃ ‘হে আমার রব ! কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন আমাকে দেখান’, তিনি বললেনঃ ‘তবে কি আপনি ঈমান আনেননি?’ তিনি বললেনঃ ‘অবশ্যই হ্যাঁ, কিন্তু আমার মন যাতে প্রশান্ত হয় !’ আল্লাহ বললেনঃ ‘তবে চারটি পাখি নিন এবং তাদেরকে আপনার বশীভূত করুন। তারপর সেগুলোর টুকরো অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন করুন। তারপর সেগুলোকে ডাকুন, সেগুলো আপনার নিকট দৌঁড়ে আসবে। আর জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”।[323]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[324]

---

318 আল কুরআ’ন, ১৮: ১০৭

319 আল কুরআ’ন, ১৮: ১০৭; ২৩: ১১

320 আবু জা‘ফর মুহাম্মাদ বিন জারীর আত তাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ০৩, পৃ. ৫৫, আল কুরআ’ন, ০২: ২৬০

321 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

322 ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৮

323 আল কুরআ’ন, ০২: ২৬০

324 আল কুরআ’ন, ০২: ২৬০

HABSHI LANGUAGE / الحبَشية

হাবশী / ইথিওপিয়ান ভাষা

আফ্রিকার প্রাচীনতম স্বাধীন রাষ্ট্র ইথিওপিয়া (ETHIOPIA)-এর পূর্ব নাম “আবিসিনিয়া (ABYSSINIA), الحبشة (হাবশাহ), সোমালিল্যান্ড”, যা পুরাতন কিতাব এবং মানচিত্রে পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দী পর্যন্তও দেশটি ‘আবিসিনিয়া’ নামেই পরিচিত ছিল। বর্তমান দেশটির সরকারী নাম “ইথিওপীয় সরকারী গণপ্রজাতন্ত্র (FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA / የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ)”। উঁচু পর্বত আর ঊষর মরুভূমির এই রুক্ষ দেশটিতে ৭০ (সত্তর)-টিরও বেশি জাতিগত ও ভাষাগত গোষ্ঠীর মানুষের বসবাস।

যখন ইথিওপিয়াকে আরবি তে ‘হাবশাহ’ বলা হতো তখন তাদের ভাষাকে ‘হাবশীয়াহ ভাষা’ বলা হতো। তবে বর্তমান ইথিওপিয়ার সরকারী ভাষা “আমহারীক (AMHARIC / الأمهرية)”। আমহারীয় ভাষায় লিখা হয় አማርኛ এটি ইথিওপিয়াতে প্রচলিত একটি সেমিটিক ভাষা। সারা বিশ্বে এই ভাষায় প্রায় ০২ (দুই) কোটি লোক এই ভাষায় কথা বলে, যাদের মধ্যে ০১ (এক) কোটি ৭০ (সত্তুর) লক্ষ ইথিওপিয়ার অধিবাসী। ইথিওপিয়ার মধ্য ও দক্ষিণ ভাগের উচ্চভূমিতে এ ভাষা প্রচলিত।

তখনকার আবিসিনিয়রা ছিল সেমিটিক জনগোষ্ঠীর মূল। সেই থেকে তারা ইয়েমেনে অনুপ্রবেশ করে। অতঃপর আরব উপদ্বীপের উত্তর ও মেসোপটেমিয়া[325] এবং লেভান্টে’র[326] মধ্যেও অনুপ্রবেশ করে। ইসলামের পূর্বে আবিসিনিয়রা প্রায় ৭৫ (পচাত্তুর) বছর যাবৎ ইয়েমেনে বসতি স্থাপন করে। এমনকি হাতির বছরে হিজাজ অঞ্চল প্রায় দখল করে নেয়। কুরআনে বর্ণিত “আসহাবুল উখদূদ” হিসেবে পরিচিত ইয়েমেনের খ্রীষ্টানদের সমর্থন করার জন্য আবিসিনিয়রা ইয়েমেনে প্রবেশ করে। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নাই যে, ঐ সময়ে ইয়েমেনীদের জন্য আবিসিনিয়ার (হাবশাহ) শাসনের ফলে অনেক ইথিওপিয়ান (হাবশী)

---

[325] আরবি بلاد الرافدين অর্থ, দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি। যা বর্তমান ইরাকের টাইগ্রিস বা দজলা ও ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদী দুটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। মুসলিম খিলাফত শাসনামলে ঐ অঞ্চল পরবর্তীতে ‘ ইরাক’ নামে পরিচিতি লাভ করে।

[326] যা পূর্ব ভূমধ্যাঞ্চল নামে পরিচিত। বর্তমানে সাইপ্রাস, জর্দান, লেবানন, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ইসরাইল এবং দক্ষিণ তুরস্কের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত ছিল।

শব্দকে আরবি ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। এমনকি কুরআ'নেও কিছু কিছু হাবশী শব্দ উল্লেখিত হয়।[327]

[327] তথ্যসূত্র : *WIKIPEDIA The Free Encyclopedia*, *https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia ; https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE*

কুরআ'নে উল্লেখিত হাবশী ভাষার শব্দগুলো নিম্নে উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

أَبْلِعِـــيْ، شَطْـــر، طاغُـــوْت، حُوْبـــًا، جِبْـــتِ، غِيْـــض، مُـتَّـــكَأ، طُوْبَـــى، سَكَـــرًا، الأرَائِـــك، حَـــرَّم، مِشْـــكَاة، دُرِّيّ، مِنْسَـــأة، العَـــرِم، يس، أوَّاب، يَصِـــدُّونَ، كِفْلَيْـــن، نَاشِـئَـــة، مُنْفَطِـــر، قَسْـــوَرَة، يَحُـــوْر، سِيْنِيْـــن، أبّـــا

০১. أَبْلِعِـــيْ

ইবনে আবি হাতেম (রাহিমাহুল্লাহ), ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেন যে, أبلعي শব্দটি হাবশী তথা ইথিওপিয়ান ভাষা থেকে নির্গত। যার অর্থ, গিলে ফেলা, গ্রাস করা।[328] আবুল শেখ, জা'ফর বিন মুহাম্মাদ'র মাধ্যমে তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন যে, হিন্দী ভাষায় أبلعي শব্দটির অর্থ, পান করা।[329] আরবিতেও শব্দটি অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

"আর বলা হলো, 'হে যমীন ! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও, হে আকাশ ! ক্ষান্ত হও'। আর পানি গ্রাস করা হলো এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলো। আর নৌকা জুদী পর্বতের উপর স্থির হলো এবং বলা হলো, যালিম সম্প্রদায়ের জন্য ধ্বংস"।[330]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[331]

---

328 'আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ'ন, ১১: ৪৪

329 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

330 আল কুরআ'ন, ১১: ৪৪

331 আল কুরআ'ন, ১১: ৪৪

০২. شَطْـــر

ইথিওপিয়ান ভাষায় ব্যবহৃত شطر শব্দটির অর্থ, দিকে, সম্মুখে।[332] আরবিতেও شطر শব্দের অর্থ, [333]ناحِيَة "দিক"। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾

"অবশ্যই আমরা আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখছি। সুতরাং অবশ্যই আমরা আপনাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব যা আপনি পছন্দ করেন। অতএব আপনি মাসজিদুল হারামের দিকে চেহারা ফিরান। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের চেহারাসমূহকে এর দিকে ফিরাও এবং নিশ্চয়ই যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই জানে যে, এটা তাদের রব'র পক্ষ থেকে হক্ব। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল নন"।[334]

শব্দটি কুরআ'নে ০৩ (তিন) বার উল্লেখ আছে।[335]

০৩. طاغُـــوْت

طاغوت শব্দটি ইথিওপিয়ান ভাষার। যার অর্থ, গণক।[336] কিন্তু আরবিতে طاغوت অর্থ, [337]الشيطان، كلّ ما عبد من دون الله من الجنّ والإنس والأصنام "বিদ্রোহী, শয়তান, যারা নিজেরা আল্লাহ'র আইন মানে না এবং অন্যকেও মানতে বাধা দেয়",[338] বিপথে পরিচালনাকারী, মূর্তি, আল্লাহদ্রোহী। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

---

[332] 'আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ'ন, ০২: ১৪৪

[333] ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২; *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩; আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন জারীর আত তাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ২৪, আল কুরআ'ন, ০২: ১৪৪

[334] আল কুরআ'ন, ০২: ১৪৪

[335] আল কুরআ'ন, ০২: ১৪৪, ১৪৯, ১৫০

[336] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

[337] *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১

[338] *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

“দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। অতএব, যে তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ’র উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যে কখনও ভাঙ্গবে না। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী”।[339]

শব্দটি কুরআ’নে ০৮ (আট) বার উল্লেখ আছে।[340]

০৪. حُوْبـــًا

ইথিওপিয়ান ভাষা থেকে حوبا শব্দটি নির্গত। অর্থ, পাপ।[341] আরবিতেও حوب অর্থ, الإثم[342]। “পাপ”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾

“আর এতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দাও এবং ভালো সম্পদের সাথে মন্দ সম্পদ বদল করো না। আর তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে গ্রাস করো না। নিশ্চয়ই এটা মহাপাপ”।[343]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[344]

---

339 আল কুরআ’ন, ০২: ২৫৬

340 আল কুরআ’ন, ০২: ২৫৬,২৫৭; ০৪: ৫১,৬০,৭৬; ০৫: ৬০; ১৬: ৩৬; ৩৯: ১৭

341 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

342 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১; *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

343 আল কুরআ’ন, ০৪:০২

344 আল কুরআ’ন, ০৪:০২

০৫. جِبْــتِ

‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্বাস ﷺ -এর বর্ণনা মতে, ইথিওপিয়ান ভাষায় جِبْتِ শব্দটি শয়তানের নাম।[345] ‘আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ, ‘ঈকরিমাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইথিওপিয়ান ভাষায় جِبْتِ (জিবত) অর্থ, শয়তান এবং ইবনে জারির, সাঈদ বিন জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন যে, ইথিওপিয়ান ভাষায় جبت শব্দটির অর্থ, যাদুকর।[346] আরবিতেও جبت শব্দ দ্বারা বুঝানো হয় كلّ ما عبد من دون الله، الصنم والسحر والساحر والكاهن[347] “যাদু, মূর্তি, ফাল গ্রহণ, জ্যোতিষী, ভিত্তিহীন, নিষ্ফল বস্তু”।[348] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾

“আপনি কি তাদেরকে দেখননি, যাদেরকে কিতাবের জ্ঞান থেকে কিছু অংশ দেয়া হয়েছে তারা জিব্‌ত ও তাগুতকে বিশ্বাস করে? তারা কাফেরদের সম্বন্ধে বলেঃ ‘এদের পথই মুমিনদের চেয়ে প্রকৃষ্টতর’।”[349]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[350]

০৬. غِيْــض

غيض শব্দটি ইথিওপিয়ান ভাষার। যার অর্থ, অল্প।[351] আরবিতেও غيض শব্দের অর্থ, قليل[352] “অল্প, অল্প পরিমাণ, সামান্য পরিমাণ”।[353] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

---

345 ‘আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ’ন, ০৪:৫১
346 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২
347 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
348 *আল কুরআ’নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪
349 আল কুরআ’ন, ০৪:৫১
350 আল কুরআ’ন, ০৪:৫১
351 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬
352 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯
353 ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৯

“আর বলা হলো, ‘হে যমীন ! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও, হে আকাশ ! ক্ষান্ত হও’। আর পানি গ্রাস করা হলো এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলো। আর নৌকা জুদী পর্বতের উপর স্থির হলো এবং বলা হলো, যালিম সম্প্রদায়ের জন্য ধ্বংস”[354]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[355]

০৭. مُتَّـــكَأ

متكأ শব্দটি ইথিওপিয়ান ভাষার অন্তর্গত। যার অর্থ, লেবু জাতীয় এক প্রকার ফল, জামির।[356] কিন্তু আরবিতে متكأ শব্দের অর্থ, [357]ما يُجلس عليه للاتكاء، وكرسيّ منجد له ذراعان وظهر “ঠেস লাগিয়ে বসা বা দাঁড়ানোর জায়গা”।[358] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾

“অতঃপর স্ত্রীলোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করল। আর তাদের সবাইকে একটি ছুরি দিল এবং ইউসূফ’কে বললঃ ‘তাদের সামনে বের হও’। অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল তখন তারা তার সৌন্দর্যে অভিভূত হলো ও নিজেদের হাত কেটে ফেলল এবং তারা বললঃ ‘অদ্ভুত আল্লাহ’র মাহাত্ম্য ! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা’।”[359]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[360]

---

354 আল কুরআ’ন, ১১: ৪৪

355 আল কুরআ’ন, ১১: ৪৪

356 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

357 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৯

358 *আল কুরআ’নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪

359 আল কুরআ’ন, ১২: ৩১

360 আল কুরআ’ন, ১২: ৩১

০৮. طُوْبَـــى

طوبى শব্দটি ইথিওপিয়ান। যার অর্থ, বেহেশত। আবুল শায়েখ, সাঈদ বিন জুবাইর ﵁ থেকে বর্ণনা করে বলেন, এটি হিন্দী ভাষার শব্দ।[361] কিন্তু আরবিতে طوبى অর্থ, الحسنى والخير[362] 'শান্তি, সচ্ছলতা, জান্নাতের এক বৃক্ষের নাম"[363]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴾

"যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে পরম আনন্দ, শান্তি এং সুন্দর প্রত্যাবর্তনস্থল"।[364]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[365]

০৯. سَكَـــرًا

'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস ﵁ -এর এক বর্ণনা মতে, ইথিওপিয়ান ভাষার এই سكرا শব্দটির অর্থ, সিরকা, সির্কাঃ এক প্রকার অম্লস্বাদ পানীয়।[366] আরবিতে سكرا শব্দ দ্বারা বুঝায় خمر[367] "মদ, মাদকদ্রব্য, যে বস্তুতে নেশা হয়"[368]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

"আর খেজুর গাছের ফল ও আংগুর থেকে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক; নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন"।[369]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[370]

---

361 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫
362 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩; *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬
363 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬
364 আল কুরআ'ন, ১৩: ২৯
365 আল কুরআ'ন, ১৩: ২৯
366 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪
367 হুসাইন মুহাম্মাদ মাখলূফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭
368 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬
369 আল কুরআ'ন, ১৬: ৬৭
370 আল কুরআ'ন, ১৬: ৬৭

১০. الأرَائِـــك

الأرائك শব্দটি أريكة শব্দের বহুবচন। হাবশী তথা ইথিওপিয়ান ভাষায় الأرائك শব্দটির অর্থ, السرر ‘নবজাতকের নাড়ী’।[371] কিন্তু আরবিতে أريكة অর্থ, [372]مقعد منجد “আসনসমূহ”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾

“তারাই এরা, যাদের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বররণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র, আর তারা সেখানে থাকবে হেলান দিয়ে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম বিশ্রামস্থল !”[373]

শব্দটি কুরআ’নে ০৫ (পাঁচ) বার উল্লেখ আছে।[374]

১১. حَـــرَّم

حرّم শব্দটি ইথিওপিয়ান ভাষার শব্দ। যার অর্থ, وجب “আবশ্যক”।[375] আরবিতে حرّم শব্দের অর্থ, [376]منع، امتناع “নিষেধ করা”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

---

371 আবুল ফারায ‘আব্দুর রাহমান ইবনুল জাওযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১

372 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

373 আল কুরআ’ন, ১৮: ৩১

374 আল কুরআ’ন, ১৮: ৩১; ৩৬: ৫৬; ৭৬: ১৩; ৮৩: ২৩; ৮৩: ৩৫

375 ‘আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ’ন, ২১:৯৫

376 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তো কেবল তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যার উপর আল্লাহ’র নাম ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু যে নিরূপায় অথচ নাফরমান এবং সীমালঙ্ঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না”।[377]

শব্দটি কুরআ’নে ১৮ (আঠার) বার উল্লেখ আছে।[378]

১২. مِشْـــكَاة

مشكاة শব্দটি ইথিওপিয়ান ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এ ভাষায় শব্দটির অর্থ, ছিদ্র, ছোট জানালা।[379] কিন্তু আরবিতে مشكاة অর্থ, ما يُحمل عليه أو يُوضع فيه القنديل أو المصباح[380] “প্রদীপ”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ﴾

“আল্লাহ আসমান ও যমীনের নূর, তাঁর নূরের উপমা যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো”।[381]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[382]

১৩. دُرِّيّ

دُرّيّ শব্দটি মূলত ইথিওপিয়ান ভাষায় ব্যবহৃত। অর্থ, আলোকিত।[383] আরবিতেও دُرّيّ শব্দের অর্থ, الكوكب المتلألئ الضوء[384] “উজ্জ্বল, চকচকে”[385]। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

---

377 আল কুরআ’ন, ০২:১৭৩

378 আল কুরআ’ন, ০২: ১৮৩,২৭৫; ০৩: ৯৩; ০৫: ৭২; ০৬: ১১৯,১৪৩,১৪৪,১৫০,১৫১,১৫১; ০৭: ৩২,৩৩; ০৯: ২৯,৩৭,৩৭; ১৬: ১১৫; ১৭: ৩৩; ২৫: ৬৮

379 ‘আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ’ন, ২৪: ৩৫

380 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

381 আল কুরআ’ন, ২৪: ৩৫

382 আল কুরআ’ন, ২৪: ৩৫

383 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

384 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

385 ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾

“আল্লাহ আসমান ও যমীনের নূর, তাঁর নূরের উপমা যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো”।[386]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[387]

১৪. مِنْسَـــأة

منسأة শব্দটি ইথিওপিয়ান ভাষা থেকে নির্গত। এ ভাষায় শব্দটির অর্থ, লাঠি।[388] আরবিতেও منسأة শব্দের অর্থ, [389]العصا الغليظة التي تكون مع الراعي “লাঠি”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾

“অতঃপর যখন আমরা সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন জিনদেরকে তার মৃত্যুর খবর জানাল শুধু মাটির পোকা, যা তার লাঠি খাচ্ছিল। অতঃপর যখন তিনি পড়ে গেলেন তখন জিনরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা গায়েব জানত, তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না”।[390]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[391]

---

386 আল কুরআ’ন, ২৪:৩৫

387 আল কুরআ’ন, ২৪:৩৫

388 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

389 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১২

390 আল কুরআ’ন, ৩৪: ১৪

391 আল কুরআ’ন, ৩৪: ১৪

১৫. العَـــرِم

العرم শব্দটি ইথিওপিয়ান ভাষায় ব্যবহার করা হয়। অর্থ, এক ধরণের বাঁধ যেখানে পানি জমা করা হয়। অতঃপর সেখান থেকে পানি প্রবাহিত হয়।[392] আরবিতেও العرم শব্দের অর্থ, السيل الذي لا يطاق[393] "প্রবাহ, স্রোত, বন্যা"[394]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾

"অতঃপর তারা অবাধ্য হলো। ফলে আমরা তাদের উপর প্রবাহিত করলাম 'আরেম' বাঁধের বন্যা এবং তাদের উদ্যান দু'টিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে, যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং সামান্য কিছু কুল গাছ"।[395]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[396]

১৬. يـس

ইবনু মারদূইয়া, 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, يس শব্দটি ইথিওপিয়ান ভাষায় ব্যবহৃত হয়। অর্থ, হে মানুষ !।[397] সাঈদ বিন যুবাইর ﷺ থেকে অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, শব্দটি ইথিওপিয়ান ভাষার। অর্থ, হে লোক।[398] আরবিতে يس শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ কসম অর্থে, আল্লাহ'র নাম, কুরআনের নাম ইত্যাদি।[399] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿يس﴾

---

392 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

393 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৭; *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬

394 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

395 আল কুরআ'ন, ৩৪: ১৬

396 আল কুরআ'ন, ৩৪: ১৬

397 আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন জারীর আত তাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪২৪, আল কুরআ'ন, ৩৬: ০১; জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

398 'আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ'ন, ৩৬: ০১

399 আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন জারীর আত তাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪২৪-৪২৫, আল কুরআ'ন, ৩৬: ০১

“ইয়াসীন”।[400]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[401]

১৭. أوَّاب

ইবনু আবি হাতেম, ‘আমর বিন শুরাহবিল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, أوَّاب শব্দটি হাবশী তথা ইথিওপিয়ান ভাষা থেকে নির্গত। ঐ ভাষায় শব্দটির অর্থ, প্রশংসাকারী, তাসবীহ পাঠকারী।[402] ইবনে জারীর, ‘আমর বিন শুরাহবিল ﷺ থেকে أوِّبِيْ শব্দের ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে, শব্দটি হাবশী তথা ইথিওপিয়ান ভাষা থেকে নির্গত। ঐ ভাষায় এর অর্থ, তুমি তাসবীহ পাঠ করো।[403] তবে আরবিতে أوَّاب শব্দের অর্থ, رجع إلى الله، رجع عن ذنبه وتاب[404] “আল্লাহ’র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাহকারী”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾

“(হে নবী!) তারা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং স্মরণ করুন আমাদের শক্তিশালী বান্দা দাউদ’র কথা; তিনি ছিলেন খুব বেশী আল্লাহ অভিমুখী”।[405]

শব্দটি কুরআ’নে ০৫ (পাঁচ) বার উল্লেখ আছে।[406]

১৮. يَصِـــدُّونَ

ইবনুল জাওযী’র মতে, يَصِدُّونَ শব্দটি ইথিওপিয়ান ভাষা থেকে নির্গত। অর্থ, হৈচৈ করা।[407] আরবিতেও يَصِدُّونَ শব্দটি অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

---

400 আল কুরআ’ন, ৩৬: ০১

401 আল কুরআ’ন, ৩৬: ০১

402 ‘আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ’ন, ৩৮: ১৭

403 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

404 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

405 আল কুরআ’ন, ৩৮:১৭

406 আল কুরআ’ন, ৩৮: ১৭,১৯,৩০,৪৪; ৫০: ৩২

407 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾

“আর যখনই ইবনে মারয়ামের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয় তখন আপনার সম্প্রদায় তাতে হৈচৈ শুরু করে দেয়”।[408]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[409]

১৯. كِفْلَيْـــن

ইবনু আবি হাতেম, আবু মূসা আশ‘আরী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, كفلين শব্দটি ইথিওপিয়ান ভাষা থেকে নির্গত। অর্থ, দ্বিগুণ।[410] আরবিতেও كفلين শব্দটি অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

“হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন। তাহলে তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন নূর, যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে মাফ করবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু”।[411]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[412]

২০. نَاشِـئَـــة

হাকীম, ‘আব্দুল্লাহ বিন মাস‘ঊদ ﷺ থেকে এবং বায়হাকী, ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, ناشئة শব্দটি ইথিওপিয়ান ভাষার। অর্থ, রাতের নামাজ

---

408 আল কুরআ’ন, ৪৩: ৫৭

409 আল কুরআ’ন, ৪৩: ৫৭

410 ‘আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ’ন, ৫৭: ২৮

411 আল কুরআ’ন, ৫৭: ২৮

412 আল কুরআ’ন, ৫৭: ২৮

(তাহাজ্জুদের নামাজ)।[413] আরবিতেও ناشئة দ্বারা রাত জেগে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করাকেই বুঝায়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴾

“নিশ্চয়ই রাতের বেলা জেগে ওঠা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেশী কার্যকর এবং যথাযথভাবে কুরআন পড়ার জন্য উপযুক্ত সময়”।[414]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[415]

২১. مُنْفَطِـــر

ইবনু জারীর, ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, منفطر শব্দটি ইথিওপিয়ান ভাষার। এ ভাষায় শব্দটির অর্থ, পরিপূর্ণ।[416] কিন্তু আরবিতে منفطر শব্দের অর্থ, منشقّ[417] “ফেটে যাওয়া, বিদীর্ণ হওয়া”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴾

“সেদিন আসমান হবে বিদীর্ণ। তাঁর (আল্লাহ’র) প্রতিশ্রুতি তো বাস্তবায়িত হবেই”।[418]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[419]

২২. قَسْـــوَرَة

ইবনু জারীর, ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইথিওপিয়ান ভাষায় ‘সিংহ’কে قسورة বলা হয়।[420] উক্ত অর্থটি আরবি قسورة শব্দের অর্থ الأسد[421]-এর সাথে মিল আছে। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

---

413 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭
414 আল কুরআ’ন, ৭৩: ০৬
415 আল কুরআ’ন, ৭৩: ০৬
416 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭
417 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৫
418 আল কুরআ’ন, ৭৩: ১৮
419 আল কুরআ’ন, ৭৩: ১৮
420 আবু জা‘ফর মুহাম্মাদ বিন জারীর আত তাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৩২১, আল কুরআ’ন, ৭৪: ৫১
421 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৩

﴿فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ﴾

“যারা সিংহের ভয়ে পলায়ন করেছে”।[422]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[423]

২৩. يَحُــوْر

ইবনু আবি হাতেম, দাউদ বিন হিন্দ থেকে বর্ণনা করেন যে, يحور শব্দটি ইথিওপিয়ান ভাষার শব্দ। অর্থ, ফিরে আসা।[424] আরবিতেও يحور শব্দটিও উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ﴾

“অবশ্যই সে মনে করেছিল, সে কখনই (আমার কাছে) ফিরে আসতে হবে না”।[425]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[426]

২৪. سِيْنِيْــــن

ইবনু আবি হাতেম ও ইবনু জারীর উভয়ে ‘ঈকরামা থেকে বর্ণনা করেন যে, ইথিওপিয়ান ভাষায় سنين শব্দটির অর্থ, সুন্দর।[427] তবে আরবিতে سنين একটি উপত্যকা বা অঞ্চলের নাম। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾

“শপথ ‘তূরে সীনীন’-এর”।[428]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[429]

---

422 আল কুরআ’ন, ৭৪: ৫১

423 আল কুরআ’ন, ৭৪: ৫১

424 ‘আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ’ন, ৮৪: ১৪

425 আল কুরআ’ন, ৮৪: ১৪

426 আল কুরআ’ন, ৮৪: ১৪

427 ‘আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ’ন, ৯৫: ০২; জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

428 আল কুরআ’ন, ৯৫: ০২

429 আল কুরআ’ন, ৯৫: ০২

PERSIAN LANGUAGE / الفارسية

ফারসি ভাষা

ফারসি ভাষা বা পারসিক ভাষা (ইংরেজী : PERSIAN / FARSI, ফারসি : فارسی) হলো মধ্য এশিয়ার ইরান (IRAN)-এ প্রচলিত একটি ভাষা। পারস্যের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ভাষা থেকে ফারসি ভাষার উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানে ভাষাটির তিনটি সরকারী রূপ প্রচলিত। ইরানে এটি ফারসি (فارسی) বা পর্সী, আফগানিস্তানে দ্যারী (دری) এবং তাজিকিস্তানে তজিকী (تاجیکی) নামে পরিচিত।

বিশ্বজুড়ে প্রায় ১০ (দশ) মিলিয়ন লোক ফারসি ভাষায় কথা বলে। ইরানী ভাষাগুলির বিকাশ ০৩টি পর্বে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক।

(০১) অবেস্তান ভাষা এবং প্রাচীন ফারসি ভাষা প্রাচীন ইরানীয় ভাষার নিদর্শন।

(০২) মধ্য ফারসি ভাষা এবং ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত 'পার্থীয় ভাষা' ছাড়াও বেশ কিছু মধ্য এশীয় ভাষা মধ্য ইরানীয় ভাষার মধ্যে পড়ে। প্রার্থীয় ভাষা ছিল আর্সাসিদ বা পার্থীয় সাম্রাজ্যের ভাষা, যে সাম্রাজ্যটি ২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

(০৩) আধুনিক ফারসি ভাষাটি ৯ম শতকের মধ্যেই বিকাশ লাভ করে। ভাষাটিতে পার্থীয় ও মধ্য ফারসি ভাষার বহু উপাদান আছে এবং অন্যান্য ইরানীয় ভাষাগুলিও এক প্রভাবিত করেছে। ভাষাটি পারসিক-আরবি লিপিতে লিখা হয়। ভাষাটির ব্যাকরণ মধ্য ফারসির চেয়েও সরল এবং এটি আরবি ভাষা থেকে বিপুল পরিমাণ শব্দ আত্নীকৃত করেছে। শুরু থেকেই আধুনিক ফারসি ভাষাটি পারস্যের সরকারী ও সাংস্কৃতিক ভাষা।

ফারসি বর্ণমালা বা ফারসি - আরবি বর্ণমালা হলো আরবি লিপির উপর ভিত্তি করে লেখার একটি পদ্ধতি। মূল লিপিটি বিশেষভাবে আরবি ভাষার জন্য ব্যবহার করা এবং ফারসি ভাষায় আরবি বর্ণমালার সাথে আরও চারটি অক্ষর যোগ করা হয়েছে। অক্ষরগুলো হলোঃ (پ – چ – ژ – گ)।[430]

---

[430] তথ্যসূত্র : *WIKIPEDIA The Free Encyclopedia,* https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE ; https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_language

কুরআ'নে উল্লেখিত ফারসি ভাষার শব্দগুলো নিম্নে উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

سُنـــدُس، أقفَـــالُها، دِيْنَـــار، كَنْـــز، مَقـالِـــيْد، يَاقـــوْت، أبَارِيْـــق، مِسْـــك، بِيَـــع، السِّجِـــلّ، زَنجَبِـــيْلا، كُوِّرَت، كَافـــوْرًا، سُـــرَادِق، سِجِّيْـــل، التَّنُّـــوْر

০১. سُنـــدُس

ইমাম জাওয়ালিক্বী'র মতে, سندس ফারসী ভাষার এই শব্দটির অর্থ, পাতলা রেশমী কাপড়।[431] শাইযালা'র মতে, এটি হিন্দী শব্দ।[432] আরবিতেও শব্দটি ضرب من رقيق الديباج[433] "পাতলা রেশমী কাপড়" অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾

"তারাই এরা, যাদের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরবে সুক্ষ ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র, আর তারা সেখানে থাকবে হেলান দিয়ে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম বিশ্রামস্থল !"[434]

سندس শব্দটি অনারবি হবার ব্যাপারে মুফাসসির এবং ভাষাবিদগণও ভিন্ন মত ব্যক্ত করেননি। যেমনঃ কবি রাজিয বলেনঃ

ولَيلةٍ من الليالي حِنْدِسِ لَوْنُ حواشِيها كَلَوْنِ سُنْدُسِ

"অন্ধকার যখন আচ্ছন্ন হয় তখন তার আঙ্গিনার রঙ যেন রেশমী কাপড়ের রঙের মতো হয়ে যায়"।[435]

শব্দটি কুরআ'নে ০৩ (তিন) বার উল্লেখ আছে।[436]

---

431 আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

432 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

433 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪

434 আল কুরআ'ন, ১৮: ৩১

435 আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

436 আল কুরআ'ন, ১৮: ৩১; ৪৪: ৫৩; ৭৬: ২১

০২. أقفـــالُها

أقفالها শব্দটি (বহুবচন, একবচনে قُفل) মূলত ফারসী ভাষার।[437] আরবিতেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ, তালা। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾

“তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, নাকি তাদের মনের ওপর তালা লাগানো আছে?”[438]

শব্দটি কুরআনে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[439]

০৩. دِيْنَـــار

دينار ফারসী শব্দ। মূল হলো دِنَّار আরবদের মাঝে دينار শব্দটি প্রচলিত ছিল বিধায় আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনও কুরআ’নে কারীমে উল্লেখ করেন।[440] পরবর্তীতে শব্দটি আরবিতেও ব্যবহৃত হয়।[441] دينار বলতে ‘প্রাচীন স্বর্ণমূদ্রা’-কে বুঝায়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

“আর আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও ফেরত দিবে; আবার এমন লোকও আছে যার কাছে একটি দিনার আমানত রাখলেও তার উপর সর্বোচ্চ তাগাদা না দিলে সে তা ফেরত দিবে না। এটা এ কারণে যে, তারা বলে,

---

[437] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

[438] আল কুরআ’ন, ৪৭:২৪

[439] আল কুরআ’ন, ৪৭:২৪

[440] আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

[441] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

‘উম্মীদের ব্যাপারে আমাদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই’ আর তারা জেনে-বুঝে আল্লাহ’র উপর মিথ্যা বলে।[442]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[443]

০৪. كَنْـــز

كنز শব্দটি ফারসী ভাষার। শব্দটি আরবিতেও ব্যবহৃত হয়।[444] অর্থ, المال المدفون تحت الأرض।[445] “যে সম্পদ মাটিতে পুঁতে রাখা হয়; ধন ভাণ্ডার, সম্পদ পুঞ্জিভূত করা”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴾

“‘আর ঐ প্রাচীরটি, সেটা ছিল নগরবাসী দুই এতিম কিশোরের এবং এর নীচে আছে তাদের গুপ্তধন। আর তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। কাজেই আপনার রব তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছে করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আর আমি নিজ থেকে কিছু করিনি; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা”।[446]

শব্দটি কুরআ’নে ০৩ (তিন) বার উল্লেখ আছে।[447]

---

442 আল কুরআ’ন, ০৩:৭৫

443 আল কুরআ’ন, ০৩:৭৫

444 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬; আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

445 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০০

446 আল কুরআ’ন, ১৮: ৮২

447 আল কুরআ’ন, ১১: ১২; ১৮: ৮২; ২৫: ০৮

০৫. مَقَالِيْد

আল ফারাবী মুজাহীদ থেকে এবং ইবনু দুরাইদ ও জাওয়ালিক্বী'র বর্ণনা মতে, مقاليد ফারসী শব্দ। শব্দটি আরবিতেও ব্যবহার করা হয়।[448] অর্থ, চাবি। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿لَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

"আসমান ও যমীনের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে। আর যারা আল্লাহ'র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ"।[449]

শব্দটি কুরআ'নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[450]

০৬. يَاقُوْت

জাওয়ালিক্বী, সা'লাবী ও অন্যান্যদের মতে, ياقوت শব্দটি ফারসী ভাষা থেকে নির্গত।[451] তবে আরবিতে ياقوت বলতে বুঝায় যে, حجر من الأحجار الكريمة، وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس، ويتركب من أكسيد ألمنيوم، ولونه في الغالب شفاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة، ويستعمل للزينة واحدته أو القطعة منه[452] 'বহুমূল্যবান একপ্রকার পাথর, যা হীরার পরে সবচেয়ে কঠিন ধাতু। এটি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড দ্বারা গঠিত এবং রঙটি বেশিরভাগ স্বচ্ছ এবং লাল, নীল বা হলুদ রঙের। এর একটি বা একাংশ সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহৃত হয়'। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾

"এমন সুদর্শনা, যেমন হীরা এবং মুক্তা"।[453]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[454]

---

448 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭; আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত। পৃ. ১৪৯

449 আল কুরআ'ন, ৩৯: ৬৩

450 আল কুরআ'ন, ৩৯: ৬৩; ৪২: ১২

451 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮; আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

452 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬৫

453 আল কুরআ'ন, ৫৫: ৫৮

454 আল কুরআ'ন, ৫৫: ৫৮

০৭. أبَارِيْـــق

أباريق শব্দটি إبريق শব্দের বহুবচন। সা'লাবী ও জাওয়ালিকী'র মতে, أباريق শব্দটি ফারসী ভাষা থেকে রুপান্তরিত। অর্থ, طريق الماء، صبّ الماء على الهِينَة[455] "পানির রাস্তা, অনায়াসে পানি ঢালা"। কিন্তু আরবিতে أباريق শব্দের অর্থ, وِعاء "জগ, কেতলি, কেটলি, লোটা"[456]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴾

"পানপাত্র, জগ ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে"।[457]

আগে আরবরা শব্দটি ব্যবহার করে কথা বলত। কবি 'আদিয়্যু বিন যায়েদ আল 'ঈবাদিয়্যু রচিত কবিতায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেন যে,

ودَعا بالصَّبوح يوما فجاءتْ قَيْنَةٌ في يمينها إبريقُ

"আর একদিন সকালের নাস্তায় আহ্বান করা হলো। অতঃপর একজন গায়িকা আসলো। তার হাতে ছিল 'জগ'"।[458]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[459]

০৮. مِسْـــك

مسك শব্দটি ফারসী শব্দ থেকে ব্যবহৃত।[460] আরবিতে مسك শব্দের অর্থ, ضرب من الطيب يُتخذ من ضرب من الغِزلان[461] "মিশক, মৃগনাভী"। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾

---

[455] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০; আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

[456] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[457] আল কুরআ'ন, ৫৬: ১৮

[458] আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

[459] আল কুরআ'ন, ৫৬: ১৮

[460] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭; আবু মানসূর আব্দুল মালেক বিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আস সা'লাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

[461] ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬৯; *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮২

“তাদের মোহর হবে মিসকের, আর এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক”।[462]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[463]

০৯. بِيَـــع

অধিকাংশ আলেমদের মতে, بيع শব্দটি মূলত ফারসী ভাষার। শব্দটি আরবিতেও ব্যবহার করা হয়।[464] আরবিতে بيع বলতে বুঝানো হয় [465]معبد النصارى “খ্রীষ্টানদের উপাসনালয়, গীর্জা”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

“তাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র এ অপরাধে যে, তারা বলেছিলঃ ‘আল্লাহ আমাদের রব’। আল্লাহ যদি মানুষদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত নাসারা সংসার বিরাগীদের উপাসনাস্থল, গির্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মাসজিদসমূহ যাতে খুব বেশী স্মরণ করা হয় আল্লাহ’র নাম। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকেই সাহায্য করেন যে আল্লাহ’কে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান ও পরাক্রমশালী”।[466]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[467]

---

462 আল কুরআ’ন, ৮৩: ২৬

463 আল কুরআ’ন, ৮৩: ২৬

464 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

465 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

466 আল কুরআ’ন, ২২:৪০

467 আল কুরআ’ন, ২২:৪০

১০. السِّجِـــلّ

ইবনু মারদুইয়া ও আবুল জাওযা'র মাধ্যমে 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, السجل শব্দটি ইথিওপিয়ান। এ ভাষায় অর্থ, পুরুষ।[468] ইবনু জিন্নী' র মতে, السجل শব্দটি ফারসী। পরবর্তীতে এটাকে আরবিতে ব্যবহার করা হয়েছে। ফারসী ভাষায় এর অর্থ, বই, চুক্তির বই।[469] আরবিতেও السجل শব্দের অর্থ, [470]الكتاب يدوّن فيه ما يراد حفظه "কিতাব, বই"। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾

"সেদিন আমরা আসমানসমূহকে গুটিয়ে ফেলব যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর; যেভাবে আমরা প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পূণরায় সৃষ্টি করব; এটা আমার কৃত প্রতিশ্রুতি, আর আমরা তা পালন করবই"।[471]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[472]

১১. زَنجَبِـــيْلا

জাওয়ালিক্বী ও সা'লাবী'র মতে, زنجبيلا শব্দটি ফারসী ভাষা থেকে চয়নকৃত।[473] অর্থ, আদা। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا﴾

"আর সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে যানজাবীল মিশ্রিত পূর্ণপাত্র পানীয়"।[474]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[475]

---

468 আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
469 আবুল ফাতহি 'উসমান ইবনে জিন্নী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭-৬৮
470 *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩
471 আল কুরআ'ন, ২১:১০৪
472 আল কুরআ'ন, ২১:১০৪
473 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩
474 আল কুরআ'ন, ৭৬:১৭
475 আল কুরআ'ন, ৭৬:১৭

১২. كُوِّرَت

ইবনু জারীর সা'দ বিন জুবাইর ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, ফারসী ভাষার كوّرت শব্দটির অর্থ, পরিবর্তন করা।[476] তবে আরবিতে كوّرت শব্দের অর্থ, [477]لفّه على جهة الاستدارة "গুটানো"। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾

"যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে"।[478]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[479]

১৩. كَافُـــوْرًا

জাওয়ালিক্বী এবং অন্যান্যদের মতে, كافورا শব্দটি ফারসী ভাষার অন্তর্গত। পরবর্তীতে এটা আরবি তে রূপান্তরিত হয়।[480] كافورا অর্থ, কর্পূর; জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম; এক ধরণের সুগন্ধিযুক্ত গাছ যার কোন ফল হয় না কিন্তু কাঠ খুব সুগন্ধি ছড়ায়।[481] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾

"নিশ্চয়ই নেককার লোকেরা পানপাত্র থেকে এমন শরাব পান করবে যাতে কর্পূর পানি সংমিশ্রিত থাকবে"।[482]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[483]

---

476 আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন জারীর আত তাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৪৫৭, আল কুরআ'ন, ৮১: ০১; জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

477 *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫

478 আল কুরআ'ন, ৮১: ০১

479 আল কুরআ'ন, ৮১: ০১

480 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

481 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

482 আল কুরআ'ন, ৭৬: ০৫

483 আল কুরআ'ন, ৭৬: ০৫

১৪. سُـــرَادِق

سرادق শব্দটি سرادقات শব্দের একবচন। سرادق শব্দটি ফারসী শব্দ। শব্দটির মূল হল سَرادار অর্থ, বারান্দা।[484] কবি ফারাযদাক্ব তার কবিতায় উল্লেখ করেন যে,

تَمَنَّيْتَهم حتى إذا ما لقيتَهم تركتَ لهم قبل الضراب السُّرادِقا

“তাদের সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত তুমি তাদের আকাঙ্খা করেছিলে, তুমি তাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলে বারান্দায় অধিক আগমনের পূর্বে”।[485]

আবার অনেকে এটি ফারসী শব্দ سرابرده সঠিক বলে গণ্য করেছেন। যার অর্থ, ঘরের পর্দা।[486] আরবিতে سرادق বলতে বুঝায় كلّ ما أحاط بشيء من حائط أو مِضرَب[487] “কিনারা, বেষ্টনী”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾

“আর বলুনঃ ‘সত্য তোমাদের রব’র পক্ষ থেকে; কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছে কুফরী করুক’। নিশ্চয়ই আমরা যালেমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি আগুন, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে; এটা নিকৃষ্ট পানীয় ! আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল”।[488]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[489]

---

484 আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯; জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

485 আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

486 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

487 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬; *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮

488 আল কুরআ’ন, ১৮:২৯

489 আল কুরআ’ন, ১৮:২৯

১৫. سِجِّيْـــل

ফারাবী মুজাহীদ থেকে বর্ণনা করেন যে, ফারসী ভাষা থেকে নির্গত سجيل শব্দটির অর্থ, এমন শুকনো মাটি, কঙ্কর, প্রস্তরখণ্ড যার এক অংশ পাথর এবং আরেক অংশ মাটি, পাথর ও মাটি মিশ্রিত কঙ্কর।[490] ইবনু কুতাইবাহ বলেনঃ سجيل শব্দটি ফারসী শব্দ। মূল হলো سَنْكْ ও كِلْ অর্থ, পাথর ও মাটি।[491] আরবিতে سجيل শব্দটি দ্বারা[492] الطين المتحجّر 'পাথরে পরিণত প্রাচীন মাটিকে বুঝায়'। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ﴾

"অতঃপর যখন আমাদের আদেশ আসল তখন আমরা জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পোড়ামাটির পাথর"।[493]

শব্দটি কুরআ'নে ০৩ (তিন) বার উল্লেখ আছে।[494]

১৬. التَّنُّـــوْر

التنور শব্দটি ফারসী ভাষা থেকে নির্গত। পরবর্তীতে সেটাকে আরবিতে ব্যবহার করা হয়। আরবরা এই শব্দের সাথে পরিচিত ছিল বিধায় আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনও কুরআ'নের মধ্যে এই শব্দটি উল্লেখ করেন। তবে 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস ﵄ -এর মতে, التنور শব্দটি আরবি ও অনারবি উভয় ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়।[495] আরবিতে التنور শব্দের অর্থ, চুলা, চুল্লি, উনান, তন্দুর। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾

"অতঃপর যখন আমাদের আদেশ আসল এবং উনান উথলে উঠল; আমরা বললামঃ এতে উঠিয়ে নিন প্রত্যেক শ্রেণীর যুগলের দু'টি, যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ছাড়া

---

490 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

491 আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

492 *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

493 আল কুরআ'ন, ১১:৮২

494 আল কুরআ'ন, ১১:৮২; ১৫:৭৪; ১০৫:০৪

495 আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

আপনার পরিবার-পরিজনকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। আর তার সাথে ঈমান এনেছিল কেবল অল্প কয়েকজন”।[496]

শব্দটি কুরআ’নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[497]

[496] আল কুরআ’ন, ১১:৪০

[497] আল কুরআ’ন, ১১:৪০; ২৩:২৭

ROMAN LANGUAGE / الرومية

রোমান ভাষা

রোমান ভাষা (LINGUA RŌMĀNA / اللغة الرومية) ইতালীয়ানদের ব্যবহৃত একটি প্রাচীন ভাষা যা ইতালীতে (ITALY / إيطاليا) নামক দেশে ব্যবহৃত হয়। ভাষাটি ল্যাটিন ভাষা (LINGUA LATĪNA / اللغة اللاتينية) বা গ্রীক ভাষা নামেও পরিচিত।

লাতিন ভাষাটি ইতালির স্থানীয় ভাষা ছিল না। প্রাগৈতিহাসিক যুগে উত্তর দিক থেকে ইতালিক জাতির লোকেরা ইতালীয় উপদ্বীপে ভাষাটি নিয়ে এসেছিল। ভাষাটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের ইতালিক উপ-পরিবারের সদস্য। ইতালিতে লাতিন ছিল মূলত রোম ও তার আশেপাশের অঞ্চলের একটি উপভাষা। ইতালিক ভাষাসমূহের মধ্যে লাতিন, ফালিস্কান ও অন্যান্য কিছু ভাষা মিলে লাতিনীয় দল গঠন করেছে। খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে লাতিনীয় ভাষাতে লেখা শিলালিপি পাওয়া গেছে। সুস্পষ্ট রোমান লাতিনে লেখা বিভিন্ন প্রাচীনতম রচনা বেশির ভাগই খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকের। উত্তর ইতালিতে প্রচলিত কেল্টীয় উপভাষাগুলি, মধ্য ইউরোপে প্রচলিত অ-ইন্দো-ইউরোপীয় এক্রস্কান ভাষা, এবং দক্ষিণ ইতালিতে প্রচলিত গ্রিক ভাষা (খ্রিস্টপূর্ব ৮ম শতক থেকেই প্রচলিত) লাতিন ভাষাকে প্রভাবিত করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রিক সাহিত্যগুলি লাতিনে অনুবাদ করা হয়। গ্রিক ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে লাতিন একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হয়।

প্রাচীন রোম এবং পার্শ্ববর্তী লাতিউম (لاتيوم / LITHIUM) এলাকাতে এ ভাষাটি প্রচলিত ছিল। রোমান শক্তির বিস্তারের সাথে সাথে প্রাচীন ইউরোপ ও সংলগ্ন প্রায় সব অঞ্চলে ভাষাটি ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি পশ্চিম ইউরোপের প্রধান ভাষাতে পরিণত হয়। ১৮শ (আঠারোশ) শতক পর্যন্ত এটি ইউরোপে জ্ঞানচর্চা ও কূটনীতির ভাষা ছিল। আজও পর্যন্ত রোমান বা ল্যাটিন ভাষাটি রোমান ক্যাথলিক ধর্মীয় রচনাবলীর ভাষা। উল্লেখ্য যে, ইতালিতে ল্যাটিন ছিল মূলত রোম ও তার আশেপাশের অঞ্চলের একটি উপভাষা। পৃথিবীর প্রায় ০৬ (ছয়) কোটি ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ লোক এ ভাষায় কথা বলে।[498]

---

[498] তথ্যসূত্র : *WIKIPEDIA The Free Encyclopedia,* *https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE*

কুরআ'নে উল্লেখিত রোমান ভাষার শব্দগুলো নিম্নে উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

قِسْـــط، الصِّـــرَاط، القِسْـــطاس، الرَّقِيْـــم، الفِـــرْدَوْس، طـفِـــقا

০১. قِسْـــط

قسط শব্দটি রোমান বা গ্রীক ভাষার শব্দ। যার অর্থ, ন্যয়।[499] আরবিতেও অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"আল্লাহ সাক্ষ দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া আর কোন ইলাই নেই। আর ফেরেশতাগণ ও জ্ঞানবানগণও এই সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়"।[500]

শব্দটি কুরআ'নে ১৫ (পনের) বার উল্লেখ আছে।[501]

০২. الصِّـــرَاط

ইবনে 'আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ বিন যুবাইর, 'ঈকরামাহ, 'আতাসহ অন্যান্য ফুকাহাদের মতে, الصراط শব্দটি রোম বা গ্রীক ভাষার শব্দ। ইমাম সুয়ুতী আরও বলেন যে, الصراط গ্রীক শব্দ। পরবর্তীতে এটি আরামাইক ভাষায় ব্যবহৃত হয়। অতঃপর সিরীয় ভাষায় ব্যবহৃত হত। সেখান থেকে আরবরা তাদের ভাষায় শব্দটি ব্যবহার করে।[502] ইউসুফ নোমা আলবুস্তানী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, زراط ، صراط ، سراط ল্যাটিন ভাষার শব্দ। অর্থ,

---

499 'আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ'ন, ০৩: ১৮; জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

500 আল কুরআ'ন, ০৩: ১৮

501 আল কুরআ'ন, ০৩: ১৮,২১; ০৪: ১২৭, ১৩৫; ০৫: ০৮, ৪২; ০৬: ১৫২; ০৭: ২৯; ১০: ০৪, ৪৭, ৫৪; ১১: ৮৫; ২১: ৪৭; ৫৫: ০৯; ৫৭: ২৫

502 আবু হাতিম আহমাদ বিন হামদান আর রাযী, *কিতাবুয যীনা ফীল কালিমাতিল ইসলামিয়্যাতিল 'আরাবিয়্যাহ*, (সান'আ, মারকাযুদ দিরাসাত ওয়াল বুহুসুল ইয়ামানী, ১৯৯৪ খ্রী.), পৃ. ৩৯৭; জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

পাকা রাস্তা। পরবর্তীতে এটি ইতালী, জার্মানী, ইংরেজী ও আরবি ভাষায় ব্যবহৃত হয়।[503] আরবিতেও শব্দটি 'রাস্তা, পথ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾

"তুমি আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও"।[504]

শব্দটি কুরআ'নে ৩১ (একত্রিশ) বার উল্লেখ আছে।[505]

০৩. القِسْـــطاس

ফারাবী মুজাহীদ থেকে বর্ণনা করেন যে, القسطاس শব্দটি রোমান শব্দ। যার অর্থ, ন্যয়।[506] সা'দ বিন জুবায়ের থেকে ইমাম আবু হাতেম বর্ণনা করেন যে, রোমান ভাষায় القسطاس শব্দটির অর্থ, দাঁড়িপাল্লা।[507] আরবিতেও القسطاس বলা হয়, أضبط الموازين وأقومها[508] 'দাঁড়িপাল্লা, পরিমাপক'। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

"আর মেপে দেবার সময় পূর্ণ মাপে দাও এবং ওজন কর সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট"।[509]

শব্দটি কুরআ'নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[510]

---

503 ইউসূফ নূমা আল বুসতানী, *তাফসীরুল আল ফাযিদ দাখিলিয়্যাহ ফীল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ মা'আ যিকরি আসলিহা বিহুরুফিহী*, (মিসর, মাকতাবাতুল আরব, ১৯৩২ খ্রী.), পৃ. ৩৮

504 আল কুরআ'ন, ০১: ০৫

505 আল কুরআ'ন, ০১: ০৫; ০২: ১৪২, ২১৩; ০৩: ৫১, ১০১; ০৫: ১৬; ০৬: ৩৯, ৮৭, ১৬১; ০৭: ১৬; ১০: ২৫; ১১: ৫৬; ১৫: ৪১; ১৬: ৭৬, ১২১; ১৭: ৩৫; ১৯: ৩৬; ২২: ৫৪, ৬৭; ২৩: ৭৩; ২৪: ৪৬; ২৬: ১৮২; ৩৬: ০৪, ৬১; ৩৭: ১১৮; ৪২: ৫২; ৪৩: ৪৩, ৬১, ৬৪; ৪৬: ৩০; ৬৭: ২২

506 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

507 'আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ'ন, ১৭: ৩৫

508 আল মু'জামুল ওয়াজীয, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১

509 আল কুরআ'ন, ১৭: ৩৫

510 আল কুরআ'ন, ১৭: ৩৫; ২৬: ১৮২

০৪. الرَّقِيْـــم

الرقيم রোমান বা গ্রীক শব্দ। তবে অর্থের দিক দিয়ে মতপার্থক্য আছে। যেমনঃ শায়যালাহ'র মতে, গ্রীক ভাষায় الرقيم শব্দের অর্থ, ফলক; আবুল কাশেম'র মতে, গ্রীক ভাষায় الرقيم শব্দের অর্থ, বই; ওয়াসেতী'র মতে, গ্রীক ভাষায় الرقيم শব্দের অর্থ, কালির দোয়াত।[511] তবে আরবিতে الرقيم অর্থ, الكتاب، ولوح[512] 'বই, ফলক'। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾

"আপনি কি মনে করেন যে, কাহফ ও রাক্বীমের অধিবাসীরা আমাদের নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর?" [513]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[514]

০৫. الفِـــرْدَوْس

মুজাহীদ থেকে আবি হাতিম বর্ণনা করেন যে, الفردوس শব্দটি রোমান বা গ্রীক ভাষা থেকে আগত। অর্থ, বাগান।[515] আস সুদ্দীই'র বর্ণনা মতে, নাবতী ভাষার এই শব্দের অর্থ, ফলের বাগান। মূল শব্দ হল فرداسا[516] তবে আরবি অভিধানবেত্তাদের মতে, الفردوس শব্দের অর্থ, البستان الجامع، والمكان تُكثر فيه الكروم، واسم جنة من جنات الآخرة[517] 'মূলত الفردوس শব্দটি ফারসী শব্দ থেকে গৃহীত। ফেরদাউস বলা হয় এমন বাগানকে যেখানে সর্বদা ফুল ও ফলে সুশোভিত থাকে। এটি জান্নাতের সর্বোচ্চ একটি শ্রেণীর নাম।[518] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾

---

511 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

512 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭; *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

513 আল কুরআন, ১৮:০৯

514 আল কুরআন, ১৮:০৯

515 'আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ'ন, ১৮: ১০৭

516 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

517 *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬

518 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩

“নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের আতিথেয়তার জন্য থাকবে জান্নাতুল ফেরদৌস”।[519]

শব্দটি কুরআ’নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[520]

০৬. طفِـــقا

রোমান বা গ্রীক ভাষার طفقا শব্দটির অর্থ, ইচ্ছা করা।[521] কিন্তু আরবিতে طفق অর্থ, يفعل الشيء، جعل، استمرّ يفعله[522] “কোন কাজ করা, শুরু করা”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

“অতঃপর সে তাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করল। এরপর যখন তারা সে গাছের ফল খেল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গেল এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেনঃ ‘আমি কি তোমাদেরকে এ গাছ থেকে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু?” ?[523]

শব্দটি কুরআ’নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[524]

---

519 আল কুরআ’ন, ১৮: ১০৭

520 আল কুরআ’ন, ১৮: ১০৭; ২৩: ১১

521 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

522 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২

523 আল কুরআ’ন, ০৭: ২২

524 আল কুরআ’ন, ০৭: ২২; ২০: ১২১

MAGRIBEE LANGUAGE / العربية المغربية (الدارجة)

মাগরিবী আরবি ভাষা (দারিজ)

মাগরিব তথা মরক্কো (MOROCCO)-এর ভাষা আরবি (العربية) হলেও ওখানকার অধিবাসীরা তাদের নিজস্ব উপভাষায় কথা বলে থাকে। আরবির পাশাপাশি বারবারী ভাষাও মরক্কোর অফিসিয়াল ভাষা। মরক্কোর আরবি ভাষা ‘ দারিজ’ (الدارجة) তথা কথ্য স্থানীয় ভাষা হিসেবেও পরিচিত। অন্যদিকে বর্তমানে আরবি ভাষাও হাজার বছর ধরে মরক্কোতে একটি মর্যাদাপূর্ণ ভাষা হিসেবে বিদ্যমান।

মাগরিব (المغرب), যা বর্তমানে মরক্কো (MOROCCO) নামে পরিচিত। মরোক্কো হচ্ছে উত্তর আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এর রাজধানীর নাম ‘রাবাত (RABAT)’। দেশটি আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী এবং উত্তরে ভূমধ্যসাগরের জিব্রাল্টার প্রণালী বিস্তৃত। মরক্কোর পূর্বে আলজেরিয়া, উত্তরে ভূমধ্যসাগর ও স্পেন এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। দক্ষিণ সীমানাটি বিতর্কিত, মরক্কো পশ্চিম সাহারা এলাকার মালিকানা দাবী করে এবং ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পশ্চিম সাহারার অধিকাংশ এলাকা দখল করে। মরক্কো দেশটি আরব লীগের সদস্য।

মরক্কোতে ০৩ (তিন)টি স্তরে আরবি ভাষা এবং শব্দ প্রবেশ করে। প্রথমতঃ উমাউইয়্যাগণ যখন উত্তর আফ্রিকাতে আমাযীঘ অঞ্চল জয় করে; সেই সময় আরবি ভাষা খুব সীমিত হয়ে উঠে। গ্রেড বারবারের বিপ্লবের সময় উমাউইয়্যাকে আমাযীঘ দ্বারা বহিষ্কারের পর আরববাদ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ ১১ তম ও ১২ তম শতকে আরব্য উপজাতি বানু হিলাল ও বনী মাকাল ও বানু সেলিম দখল করার মাধ্যমে এবং তৃতীয়তঃ স্পেন থেকে বহিষ্কারের পর আন্দালুসিয়ানদের হিজরতের সাথে মিলে যাবার পর। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে আরব্য উপজাতি যখন প্রবেশ করেছিল তখন তাদের ভাষা ছিল বেদুঈনদের মতো। অনুরূপভাবে আন্দালুসিয়ানরা তাদের সাথে মরক্কোতে তাদের ভাষা এবং শব্দ চয়নও স্থানান্তরিত করেছিল।[525]

“‘ ঈসাই ৬৬০ সালে ‘উক্ববা ইবনে নাফী উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলগুলোকে বাইজানটাইনদের অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত করেন। এ সময় বারবারেরা দলে দলে

[525] তথ্যসূত্র : *WIKIPEDIA The Free Encyclopedia,* https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং আরবদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে ইউরোপীয় সম্রাজবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। বারবারেরা ইসলাম গ্রহণ করায় এবং আরবদের সাথে তাদের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠায় তখন স্বাভাবিকভাবেই 'ঈসায়ী ৬৮২ সালের দিকে মরক্কোও মুসলিম জাহানের অংগীভূত হয়। দূর পশ্চিমাঞ্চল (মাগরিব আকসা) বলে অভিহিত মরক্কো পরবর্তীকালে উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনাধীনে একটি প্রদেশ হিসেবে গণ্য হতে থাকে"।[526]

[526] ফারুক মাহমুদ, *জাগ্রত মুসলিম আফ্রিকা*, (ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস, ১৯৯৬ খ্রী.), পৃ. ১১

কুরআ'নে উল্লেখিত মাগরিবী বা পশ্চিমাবাসীদের ভাষার শব্দগুলো নিম্নে উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

يُصْهَـــر، أبّـــا

০১. يُصْهَـــر

ইমাম শায়যালা'র মতে, পশ্চিমাবাসীদের (MOROCCO) পরিভাষায় يصهر শব্দটির অর্থ, পাকা, পরিণত হওয়া।[527] কিন্তু আরবিতে يصهر শব্দের অর্থ, [528]الإذابة। "গলানো"। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾

"যা দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে"।[529]

শব্দটি কুরআনে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[530]

০২. أبّـــا

শায়যালা'র মতে, মাগরিবীদের (MOROCCO) ভাষায় أبّا শব্দের অর্থ, শুকনা ঘাস, খড়কুটা।[531] আরবিতেও أبّا শব্দটি উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾

"নানা জাতের ফল ও ঘাস"।[532]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[533]

---

527 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮
528 *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২
529 আল কুরআ'ন, ২২: ২০
530 আল কুরআ'ন, ২২: ২০
531 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০
532 আল কুরআ'ন, ৮০: ৩১
533 আল কুরআ'ন, ৮০: ৩১

BERBER LANGUAGES / البَربَر

বারবারী ভাষা

البربر (বারবার জাতি) সুদানের একটি গোত্রের নাম। আবার অনেকের মতে, মরক্কোতে অবস্থানরত অধিকাংশ জনগণই বারবার জাতির অন্তর্ভূক্ত।[534] পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম "বারবারী ভাষা" (BERBER LANGUAGES) বারবারী (BERBER) বা আমাযীঘ ভাষা (AMAZIGH LANGUAGE) হিসেবেও পরিচিত। বারবারী ভাষায় লিখা হয় TAMAZIⵅT / TAMAZIGHT / ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ / ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵅ / ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵜ [535]

"أمازيغن في اللغة البربرية جمع، مفرده: أمازيغ، وهو الاسم الذي يسمي به ((البربر)) أنفسهم. مؤنث أمازيغ هو تامازيغت، يطلق على المرأة وعلى اللغة."

"أمازيغ (আমাযীঘ) শব্দটি এক বচন, বহু বচন أمازيغن (আমাযীঘাণ)। 'আমাযীঘ' এমন একটি নাম যা দ্বারা বারবারী জাতি নিজেদেরকেই নামকরণ করেছে। أمازيغ শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ হলো تامازيغت (তামাযীঘাত) যা মহিলা এবং ভাষার উপর প্রয়োগ করা হয়"।[536]

বারবারী জাতি আরব্য এক গোত্র যারা ফিলিস্তিনের দিকে বসবাস করতো। পরবর্তীতে তারা উত্তর আফ্রিকায় চলে আসে। ড. 'আলী ফাহমী খুশাইম তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধে লিখেন যে,

"أن الأمازيغ (البربر) هم عرب هاجروا من فلسطين إلى أفريقيا الشمالية بعد هزيمة (جالوت الفلسطيني)."

"আমাযীঘ (বারবারী) হলো আরবগোত্র যারা ফিলিস্তিনী জালুতের পরাজয়ের পর ফিলিস্তিন থেকে উত্তর আফ্রিকায় চলে আসে"।[537]

উত্তর আফ্রিকার অধিবাসীরা বারবারী ভাষায় কথা বলে থাকে। ঐ অঞ্চলের ভাষাগুলো ঐতিহ্যগতভাবে প্রাচীন লিবিয়া ও বারবারী লিপির সাথে লিখা হতো, যা বর্তমানে তিফিনাঘ

---

[534] আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী , প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

[535] তথ্যসূত্র : *WIKIPEDIA The Free Encyclopedia*, https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9

[536] মুহাম্মাদ শফীক, *ছালাছাতুন ওয়া ছালাছীনা ক্বারনিন মিন তারীখিল আমাজীগিয়্যীন*, পৃ. ০৮

[537] 'ঈযযুদ্দীন আল মুনাসিরাহ, *আল মাসআলাতুল আমাজীগিয়্যাহ ফীল জাযাইরি ওয়াল মাগরিব ইসকালিয়্যাতুত তা'দীদিয়্যাহ আল লুগাউইয়্যাহ*, (ওমান, দারুস সুরুক, ১৯৯৯ খ্রী.), পৃ. ০৮

(TIFINAGH) লিপির আকারে বিদ্যামান। তাছাড়া মরক্কো, আলজেরিয়া, লিবিয়ার অধিকাংশ জনগণ এ ভাষায় কথা বলে থাকে এবং তিউনিসিয়া, উত্তর মালি, পশ্চিম ও উত্তর নাইজার, উত্তর বুরকিনা ফাসো, মরিতানিয়া, মাগরিব ও মিশরের সিওয়া ওয়েসিসের কিছু সংখ্যক জনগণ বারবারী ভাষায় কথা বলে থাকে। বারবারী ভাষাটি মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া ও মাগরিব দেশের আরবি ভাষার উপর প্রভাব ফেলেছে। এমনকি পশ্চিম আফ্রিকার কিছু ভাষার মধ্যেও এ ভাষার প্রভাব দেখা যায়।[538]

"أن البربر أخلاط من كنعان والعماليق. فلما قتل جالوت تفرقوا في البلاد وأغزى أفريقش (أفريقش الحميري) المغرب ونقلهم من سواحل الشام وأسكنهم أفريقية وسماهم بربر. وقيل إن البربر من ولد حام بن نوح بن بربر بن تملا بن مازيغ بن كنعان بن حام."

“বারবারী জাতি কান‘আন ও ‘আমালিক মিশ্রিত একটি জাতি। যখন জালুত নিহত হয় তখন তারা দেশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তখন রাজা আফ্রিকেশ (আফ্রিকেশ আলহুমাইরী) মরক্কো দখল করে তাদেরকে শাম উপদ্বীপে স্থানান্তরিত করে ও তাদেরকে আফ্রিকাতে বসবাস করতে দেয় এবং তাদের নামকরণ করে ‘বারবারী জাতি’। আরও বলা হয় ‘বারবারী জাতি’ হাম বিন নুহ বিন বারবারী বিন তামাল্লা বিন মাজীগ বিন কান‘আন বিন হাম’র বংশধর”।[539]

[538] তথ্যসূত্র : *WIKIPEDIA The Free Encyclopedia,* https://en.wikipedia.org/wiki/Berber_languages

[539] ‘আব্দুর রহমান বিন খালদুন, *তারীখু ইবনে খালদুন,* (বৈরূত, দারুল ফিকর, ২০০১ খ্রী.) , ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২২

কুরআ'নে উল্লেখিত বারবারী ভাষার শব্দগুলো নিম্নে উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

المهل، إنَـــاه

০১. الْمُهْـــل

আবুল কাসেম'র মতে, শব্দটি বারবারী ভাষার এবং শায়জালা'র বর্ণনা মতে, পশ্চিমাদের (মরক্কো) পরিভাষায় المهل শব্দের অর্থ, তেলের আবর্জনা।[540] আরবিতেও অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾

"গলিত তামার মতো, পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে"।[541]

শব্দটি কুরআ'নে ০৩ (তিন) বার উল্লেখ আছে।[542]

০২. إنَـــاه

আবুল কাশেম'র মতে, এটি বারবারী জাতির ভাষা থেকে নির্গত। শাইযালা'র মতে, পশ্চিমাদের ভাষায় إناء শব্দের অর্থ, পরিপক্কতা।[543] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাবার তৈরীর জন্য অপেক্ষা না করে খাওয়ার জন্য নবীর ঘরে প্রবেশ করো না। হ্যাঁ, যদি তোমাদের খাবার জন্য ডাকা হয়, তাহলে অবশ্যই এসো"।[544]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[545]

---

[540] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭
[541] আল কুরআ'ন, ৪৪: ৪৫
[542] আল কুরআ'ন, ১৮: ২৯; ৪৪: ৪৫; ৭০: ০৮
[543] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১
[544] আল কুরআ'ন, ৩৩: ৫৩
[545] আল কুরআ'ন, ৩৩: ৫৩

QIBTEE (COPTIC) LANGUAGE / القبطية

কিবতী ভাষা

কিবতী (قِبْطِيٌّ / COPTIC) মিশরের আদি বাসিন্দা। কিবতী ভাষা প্রাচীন মিশরীদের দ্বারা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) বছর ধরে মিশরীয় ভাষা বিকাশের শেষ পর্যায়। প্রাচীন মিশরীয়রা গ্রীকদের সাথে তাদের বিয়ের স্বাভাবিক ফলাফল হিসাবে "النصوص القبطية ما قبل المسيحية" (পূর্ব-খ্রিস্টানতার কপটিক পাঠ্য) নামে পরিচিত নথি তৈরি করেছিল, যেখানে গ্রন্থগুলি কিবতী ভাষায় লিখিত কিবতী যুগের শাস্ত্রীয় গ্রিক দার্শনিক সাহিত্যের সাহিত্যিক গ্রন্থগুলির পূর্বে বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে যে ভাষাটি পরিচিত এবং স্পেলিং সিস্টেমের স্বাভাবিকীকরণ করা হয়েছিল, সেটি আলেকজান্ডার থিওলজিক্যাল স্কুল পরিচালক, যিনি ১৮৯ - ২৩২ খ্রিস্টাব্দে এবং তার উত্তরাধিকারীদের দ্বাদশ পিতৃপুরুষ পোপ দিমিত্রিওস'র শাসনকালে কিবতী বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন।

প্রথম দিকে বাইবেলটি গ্রিক ভাষায় পড়তে হয়েছিল এবং তারপর কিবতী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল, যেখানে এটি এখনও কিবতী ভাষায় অনুবাদ করা হয়নি। গসপেলের মিশরীয় কিবতী ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজন বেড়ে যাওয়ার কারণে গ্রিক বর্ণমালাটি কিছু মিশরীয় ডেমোক্র্যাটিক অক্ষর যোগ করার সাথে সাথে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। ϣ ϥ ϧ ϩ ϫ ϭ ϯ ϯ। মানুষের মধ্যে সেপ্টুয়াজিন্ট (SEPTUAGINT) অনুবাদ হিসাবে পরিচিত গ্রীক সংস্করণ থেকে বাইবেল ছড়িয়ে দিয়ে, কিবতী লেখা এবং ব্যবহারে ছড়িয়ে পড়ে। তৃতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে এবং চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিবতী পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে নাজ'উ হুমাদী গনতন্ত্রবাদের পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

আরবরা মিশরে প্রবেশের পর কিবতীরা অফিস-আদালতে কাজ করার জন্য আরবি ভাষা শিখতে শুরু করে। অন্যদিকে তাদের বড় একটা অংশ ইসলাম ত্যাগ করে কুরআ'ন পড়ার জন্য আরবি শিখে। ১৭ ও ১৮ শতকের মধ্যে কিবতী ভাষাটি প্রায় বিলুপ্ত হয়। কিন্তু কিবতী গীর্জায় তা মওজুদ ছিল। মিশরের পিরামিড নির্মাণের পূর্বে কিবতী ভাষার প্রচলন ছিল। সেই থেকে অনেক শব্দ আরবি ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে।[546]

---

[546] তথ্যসূত্র : *WIKIPEDIA The Free Encyclopedia,* https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9

القِبْطُ কিবতীদের নিয়ে ভাষাবিদদের বক্তব্য নিম্নরূপঃ

ইবনে মঞ্জুর বলেনঃ

"والقِبْطُ: جِيل بمصر، وقيل: هم أَهْلُ مصر وبُنْكُها، ورجل قِبْطِيٌّ".

“কিবত হলো মিশরী প্রজন্ম। আরো বলা হয় যে, তারা মিশরের বাসিন্দা। সেই থেকে কিবতী ব্যক্তি”।[547]

আল মু‘জামুল ওয়াসিত গ্রন্থকার বলেনঃ

"القِبْطُ: كلمةٌ يونانيَّة الأصل، بمعنى سُكَّان مصر، ويُقْصَد بهم اليوم المسيحِيُّون منَ المصريينَ، جمعها: أقباط".

“কিবত মূলত ইউনানী শব্দ। যার অর্থ, মিশরের বাসিন্দা। বর্তঅর্থ মিশরীয় খীষ্টানদের বুঝানো হয়। বহু বচনে – أقباط (আকবাত)”।[548]

[547] ইবনে মানজুর আল আফরিক্বী, *লিসানুল ‘আরব*, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ২০১১ খ্রী.) ১২ম খণ্ড, পৃ. ১১

[548] ইব্রাহীম আনিস ও অন্যান্য, *আল মু‘জামুল ওয়াসিত,* (কায়রো, মাকতাবাতুশ শুরুক আদ দাউলিয়া, ২০০৪ খ্রী.), পৃ. ৭১১

কুরআ'নে উল্লেখিত কিবতী ভাষার শব্দগুলো নিম্নে উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

بَطائِنُـــها، سَيِّـــدَهَا

০১. بَطائِنُـــها

যারকাশি ও শায়যালা'র মতে, بطائنها শব্দটি কিবতী ভাষা থেকে আগত। ঐ ভাষায় শব্দটির অর্থ, বাহির, বাহ্যিক দিক।[549] بطائن শব্দটি بطانة বহুবচন। আরবিতে بطائن শব্দের অর্থ, ما يُبطّن به الثوب، والسريرة، وصفيّ الرجل يكشف له عن أسراره[550] "আস্তরণ"। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴾

"সেখানে তারা (জান্নাতবাসীরা) এমন সব ফরাশের ওপর হেলান দিয়ে বসবে যার আবরণে হবে পুরু রেশমের এবং আর দুই বাগানের ফল হবে কাছাকাছি"।[551]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[552]

০২. سَيِّـــدَهَا

سيدها শব্দটি কিবতীদের ব্যবহৃত ভাষা থেকে নির্গত। তাদের ভাষায় এই শব্দটির অর্থ, স্বামী।[553] আরবিতেও অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

[549] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

[550] *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

[551] আল কুরআ'ন, ৫৫:৫৪

[552] আল কুরআ'ন, ৫৫:৫৪

[553] আবুল 'ঈয মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন বুনদার আল ওয়াসিতী, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২২

“আর তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পিছন থেকে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল, আর তারা দু’জন স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার কাছে পেল। স্ত্রীলোকটি বললঃ ‘যে তোমার পরিবারের সাথে মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ বা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কি হতে পারে?’”[554]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[555]

[554] আল কুরআ’ন, ১২: ২৫

[555] আল কুরআ’ন, ১২: ২৫

ZINJEE LANGUAGE / الزنجية

যাঞ্জী ভাষা

যাঞ্জী ভাষা হলো নিগ্রো বা কালো মানুষদের ব্যবহৃত ভাষা। এ ব্যপারে 'ইবনে মাঞ্জুর' বলেনঃ

زنج: الزِّنج والزَّنج، لغتان: جيل من السودان وهم الزّنوج، واحدهم زِنجيٌّ وزَنجيٌّ.

"زنج শব্দটি الزِّنج বা الزَّنج -এই দুই ভাবে পড়া যায়। এরা সুদান দেশের এক প্রজন্ম যাদেরকে الزّنوج (যুনুজ) বলা হয়। এক বচন زِنجيٌّ বা زَنجيٌّ"[556]

যঞ্জ (ZANJ, الزَّنج) কালো মানুষ (NEGRO)- দের বুঝায়। এই গুণটি মধ্যযুগীয় মুসলিম ভূগোলবিদগণ দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার অধিবাসীদের বিশেষ করে সোয়াহিলি উপকূলের (SWAHILI COAST) অধিবাসী এবং বান্টু (BANTU) জনগণের উপর প্রয়োগ করেন। এটি যানজীবার এবং যঞ্জ সাগরের মতো বহু নামে পরিণত হয়।

যাঞ্জী নামটি মধ্যযুগীয় আরব্য ভূগোলবিদগণ এমন মানুষদের উপর প্রয়োগ করেন যারা সমূদ্র তীরের কাছাকাছি বসবাস করে এবং যাদের গায়ের রং কালো, চেপটা নাকবিশিষ্ট ও চুলগুলো বেণী করা কুঁকড়ানো। মরোক্কো থেকে ইথিওপিয়া এবং মিশরের নীল নদের তীরবর্তী কিছু দেশে তাদের অবস্থান।

যঞ্জীরা আরব, পারস্য ও ভারতীয়দের সাথে ব্যবসা করতো কিন্তু এই বাণিজ্য শুধুমাত্র স্থানীয় ছিল। কারণ নেগ্রোসের মহাসাগর জুড়ে কোনও বাণিজ্যিক জাহাজ ছিল না। অন্যান্য সূত্র মতে, বান্টু (BANTU) জাতি বহু বাণিজ্যিক জাহাজের মালিক ছিল। যা দিয়ে তারা আরব উপদ্বীপ, পারস্য এবং ভারত ও চীনের মতো দূরের দেশগুলোতেও পৌঁছতে পারত।

শতাব্দী ধরে নিগ্রোদেরকে সমস্ত ভারতীয় মহাসাগরীয় দেশগুলোতে আরব ব্যবসায়ীদের ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে উমাইয়া খলিফারা এবং আব্বাসীয়রা ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে ব্যবহার করতো। ৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এই নিগ্রো ক্রীতদাসরা ইরাকে তাদের আরব্য প্রভুদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি বিপ্লব পরিচালনা করেছিল।

---

[556] ইবনে মাঞ্জুর আল আফরিক্বী, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬২

ঐতিহাসিকভাবে নিগ্রোদের বিদ্রোহটি ৮৬৯-৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের বসরা শহরের কাছে আব্বাসীয় আমলে ইসলামী খিলাফতের কেন্দ্রস্থল ছিল। সপ্তম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে তিনটি সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক বিপ্লব ঘটেছিল। যা আজোও যঞ্জীদের বা নিগ্রোদের বিপ্লব হিসাবে পরিচিত।[557]

[557] তথ্যসূত্র : *WIKIPEDIA The Free Encyclopedia,* *https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC#اقليم_الزنج*

কুরআ'নে উল্লেখিত যাঞ্জী ভাষার শব্দগুলো নিম্নে উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

حَصَـــب، حِطّـــة

০১. حَصَـــب

ইবনু আবি হাতিম 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, যাঞ্জীদের ভাষায় ব্যবহৃত حصب শব্দটির অর্থ, জ্বালানীকাঠ।[558] আরবিতে حصب অর্থ, صغار الحجار، كلّ ما يلقى في النار من وقود[559] "ইন্দন, জ্বালানী"।[560] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾

"নিশ্চয়ই তোমরা এবং আল্লাহ'র পরিবর্তে তোমরা যাদের 'ইবাদত কর সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে"।[561]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[562]

০২. حِطّـــة

যাঞ্জীদের (কালো মানুষ) ভাষায় ব্যবহৃত حطّة শব্দটির অর্থ, সত্য, সঠিক কথা বলো।[563] আরবিতে حطّة অর্থ, طلب المغفرة من الذنب[564] "পাপ করা থেকে ক্ষমা চাওয়া"। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾

---

558 'আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ'ন, ২১:৯৮

559 *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

560 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

561 আল কুরআ'ন, ২১:৯৮

562 আল কুরআ'ন, ২১:৯৮

563 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

564 *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

“আর স্মরণ কর, যখন আমরা বললামঃ এই জনপদে প্রবেশ করে তা হতে যা ইচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্যে আহার কর এবং দরজা দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর। আর বলঃ ‘ক্ষমা চাই’। আমরা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব। অচিরেই আমরা মুহসীনদেরকে বাড়িয়ে দিব”।[565]

শব্দটি কুরআ’নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[566]

[565] আল কুরআ’ন, ০২:৫৮

[566] আল কুরআ’ন, ০২:৫৮; ০৭: ১৬১

TURKISH LANGUAGE / التركيا

তুর্কী ভাষা

‘তুর্কী’ শব্দটি তুর্কী ভাষায় (TÜRKÇE) এবং আরবিতে (التركية) লিখা হয় । বিশ্বের প্রায় সাত (০৭) কোটি মানুষ এ ভষায় কথা বলে থাকে। মূলত তুরস্কে এ ভাষা কথিত হলেও সাইপ্রাস, গ্রিক ও পূর্ব ইউরোপের বহু দেশে তুর্কীভাষী সম্প্রদায় আছে। এছাড়াও পশ্চিম ইউরোপ, বিশেষত জার্মানিতে একাধিক মিলিয়ন অভিবাসীর ভাষা তুর্কী। ‘উসমানীয় তুর্কী’ ছিল বর্তমান আধুনিক তুর্কী ভাষার পূর্বসুরি ১৯২৮ সালে কামাল আতাতুর্কের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজের একটি হিসেবে উসমানীয় তুর্কী লিপিকে একটি ধ্বনিমূলক ‘লাতিন বর্ণমালা’ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়। একই সাথে নবগঠিত তুর্কী ভাষা সংগঠন (TURKISH LANGUAGE ASSOCIATION) একটি প্রকল্প শুরু করে ভাষাটি থেকে আরবি ও ফারসি শব্দের পরিবর্তে স্থানীয় তুর্কী উৎসের প্রতিশব্দ ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয়। বর্তমানে উসমানীয় তুর্কী ভাষাটি বিলুপ্ত।

তুর্কী ভাষাসমূহের প্রথম লিখিত নমুনার সময়কাল ৭৩২ থেকে ৭৩৫ খ্রিস্টাব্দ। আনুমানিক ৬ষ্ঠ–১১শ শতক সময়ে তুর্কীদের সম্প্রসারণের সাথে সাথে তুর্কী ভাষাভাষী জনগণ মধ্য এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সাইবেরিয়া থেকে ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগর তীর পর্যন্ত এক বিশাল এলাকায় বসতি স্থাপন করে। উসমানীয়দের পূর্বসূরী ‘কারা খানিদ খানাত’ ও ‘সেলজুক’ তুর্কীরা আনুমানিক ৯৫০ খ্রী. ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ঐ সময় রাজ্যগুলোর প্রাশাসনিক ভাষায় বিপুল পরিমাণ আরবি ও ফার্সী ভাষার ঋণ নেয়া হয়। উসমানীয় আমলে তুর্কী সাহিত্য, বিশেষত উসমানীয় কবিতার ছন্দে ও শব্দচয়নের উপর ফার্সী ভাষার ব্যপক প্রভাব ছিল। উসমানীয় সাম্রাজ্যের ছয় শতকব্যাপী রাজত্বের সময় (আনুমানিক ১২৯৯–১৯২২) সাম্রাজ্যটির সাহিত্য ও সরকারী ভাষা ছিল তুর্কী, ফার্সী ও আরব ভাষার মিশ্রণ। এগুলি তখনকার প্রচলিত কথ্য তুর্কী ভাষা থেকে বেশ আলাদা ছিল এগুলির সমষ্টিগত নাম দেয়া হয়েছে ‘উসমানীয় তুর্কী ভাষা’।

১৯৪০ খ্রী.-এর দশকের আগে জন্ম নেয়া ব্যক্তিরা এখনও তাদের কথায় আরবি বা ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেন।

আরব দেশগুলোর পাশাপাশি তুর্কী ভাষাভাষী দেশটির (তুর্কিস্থান) অবস্থান হওয়ায় ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতির প্রায় অনেক কিছুই দুই জাতির মধ্যে প্রবেশ করে। এমনকি আরবি ও তুর্কী ভাষার মাঝে কিছু শব্দও রদবদল হয়।

ইসলামের প্রথম দিকের খলীফাদের সময় থেকেই আরব দেশগুলোর সাথে তুর্কীদের সম্পর্ক গড়ে উঠে। বিশেষ করে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ঊমর বিন আল খাত্তাব ﵁ -এর শাসনামল থেকে। ইরান বিজয়ের পর মুসলিম সৈন্যরা তুর্কী অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করলে কালের বিবর্তনে দুই ভাষার মাঝে অনেক শব্দের রদবদল হয়।

উমাইয়া খলীফা 'আব্দুল্লাহ বিন মারওয়ান ﵁ -এর শাসনামলে কুরআনে বর্ণিত আরবি ভাষা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ভাষা হয়। তখন আরব্য মুসলিম 'আলেমগণ অনারবিদেরকে আরবি ভাষা শিখার প্রতি উৎসাহিত করেন যাতে করে কুরআন-হাদীস তথা ইসলামকে বুঝতে সহজ হয়। তাই তখনকার সময়ে অন্যান্যদের মতো তুর্কীরাও এতে অনেক আগ্রহ প্রকাশ করে। এমনকি তারা আরবি তে কথা বলতে ও বই লিখতে শুরু করে। এতে করেও দুই ভাষার মাঝে অনেক শব্দের রদবদল হয়।[567]

[567] তথ্যসূত্র : *WIKIPEDIA The Free Encyclopedia,* *https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE*

কুরআ'নে উল্লেখিত তুর্কী ভাষার শব্দটি নিম্নে উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

০১. غَسَّـــاق

ইমাম জাওয়ালিক্বী ও ওয়াসিতী'র মতে, তুর্কী ভাষায় غساق শব্দটির অর্থ, ঠান্ডা দুর্গন্ধময়।[568] আরবিতেও غساق শব্দটি দ্বারা 'ঠাণ্ডা দুর্গন্ধযুক্ত পানি'-কেই বুঝানো হয়। এটি জাহান্নামের একটি কুপের নাম। যেখানে জাহান্নামীদের রক্ত ও পুঁজ জমা হবে এবং সেখান থেকে তাদেরকে খাওয়ানো হবে।[569] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴾

"এটাই। কাজেই তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ"।[570]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[571]

---

568 আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী , প্রাগুক্ত, খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ১১৭; আবুল 'ঈয মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন বুনদার আল ওয়াসিতী, 'আব্দুর রহমান বিন খালদুন, প্রাগুক্ত, খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ১২২

569 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

570 আল কুরআ'ন, ৩৮: ৫৭

571 আল কুরআ'ন, ৩৮: ৫৭

NON ARABIC / أعجمية

অনারবি শব্দ

বিজ্ঞ ‘আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে অনারবি কিছু শব্দ কুরআ’নে কারীমে পাওয়া যায়। কিন্তু এ শব্দগুলো কুরআ’নে বর্ণিত অন্যান্য আরবি শব্দ সমূহের সাথে সাংঘর্ষিক না। কেননা অনারবি শব্দগুলো সব ভাষাতে একইভাবে উচ্চারণ করা হয় এবং আক্ষরিক পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য নাই। অন্যান্য ভাষার সাথে সংগতি রেখেই ঐ অনারবি শব্দগুলো লিখা হয় ও উচ্চারণ করা হয়।

যদি কোন ব্যাক্তি শুদ্ধভাবে আরবিতে কথা বলতে না পারে তাহলে তাকে অনারবি বলা হয়। তেমনিভাবে কোন শিশু কথা বলার আগ পর্যন্ত তাকে অনারবি বলা হয়। পক্ষান্তরে যারা আরব দেশে জন্মায়নি তাদেরকেও অনারবি বলা হয়। সে হিসেবে যে শব্দগুলো আরবি না কিন্তু আরবিতে লিখা হয় সে শব্দগুলোও অনারবি।

কুরআ’নে কারীমে أعجمي (অনারবি, বিদেশী শব্দ ও ভাষা) শব্দটি মক্কায় অবতীর্ণ তিনটি সূরাতে ০৪ (চার) বার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾

“আমরা জানি, তারা (তোমার সম্পর্কে) বলেঃ ‘নিশ্চয়ই একজন মানুষ তাকে শিক্ষা দেয়’।[572] তারা যার প্রতি একথা আরোপ করে সে তো একজন অনারব, অথচ এ কুরআ’ন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়”।[573]

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾

“আমরা যদি এ (কুরআ’ন) নাযিল করতাম কোনো অনারবের উপর, আর সে যদি এটি তাদের কাছে পাঠ করতো, তবে তারা এর প্রতি ঈমান আনতো না”।[574]

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾

[572] কোন একজন অনারব ব্যক্তি বা বিদেশী ক্রীতদাসের প্রতি ইঙ্গিত করে তারা একথা বলতো।

[573] আল কুরআ’ন, ১৬: ১০৩

[574] আল কুরআ’ন, ২৬: ১৯৮-১৯৯

“আমরা যদি এটিকে (কুরআ’ন) অনারবি ভাষায় করতাম, তারা অবশ্যই বলতোঃ ‘এর আয়াতগুলো (আমাদের ভাষায়) কেন ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়নি। এটা কেমন ব্যপার, কিতাব হলো অনারবি আর রাসূল হলো আরব?’ (হে নবী ! বলুনঃ ‘এ কুরআ’ন মুমিনদের জন্য জীবন পদ্ধতির দিশারি এবং নিরাময়। আর যারা ঈমান আনে না, তাদের কানে তুলা এবং এ কুরআ’ন তাদের জন্যে একটা অন্ধত্ব। এরা এমন, যেনো তাদের ডাকা হচ্ছে বহুদূর থেকে”।[575]

আরবি ভাষা অত্যন্ত মর্যাদাবান, সম্মানিত ও অধিকতর শুদ্ধ ভাষা। সেজন্যই আল্লাহ তা‘য়ালা সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল কুরআ’ন আরবি ভাষাতেই অবতীর্ণ করেছেন এবং অলৌকিক সম্পন্ন করেছেন। সেই সাথে সব ধরণের পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

“নিশ্চয়ই আমরা আয্ যিকর (আল কুরআ’ন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই সেটির সংরক্ষণকারী”।[576]

উক্ত আয়াতে কারীমার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন আমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, আল্লাহ কুরআ’ন নাযিল করেছেন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়, যে রাসূলের উপর নাযিল করেছেন সে রাসূল ﷺ -এর ভাষাও আরবি। অর্থাৎ, আল কুরআ’নের প্রত্যেকটা শব্দ, বাক্য, ভাষ্য ইত্যাদি সবই আরবি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আল কুরআ’ন যদিও সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে, তবুও এর প্রত্যেকটি শব্দ কি আরবি নাকি হাবশী, হিব্রু, নবতাঈ ইত্যাকার অন্যান্য ভাষার শব্দও তাতে বিদ্যমান? এ নিয়ে ইমাম ও ভাষাবিদদের মাঝে মতপার্থক্য আছে। নিম্নে কিছু মতপার্থক্য উল্লেখ করা হলোঃ

ইমাম সুয়ূতী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

"وقد شدد الشافعي النكير على القائل بذلك (بوجود المعرب في القرآن)"

“ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) কুরআ’নের মাধ্যে অনারবি করা হয়েছে এমন কিছু পাওয়ার ব্যপারে অকাট্যভাবে অস্বীকার করেছেন”।[577]

---

[575] আল কুরআ’ন, ৪১: ৪৪

[576] আল কুরআ’ন, ৪১: ৪৪

[577] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

ইমাম ইবনে ফারেস (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

" لو كان فيه من لغة غير العرب شيء، لتوهم متوهم: ان العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها."

“যদি অনারবি কোন কিছু কুরআ’নে থাকতো তাহলে অপবাদকারীরা অপবাদ দিয়ে বলতো যে, নিশ্চয়ই আরবরা অনারবি ভাষার মতো ভাষা প্রণয়নে ব্যর্থ। কেননা কুরআ’নে এমন কিছু ভাষা উল্লেখ করা হয়েছে যা তারা জানতই না”।[578]

ইমাম মুহাম্মাদ বিন জারীর আত তাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

" ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ القرآن أنه بالفارسية أو بالحبشية أو بالنبطية أو نحو ذلك، إنما اتفق فيها توارد اللغات. فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد".

“‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্বাস ﷺ কুরআনে উল্লেখিত যে শব্দগুলো ফারসি, হাবশী, নবতাঈ ইত্যাদি ভাষা থেকে আগত সে শব্দগুলো দ্বারা আরব, পারস্য, হাবশী ও অন্যান্যরাও কথা বলতো”।[579]

আবুল মা‘আলী ঊযাইযী বিন ‘আব্দুল মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

" إنما وجدت هذه الألفاظ في لغة العرب، لأنها أوسع اللغات وأكثرها ألفاظا ويجوز أن يكونوا سبقوا الى هذه الألفاظ ".

“অনারবি শব্দগুলো আরবি ভাষায় পাওয়া যায়, কেননা আরবি ভাষা অধিক শব্দ সম্বলিত অধিক প্রসস্থ ভাষা”।[580]

পক্ষান্তরে ইমাম সুয়ূতী (রাহিমাহুল্লাহ) মহাগ্রন্থ আল কুরআ’নে অনারবি শব্দের অর্থের ব্যপারে ইমাম ইবনে জারীর (রাহিমাহুল্লাহ)-এর বরাত দিয়ে বিশিষ্ট তাবে‘য়ী আবু মাইসারাহ ﷺ থেকে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেনঃ

"في القرآن من كل لسان"

“আল কুরআ’নে সব ভাষাই বিদ্যমান”। (অনুরূপ হাদিসটি সা‘ঈদ বিন জুবায়ের ও ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ﷺ বর্ণনা করেন) তাছাড়া নবী কারীম ﷺ গোটা বিশ্বের প্রত্যেক জাতির প্রতি

---

578 সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, *আল ‘আলামুল ‘আজামিয়্যাহ ফীল কুরআনিল কারীম,* (দামেশক, দারুল কালাম, ২০০২ খ্রী.), পৃ. ৩১

579 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

580 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং আল কুরআ'নে অন্যান্য ভাষা বিদ্যমান থাকাও স্বাভাবিক। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾

"আমরা একজন রাসূলও তাঁর জাতির ভাষা ছাড়া প্রেরণ করিনি"।[581]

[581] আল কুরআ'ন, ১৪: ০৪

কুরআ'নে উল্লেখিত অনারবি ভাষার শব্দগুলো নিম্নে উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

آدم، إلْيَاس، إلْيَسَع، داوُد، زَكَرِيّا، سُلَيْمان، عِمْران، عيسى، موسى، هارون، يَعْقُوْب، يوسف، يونس، نُوْح، لُوْط، لُقْمان، مَرْيَم، طالوت، قارون، جِبْرِيْل، ميكال، هامان، يَغُوْث ويَعُوْق، يَأْجُوْج ومَأْجُوْج، هاروت وماروت، بابِل، جالُوْت، فِرْعَون، قَرَاطِيْس، مُزْجَاة، سَلْسَبِيْلا، سِجِّيْن، سَقَر، مَجُوْس، إسْتَبْرَق، الرُّوْم، مَرْجَان، وَرْدَة، هُوْد، إسْرَائِيْل، إبْلِيْس، إنْجِيْل، آزَر، الرسّ

০১. آدم

ড. সালাহ আল খালেদী'র মতে, آدم (আদম) عليه السلام শব্দটি অনারবি। মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানব জাতির পিতা এবং প্রথম নবীকে এই নামে নামকরণ করেন। 'আল্লামা রাগিব আল ইসফাহানী آدم শব্দের ব্যাপারে বলেন যে, آدم কে أبو البشر নামে নামকরণ করার কারণ হলো, যেহেতু তাঁর শরীর ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথবা তাঁর রং তামাটে বর্ণের হবার কারণে। অথবা তাঁর গঠন বিভিন্ন শক্তিশালী উপাদানের। আরও বলা হয় যে, آدم কে أبو البشر নামে নামকরণ করা হয়েছে এই কারণে যে, তাঁর মধ্যে রুহ ফুঁ দেয়ার মাধ্যমে উত্তমরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।[582] আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾

"আমি যখন তাকে সুগঠিত করবো এবং আমার পক্ষ থেকে তাতে রূহ সঞ্চার করে দেবো, তখন তোমরা তার প্রতি সেজদায় নুয়ে পড়বে"।[583]

সৃষ্টি করার পর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আদম عليه السلام -কে 'আক্বল, বুঝ, চিন্তাশক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

[582] আল রাগেব আল ইসফাহানী, *আল মুফরাদাত ফি গারীবিল কুরআ'ন,* (কায়রো, দ্বার ইবনে জাওযী, ২০১২ খ্রী.), পৃ. ১৬

[583] আল কুরআ'ন, ১৫: ২৯

“আমরা বনি আদমকে মর্যাদা দিয়েছি এবং স্থলে-সমুদ্রে চলাচলের জন্য তাদের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম জীবিকা দিয়েছি এবং তাদেরকে আমাদের অনেক সৃষ্টির উপর দিয়েছি শ্রেষ্ঠত্ব”।[584]

আরও বলা হয় যে, آدم শব্দটি أديم، الأدْمَة، الأدْم، والإدام এই শব্দগুলো থেকে নির্গত। কিন্তু ভাষাবিদগণের মতে, آدم শব্দটি উক্ত শব্দগুলো থেকে বা অন্য কোন শব্দ থেকে নির্গত নয়। শব্দটি অনারবি। এমনকি آدم এবং الأدْم শব্দ দ্বয়ের মাঝে মূলের দিক দিয়ে মিল থাকলেও অর্থের দিক দিয়ে কোন মিল নেই এবং الأدْم শব্দ থেকেও آدم শব্দটি নির্গত নয়। তাঁদের মতের স্ব পক্ষে ০২ (দু)টি দলীল পেশ করেন। দলীল দু’টি যথাক্রমেঃ

০১) মানব জাতির প্রথম সৃষ্টি آدم এবং আরবি ভাষা আদম ﷺ -এর হাজার হাজার বছর পর প্রকাশিত হয়। কারণ আরব উপত্তকায় ইসমা‘ঈল ﷺ -এর পর সর্বপ্রথম আরবিতে কথা বলেন “ইয়া‘রুব বিন ক্বাহতান”। সুতরাং আরবি প্রচলনের পূর্বে ব্যাক্তির নাম আরবিতে কীভাবে হয়!

০২) آدم নামটি যদি الأدْم শব্দ থেকে নির্গত হতো তাহলে কুরআ’নে উল্লেখিত অন্যান্য নাম যেমনঃ هودٍ، صالحٍ، شعيبٍ -এর মতো (ٍ) তানবীনসহ উল্লেখ হতো। অথচ آدم নামটি কুরআ’নে ممنوع من الصرف তথা অনারবি শব্দ হিসেবে উল্লেখ হয়।[585]

آدم শব্দটি কুরআ’নে ২৫ (পঁচিশ) বার উল্লেখ হয়।[586]

০২. إلْيــاس

إلْياس (ইলয়াস) শব্দটি ممنوع من الصرف এবং অনারবি। আরবি কোন শব্দ থেকে নির্গতও নয়।[587] إلْياس (ইলয়াস) ﷺ একজন নবীর নাম। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾

[584] আল কুরআ’ন, ১৭: ৭০

[585] ড. সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, *আল আ‘লামুল আ‘জামিয়্যাহ ফিল কুরআ’ন,* (দামেশক্ব, দ্বারুল ক্বালাম, ২০১২ খ্রী.), পৃ. ৫১-৫২

[586] আল কুরআ’ন, ০২: ৩১,৩৩,৩৪,৩৫,৩৭; ০৩: ৩৩,৫৯; ০৫: ২৭; ০৭: ১১,১৯,২৬,২৭,৩১,৩৫,১৭২; ১৭: ৬১,৭০; ১৮: ৫০; ১৯: ৫৮; ২০: ১১৫,১১৬,১১৭,১২০,১২১; ৩৬: ৬০

[587] ড. সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

“আর যাকারিয়, ইয়াহিয়া, ‘ঈসা ও ইলিয়াস -এরা প্রত্যেকেই ছিল ন্যায় পরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত”।[588]

শব্দটি কুরআ’নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[589]

০৩. إِلْيَسَــع

إِلْيَسَع (ইলয়াসা‘আ) শব্দটি অনারবি এবং عُجمَة ও عالَم এই দু’টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف শব্দটি আরবি কোন শব্দ থেকেও নির্গত নয়।[590] إِلْيَسَع (ইলয়াসা‘আ) ﷺ বনী ইসরাইলের নিকট প্রেরিত একজন নবীর নাম। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ﴾

“আর স্মরণ করো ইসমাঈল, আল ইয়াসা এবং যুলকিফলের কথা। তারা সবাই ছিল উত্তম (বান্দা)”।[591]

মহাগ্রন্থ আল কুরআ’ন তাঁর নাম উল্লেখ ছাড়া অন্য কিছু যেমনঃ স্থান, কাল, স্বীয় জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা ইত্যাদি কিছুই উল্লেখ করেনি। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তাঁর ব্যাপারে কোন হাদীসও পাওয়া যায় না।

শব্দটি কুরআ’নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[592]

০৪. داوُد

دَاوُد (দাউদ) অনারবি শব্দ। عُجمَة ও عالَم এই দু’টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف কিন্তু কারও কারও মতে, دَاوُد শব্দটি আরবি ভাষার অন্তর্গত। যা دَوَدَ শব্দ থেকে নির্গত।

‘আল্লামা ফিরোজাবাদী বলেনঃ دَاوُد (দাউদ) অনারবি শব্দ এবং ممنوع من الصرف আরও বলা হয় যে, دَاوُد শব্দের অর্থ, কম বয়স। দাউদ ﷺ ছিলেন নবীদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সের অধিকারী। আরও বলা হয় যে, دَاوُد শব্দের অর্থ, “ভালবাসার সহিত আঘাতের

---

588 আল কুরআ’ন, ০৬: ৮৫

589 আল কুরআ’ন, ০৬: ৮৫; ৩৭: ১২৩

590 ড. সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

591 আল কুরআ’ন, ৩৮: ৪৮

592 আল কুরআ’ন, ০৬:৮৬; ৩৮:৪৮

চিকিৎসা করা”। আরও বলা হয় যে, যেহেতু দাউদ ﷺ অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত গুনাহসমূহ প্রতিকার করতেন তাই তাঁকে দাউদ নামে নামকরণ করা হয়। আরও বলা হয় যে, দাউদ ﷺ অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত গুনাহসমূহ প্রতিকার করতেন এবং তাঁর রবের কাছে বেশি বেশি চাইতেন!593

داوُد শব্দটি দু’টি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। داوَ (চিকিৎসা) এবং ود (ভালবাসা)। সুতরাং داوود শব্দের অর্থ, “ভালবাসার সহিত চিকিৎসা করা”। কিন্তু এই ধরণের শব্দ গঠন আরবিতে বিরল। তাই এই মতটি প্রত্যাখ্যাত।594 داوُد (দাউদ) শব্দটির ব্যাপারে আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾

“আর মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যারা আছে তোমার প্রভূ তাদের ভালভাবে জানেন। আমরা কিছু নবীকে কিছু নবীর উপর মর্যাদা দিয়েছি এবং দাউদকে দিয়েছি যবুর”।595

শব্দটি কুরআ’নে ১৬ (ষোল) বার উল্লেখ আছে।596

০৫. زَكَرِيّـا

زَكَرِيّا (যাকারিয়া) অনারবি শব্দ। عُجمَة ও عالَم এই দু’টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف

زَكَرِيّا (যাকারিয়া) শব্দটি দুইভাবে পড়া যায়। (১) زَكَرِيّا এবং (২) زَكَرِيّاء 597

বনী ইসরাইলের একজন সম্মানিত নবীর নাম زَكَرِيّا (যাকারিয়া)। তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

---

593 মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইয়া‘কুব আল ফিরুযাবাদী, *বাসাউইর যাউইত তামইয ফী লাতাইফিল কিতাবিল ‘আযীয*, (কায়রো, ওয়াযারাতুল আউক্বাফ, ১৯৯৬ খ্রী.), খ. ০৬, পৃ. ৮৩

594 ড. সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

595 আল কুরআ’ন, ১৭: ৫৫

596 আল কুরআ’ন, ০২: ২৫১; ০৪: ১৬৩; ০৫: ৭৮; ০৬: ১৮৪; ১৭: ৫৫; ২১: ৭৮,৭৯; ২৭: ১৫,১৬; ৩৪: ১০, ১৩; ৩৮: ১৭,২২,২৪,২৬,৩০

597 ড. সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾

“ওখানেই যাকারিয়া তার প্রভূর কাছে দোয়া করলো। সে বললোঃ ‘হে আমার প্রভূ ! তোমার পক্ষ থেকে তুমি আমাকে একটি উত্তম বংশধর দাও। নিশ্চয়ই তুমি দোয়া শ্রবণকারী”।[598]

শব্দটি কুরআ’নে ০৭ (সাত) বার উল্লেখ আছে।[599]

০৬. سُلَيْمـــان

سُلَيْمان (সুলাইমান) অনারবি শব্দ। عُجمَة ও عالَم এই দু’টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف

জাওয়ালিক্বী তাঁর مُعرَب গ্রন্থে বলেনঃ سُلَيْمان (সুলাইমান) হিব্রু ভাষার শব্দ। সুলাইমান ﷺ বনী ইসরাইলের একজন সম্মানিত নবীর নাম। ইসলামের প্রচার, প্রসার ও কুরআ’ন নাযিলের পর থেকে লোকজন বরকতময় হিসেবে এই নামে নামকরণ করত।

ফিরুজাবাদীর বর্ণনা থেকে سُلَيْمان শব্দটির ব্যপারে দু’টি মত পাওয়া যায়। (১) শব্দটি অনারবি এবং (২) শব্দটি আরবি। যা السلامة শব্দ থেকে নির্গত। তবে শব্দটি অনারবি হওয়াটাই প্রণিধানযোগ্য।[600]

سُلَيْمان (সুলাইমান) ﷺ আল্লাহ’র একজন প্রসিদ্ধ নবীর নাম। আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾

“এটি প্রেরিত হয়েছে সুলাইমানের পক্ষ থেকে এবং সেটির বক্তব্য হলোঃ ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম”।[601]

শব্দটি কুরআ’নে ১৭ (সতের) বার উল্লেখ আছে।[602]

---

598 আল কুরআ’ন, ০৩: ৩৮

599 আল কুরআ’ন, ০৩: ৩৭,৩৭,৩৮; ০৬: ৮৫; ১৯: ০২,০৭; ২১: ৮৯

600 মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইয়া‘ক্বুব আল ফিরুযাবাদী, প্রাগুক্ত, খ. ০৬, পৃ. ৮৬

601 আল কুরআ’ন, ২৭: ৩০

602 আল কুরআ’ন, ০২: ১০২,১০২; ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৪; ২১: ৭৮,৭৯,৮১; ২৭: ১৫,১৬,১৭,১৮,৩০,৩৬,৪৪; ৩৪: ১২; ৩৮: ৩০,৩৪

০৭. عِمْـــران

عِمْران (‘ইমরান) অনারবি শব্দ। عالَم ও عُجمَة এই দু’টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف অনেকে عِمْران (‘ইমরান) শব্দটি আরবি عَمر শব্দ থেকে নির্গতও বলেছেন এবং এতে (ا) الألف ও (ن) النون অতিরিক্ত। সুতরাং عالَم ও النون والألف زيادة এই দু’টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف এই মতটি প্রত্যাখ্যাত। কারণ মরিয়ম ﵂ -এর কাহিনীতে উল্লেখিত عِمْران (‘ইমরান) তাঁর পিতা। উভয়েই আরবি ছিলেন না।[603] عِمْران (‘ইমরান) শব্দটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্ববাসীর মধ্যে বাছাই করেছেন আদম, নূহ, ইবরাহীমের এবং ‘ইমরানের বংশধরকে”।[604]

উক্ত আয়াতে ‘ইমরান বলতে মার্ইয়াম ﵇ -এর পিতাকে বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মূসা ﵇ -এর পিতার নামও ‘ইমরান ছিল।[605]

শব্দটি কুরআ’নে ০৩ (তিন) বার উল্লেখ আছে।[606]

০৮. عـــيسى

عيسى (‘ঈসা) অনারবি শব্দ। عالَم ও عُجمَة এবং اسم مقصور بالألف এসব কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف[607] আবার কারও মতে, عيسى (‘ঈসা) শব্দটি عيس শব্দ থেকে নির্গত আরবি শব্দ। আরও বলা হয় যে, عيسى (‘ঈসা) শব্দটি العَيْس শব্দ থেকে নির্গত আরবি শব্দ। অর্থ, সাদা। বহুবচন عِيس আরও বলা হয় যে, عيسى (‘ঈসা) শব্দটি العَوْس শব্দ থেকে নির্গত আরবি শব্দ। অর্থ, পরিচালনা করা, শাসন করা। মূল শব্দ হলো, عِوسا উক্ত শব্দে و -এর পূর্বে كسرة থাকার কারণে و কে ي দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। عيسى (‘ঈসা) একজন প্রসিদ্ধ নবীর নাম। عيسى (‘ঈসা) ﵇ -কে عيسى (‘ঈসা) নামকরণ করার কারণ হলো,

---

603 ড. সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

604 আল কুরআ’ন, ০৩: ৩৩

605 *কুরআ’নুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর),* বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, মদীনা মোনাওয়ারা, সৌদি আরব, ১৪৩৬ হি., খ. ০১, পৃ. ২৮২

606 আল কুরআ’ন, ০৩: ৩৩,৩৫; ৬৬: ১২

607 ড. সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

তিনি নিজেকে আনুগত্যের মাধ্যমে, অন্তরকে ভালবাসার মাধ্যমে, স্বীয় জাতিকে আল্লাহ'র দিকে আহবানের মাধ্যমে পরিচালনা করতেন।[608] عيسى ('ঈসা) শব্দটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ'র কাছে 'ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ। আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর তিনি বলেনঃ 'হও' ফলে সে হয়ে গেল"।[609]

শব্দটি কুরআ'নে ২৫ (পঁচিশ) বার উল্লেখ আছে।[610]

০৯. مـــوسى

موسى (মূসা) অনারবি শব্দ। عُجمَة ও عالَم এই দু'টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف কারও কারও মতে, موسى (মূসা) শব্দটি مو ও سا শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত।[611]

ফিরুজাবাদী বলেনঃ موسى (মূসা) শব্দটিকে আরবি করা হয়েছে। তার মূল শব্দ হলো موشا হিব্রু ভাষায় مو শব্দের অর্থ, পানি এবং شا শব্দের অর্থ, গাছ। যেহেতু عليه السلام موسى -কে ফের'আউনের প্রাসাদের পার্শ্বে থাকা পানি এবং গাছের মাঝে পাওয়া গিয়েছিল সেহেতু عليه السلام موسى -কে موسى (মূসা) নামে নামকরণ করা হয়েছে।[612]

عليه السلام موسى বনী ইসরাঈল গোত্রে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি হলেন একমাত্র নবী ও রাসূল যাঁর নাম আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কুরআনে সবচেয়ে বেশী উল্লেখ করেছেন। موسى (মূসা) শব্দটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

608 মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইয়া'কুব আল ফিরুযাবাদী, প্রাগুক্ত, খ. ০৬, পৃ. ১১১

609 আল কুরআ'ন, ০৩: ৫৯

610 আল কুরআ'ন, ০২: ৮৭,১৩৬,২৫৩; ০৩: ৪৫,৫২,৫৫,৫৯,৮৪; ০৪: ১৫৭,১৬৩,১৭১; ০৫: ৪৬,৭৮,১১০, ১১২,১১৪,১১৬; ০৬: ৮৫; ১৯: ৩৪; ৩৩: ০৭; ৪২: ১৩; ৪৩: ৬৩; ৫৭: ২৭; ৬১: ০৬,১৪

611 ড. সালাহ 'আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

612 মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইয়া'কুব আল ফিরুযাবাদী, প্রাগুক্ত, খ. ০৬, পৃ. ৬১

“এবং মূসা বলেছিলঃ হে ফের‘আউন ! আমি মহাজগতের প্রভূর পক্ষ থেকে একজন রাসূল”।[613]

শব্দটি কুরআ’নে ১৩৬ (একশত ছত্রিশ) বার উল্লেখ আছে।[614]

১০. هـــارون

هارون (হারুন) অনারবি শব্দ। عُجمَة ও عالَم এই দু’টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف

ফিরুযাবাদীর বর্ণনা মতে, هارون (হারুন) শব্দটি الأرْن শব্দ থেকে নির্গত। অর্থ, তৎপরতা। তিনি আরও বলেনঃ هارون শব্দটি অনারবি এবং আরও বলা হয়, শব্দটি أرُوْن শব্দ থেকে আরবি করা হয়েছে। অর্থ, তৎপরতা। আনুগত্যে তৎপর ছিলেন বিধায় এই নামে নামকরণ করা হয়। অতঃপর বলা হয় هارون কিন্তু একথা সঠিক যে, الأرْن এবং هارون শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোন সম্পৃক্ততা নেই। অধিকাংশের মতে, هارون (হারুন) শব্দটি অনারবি। هارون (হারুন) ﷺ ছিলেন একজন সম্মানিত নবী। মূসা ﷺ -এর ভাই।[615] هارون (হারুন) শব্দটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا﴾

“এবং আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার ভাই হারুনকে তার সাথে বানিয়ে দিয়েছিলাম উযির (মন্ত্রী)”।[616]

শব্দটি কুরআ’নে ২০ (বিশ) বার উল্লেখ আছে।[617]

---

[613] আল কুরআ’ন, ০৭: ১০৪

[614] আল কুরআ’ন, ০২: ৫১,৫৩,৫৪,৫৫,৬০,৬১,৬৭,৮৭,৯২,১০৮,১৩৬,২৪৬,২৪৮; ০৩: ৮৪; ০৪: ১৫৩, ১৫৩, ১৬৪; ০৫: ২০,২২,২৪; ০৬: ৮৪,৯১,১৫৪; ০৭: ১০৩,১০৪,১১৫,১১৭,১২২,১২৭, ১২৮, ১৩১, ১৩৪,১৩৮,১৪২, ১৪২,১৪৩,১৪৩,১৪৪,১৪৮,১৫০,১৫৪,১৫৫,১৫৯,১৬০; ১০: ৭৫,৭৭,৮০, ৮১,৮৩, ৮৪,৮৭,৮৮; ১১: ১৭,৯৬, ১১০; ১৪: ০৫,০৬,০৮; ১৭: ০২,১০১,১০১; ১৮: ৬০,৬৬; ১৯: ৫১; ২০: ০৯, ১১,১৭,১৯,৩৬,৪০,৪৯,৫৭,৬১, ৬৫,৬৭,৭০,৭৭,৮৩,৮৬,৮৮,৯১; ২১: ৪৮; ২২: ৪৪; ২৩: ৪৫,৪৯; ২৫: ৩৫; ২৬: ১০,৪৩,৪৫,৪৮,৫২,৬১,৬৩, ৬৫; ২৭: ০৭,০৯,১০; ২৮: ০৩,০৭,১০,১৫, ১৮, ১৯,২০, ২৯, ৩০,৩১,৩৬,৩৭,৩৮,৪৩,৪৪,৪৮,৪৮,৭৬; ২৯: ৩৯; ৩২: ২৩; ৩৩: ০৭,৬৯; ৩৭: ১১৪,১২০; ৪০: ২৩, ২৬,২৭,৩৭,৫৩; ৪১: ৪৫; ৪২: ১৩; ৪৩: ৪৬; ৪৬: ১২, ৩০; ৫১: ৩৮; ৫৩: ৩৬; ৬১: ০৫, ৭৯: ১৫; ৮৭: ১৯

[615] ড. সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

[616] আল কুরআ’ন, ২৫: ৩৫

[617] আল কুরআ’ন, ০২: ২৪৮; ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৪; ০৭: ১২২,১৪২; ১০: ৭৫; ১৯: ২৮,৫৩; ২০: ৩০,৭০,৯০, ৯২; ২১: ৪৮; ২৩: ৪৫; ২৫: ৩৫; ২৬: ১৩,৪৮; ২৮: ৩৪; ৩৭: ১১৪,১২০

১১. يَعْقُــوْب

يَعْقُوْب (ইয়া‘কুব) অনারবি শব্দ। عالَم ও عُجمَة এই দু’টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف কারও কারও মতে, يَعْقوْب (ইয়া‘কুব) শব্দটি আরবি يَفْعول ওজনে العَقِب শব্দ থেকে নির্গত। যদিও আরবি العَقِب শব্দের সাথে অনারবি শব্দ يَعْقوْب -এর কোন মিল নেই। العَقِب শব্দের অর্থ, পরে, পরক্ষণে। যেহেতু ইয়া‘কুব ﷺ তাঁর ভাই عيصو -এর পর ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সেহেতু ইয়া‘কুব ﷺ-কে ইয়া‘কুব নামে ডাকা হয়। তিনি একজন সম্মানিত নবী হযরত ইউসূফ ﷺ-এর সম্মানিত পিতা। কুরআ’নে কারীমে তাঁর জন্য يعقوب ও إسرائيل এই দু’টি নাম ব্যবহৃত হয়।[618] يَعْقوْب (ইয়া‘কুব) শব্দটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

﴿وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾

“আর এই একই বিষয়ের অসিয়ত করেছিল ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং (তার নাতি) ইয়া‘কুব (নিজের সন্তানদের)। (তারা বলেছিলঃ) ‘হে আমার সন্তানেরা ! আল্লাহ তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন ‘আদ দ্বীন’। সুতরাং আমৃত্যু তোমরা মুসলিম (আল্লাহ’র অনুগত) হয়ে থাকবে”।[619]

শব্দটি কুরআ’নে ১৬ (ষোল) বার উল্লেখ আছে।[620]

১২. يــوسف

يوسف (ইউসূফ) অনারবি শব্দ। عالَم ও عُجمَة এই দু’টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف

ফিরুযাবাদী তাঁর গ্রন্থে একটি মত উল্লেখ করেন যে, يوسف (ইউসূফ) শব্দটি আরবি الآسف শব্দ থেকে নির্গত। সুতরাং يُوْسِف শব্দটি آسف থেকে يُفْعِل ওজনে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং يُوْسِف -এর س যের দিয়ে পড়লে শব্দের অর্থ দাঁড়ায় أحْزَنَ، أهَمَّ، أغْضَبَ চিন্তিত হওয়া, রাগান্বিত হওয়া। কারণ ইউসূফ ﷺ -এর অনুপস্থিতিতে তাঁর পিতা অনেক চিন্তিত ছিলেন। পক্ষান্তরে الأسَف মাসদার থেকে يَوْسَف -এর ي ও س যবর দিয়ে পড়লে শব্দের মর্মার্থ দাঁড়ায়, ইউসূফ ﷺ -এর পিতার অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে চিন্তিত বা দুঃখিত

---

[618] ড. সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

[619] আল কুরআ’ন, ০২: ১৩২

[620] আল কুরআ’ন, ০২: ১৩২,১৩৩,১৩৬,১৪০; ০৩: ৮৪; ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৪; ১১: ৭১; ১২: ০৬,৩৮,৬৮; ১৯: ০৬, ৪৯; ২১: ৭২; ২৯: ২৭; ৩৮: ৪৫

করেছিল। তাছাড়া ইউসূফ ﷺ দেশ ও রাজ্যের ব্যাপারে চিন্তিত বা দুঃখিত ছিলেন।[621] তবে يوسف (ইউসূফ) শব্দটি আরবি শব্দ থেকে নির্গত হবার মতটি প্রত্যাখ্যাত।

ইউসূফ ﷺ -এর কাহিনী শুধু সূরা ইউসূফেই উল্লেখ আছে। অন্য কোন সূরাতে উল্লেখ নেই। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾

"যখন ইউসূফ তার পিতাকে বলেছিলঃ 'আব্বু ! নিশ্চয়ই আমি স্বপ্নে দেখেছি, এগারটি গ্রহ এবং সূর্য আর চাঁদ। আমি দেখলাম, তারা সবাই আমাকে সেজদা করছে (আমার প্রতি অবনত হয়ে আছে)"।[622]

শব্দটি কুরআ'নে ২৭ (সাতাশ) বার উল্লেখ আছে।[623]

১৩. يـــونس

يونس (ইউনুস) অনারবি শব্দ। عُجمَة ও عالَم এই দু'টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف

কিন্তু ফিরুযাবাদীর মতে, يونس (ইউনুস) আরবি শব্দ। যার ن অক্ষরটি যবর, যের ও পেশ তিনটি দিয়েই পড়া যায় এবং এটি অনারবি নাম। আরও বলা হয়, يونس (ইউনুস) শব্দটি يُفْعِلُ ওজনে إيْناسا ،يُؤْنِس ،آنَس শব্দ থেকে নির্গত। অর্থ, দেখা। আরও বলা হয়, শব্দটি الأنس মাসদার থেকে নির্গত।[624]

আল্লাহ'র নবী ইউনুস ﷺ ছিলেন বনী ইসরাইলের শেষের দিকের নবী। তিমির পেটে থাকার কারণে ইউনুস ﷺ -কে "যুন নূন" নামেও ডাকা হয়। يونس (ইউনুস) শব্দটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾

---

621 মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইয়া'ক্বুব আল ফিরুযাবাদী, প্রাগুক্ত, খ. ০৬, পৃ. ৪৬

622 আল কুরআ'ন, ১২: ০৪

623 আল কুরআ'ন, ০৬: ৮৪; ১২: ০৪,০৭,০৮,০৯,১০,১১,১৭,২১,২৯,৪৬,৫১,৫৬,৫৮,৬৯,৭৬,৭৭, ৮০, ৮৪,৮৫,৮৭,৮৯,৯০,৯০,৯৪,৯৯; ৪০: ৩৪

624 মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইয়া'ক্বুব আল ফিরুযাবাদী, প্রাগুক্ত, খ. ০৬, পৃ. ৫৩

“তবে ইউনূসের কওমের কথা ভিন্ন। তারা ছাড়া কোনও জনপদের অধিবাসীরা কেন এমন হলো না যে, তারা ঈমান আনতো এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসতো? তারা যখন ঈমান এনেছিল আমরা তাদের থেকে লাঞ্ছনাকর আযাব দূর করে দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে কিছুকালের জন্য ভোগ বিলাসের সামগ্রী সরবরাহ করেছিলাম”।[625]

শব্দটি কুরআ’নে ০৪ (চার) বার উল্লেখ আছে।[626]

১৪. نُــوْح

نُوْح (নূহ) শব্দটি عُجمَة ও تعريف -এর কারণে অনারবি শব্দ কিন্তু শব্দটি সহজতার জন্য منصرف পড়া হয়। কারণ এটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট নাম যার মধ্যাক্ষর سكون (সুকুন) বিশিষ্ট। যদি কোন অনারবি শব্দ এমনটি হয় তাহলে শব্দটিকে غير منصرف পড়া হয় না। আবার অনেকের মতে, نُوْح (নূহ) শব্দটি আরবী শব্দ যা النَّوْح শব্দ থেকে নির্গত। কারণ তিনি আল্লাহ’র নৈকট্য লাভের জন্য বেশি বেশি কাঁদতেন।[627]

নূহ ﷺ একজন সম্মানিত নবীর নাম। যাঁকে মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা এবং দ্বিতীয় আদম বলা হয়। কারণ যখন মহা প্লাবনে যখন পৃথিবীবাসী ডুবে গিয়েছিল তখন নূহ ﷺ থেকেই মানব বংশের পরিক্রমা পূণরায় শুরু হয়। نُوْح (নূহ) শব্দটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

﴿قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾

“নূহ বলেছিলঃ ‘আমার প্রভূ ! তারা (আমার জাতি) আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করেছে এমন লোকদের যাদের মাল সম্পদ এবং সন্তানরা ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বাড়ায়নি”।[628]

শব্দটি কুরআ’নে ৪৩ (তেতাল্লিশ) বার উল্লেখ আছে।[629]

---

[625] আল কুরআ’ন, ১০: ৯৮

[626] আল কুরআ’ন, ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৬; ১০: ৯৮; ৩৭: ১৩৯

[627] ড. সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯; মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইয়া‘কুব আল ফিরুযাবাদী, প্রাগুক্ত, খ. ০৬, পৃ. ২৬

[628] আল কুরআ’ন, ৭১: ২১

[629] আল কুরআ’ন, ০৩: ৩৩; ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৪; ০৭: ৫৯,৬৯; ০৯: ৭০; ১০: ৭১; ১১: ২৫,৩২,৩৬,৪২, ৪৫, ৪৬,৪৮,৮৯; ১৪: ০৯; ১৭: ০৩,১৭; ১৯: ৫৮; ২১: ৭৬; ২২: ৪২; ২৩: ২৩; ২৫: ৩৭; ২৬: ১০৫,১০৬,১১৬; ২৯: ১৪; ৩৩: ০৭; ৩৭: ৭৫,৭৯; ৩৮: ১২; ৪০: ০৫,৩১; ৪২: ১৩; ৫০: ১২; ৫১: ৪৬; ৫৩: ৫২; ৫৪: ০৯; ৫৭: ২৬; ৬৬: ১০; ৭১: ০১,২১,২৬

১৫. لُــوْط

لُوْط (লূত) শব্দটি عُجمَة ও تعريف -এর কারণে অনারবি শব্দ কিন্তু শব্দটি সহজতার জন্য منصرف পড়া হয়। কারণ এটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট নাম যার মধ্যাক্ষর سكون (সুকুন) বিশিষ্ট। যদি কোন অনারবি শব্দ এমনটি হয় তাহলে শব্দটিকে غير منصرف পড়া হয় না। যেমনটা পড়া হয় نُوْح আবার অনেকের মতে, لُوْط (লূত) শব্দটি আরবী শব্দ যা اللَّوْط শব্দ থেকে নির্গত। কিন্তু আরবিতে এর কোন অর্থ হয় না।[630]

লূত عليه السلام একজন সম্মানিত নবীর নাম। তিনি ইবরাহীম عليه السلام ইরাকে ছিলেন এবং তাঁর সাথেই পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনে হিজরত করেন। তাঁকে জর্ডানে কাফের সম্প্রদায়ের মাঝে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। সেখানে পুরুষে পুরুষে যৌন মিলনের চরম পাপাচার ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রকার পাপাচারকে আরবিতে اللِّواط বলা হয়। অনেকে ধারণা করেন যে, শব্দ দ্বয়ের মধ্যে মিল থাকার কারণে আরবি اللِّواط শব্দ থেকেই لُوْط (লূত)-এর নামকরণ করা হয়। কিন্তু এই ধারণা মিথ্যা, বানোয়াট ও প্রত্যাখ্যাত। لُوْط ও اللِّواط শব্দ দ্বয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। لُوْط (লূত) শব্দটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿لَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾

"ইবরাহীমের থেকে যখন আতংক দূর হয়ে গেলো এবং সে সুসংবাদ লাভ করলো, তখন সে লূতের কওমের ব্যাপারে বিতর্ক করতে থাকলো"।[631]

শব্দটি কুরআ'নে ২৭ (সাতাশ) বার উল্লেখ আছে।[632]

১৬. لُقْمــان

لُقْمان (লুকমান) অনারবি শব্দ। عُجمَة ও عالَم এই দু'টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف আবার কারও কারও মতে, শব্দটি আরবি اللقْم শব্দ থেকে নির্গত। অর্থ, গ্রাস করা, এক লোকমা বা এক গ্রাস খাবার। তবে সর্বসম্মতি ক্রমে لُقْمان (লুকমান) অনারবি হওয়াই

630 ড. সালাহ 'আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮; মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইয়া'ক্ব আল ফিরুযাবাদী, প্রাগুক্ত, খ. ০৬, পৃ. ৫৫

631 আল কুরআ'ন, ১১: ৭৪

632 আল কুরআ'ন, ০৬: ৮৭; ০৭: ৮০; ১১: ৭০,৭৪,৭৭,৮১,৮৯; ১৫: ৫৯,৬১; ২১: ৭১,৭৪; ২২: ৪৩; ২৬: ১৬০,১৬১,১৬৭; ২৭: ৫৪,৫৬; ২৯: ২৬,২৮,৩২,৩৩; ৩৭: ১৩৩; ৩৮: ১৩; ৫০: ১৩; ৫৪: ৩৩,৩৪; ৬৬: ১০

যুক্তিযুক্ত।[633] আবার অনেকে لُقْمان (লুকমান) শব্দটিকে হিব্রু এবং সুরিয়ানী ভাষার বলেও উল্লেখ করেন।[634] লুকমানঃ একজন প্রসিদ্ধ প্রজ্ঞাবান ব্যাক্তির নাম। لُقْمان (লুকমান) শব্দটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

"আর স্মরণ করো, লুকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলঃ 'হে আমার পুত্র! আল্লাহ'র সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক হলো বিরাট জুলুম"।[635]

শব্দটি কুরআ'নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[636]

১৭. مَـــرْيَم

مَرْيَم (মারইয়াম) অনারবি শব্দ। عُجمَة ও عالَم এই দু'টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف আবার কারও কারও মতে, শব্দটি আরবি الريم শব্দ থেকে নির্গত। অর্থ, التباعد দূরবর্তী হওয়া। 'আল্লামা যামাখশারীর মতে, مَرْيَم শব্দটি সেবক বা সেবিকা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইবনু 'আশুর উক্ত কথাটি অস্বীকার করে বলেনঃ مَرْيَم (মারইয়াম) হলেন 'ঈসা عليه السلام -এর মা। তাঁর এই নামটি হিব্রু ভাষার অন্তর্গত। পরবর্তীতে তাঁর প্রশমনের অবস্থায় হিব্রু ভাষা থেকে আরবি ভাষায় রুপান্তরিত করা হয়। শুধুমাত্র নাম ছাড়া আরবিতে مَرْيَم (মারইয়াম) শব্দের কোন অর্থ হয় না এবং পূর্বের ধারণা মোতাবেক رامَ، يَرِيْم থেকেও مَرْيَم (মারইয়াম) শব্দটি নির্গত নয়।[637]

مَرْيَم (মারইয়াম) শব্দটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴾

"আর স্মরণ করো, ফেরেশতারা বলেছিলঃ 'হে মারিয়াম ! নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্ব নারীদের মধ্যে আপনাকে বাছাই করেছেন"।[638]
শব্দটি কুরআনে ৩৪ (চৌত্রিশ) বার উল্লেখ আছে।[639]

---

633 ড. সালাহ 'আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
634 মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইয়া'ক্বুব আল ফিরুযাবাদী, প্রাগুক্ত, খ. ০৬, পৃ. ৯০
635 আল কুরআ'ন, ৩১: ১৩
636 আল কুরআ'ন, ৩১: ১২,১৩
637 ড. সালাহ 'আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬
638 আল কুরআ'ন, ০৩: ৪২
639 আল কুরআ'ন, ০২: ৮৭,২৫৩; ০৩: ৩৬,৩৭,৪২,৪৩,৪৪,৪৫,৪৫; ০৪: ১৫৬,১৫৭,১৭১,১৭১; ০৫: ১৭, ১৭,৪৬,৭২,৭৫,৭৮,১১০,১১২,১১৪,১১৬; ০৯: ৩১; ১৯: ১৬,২৭,৩৪; ২৩: ৫০; ৩৩: ০৭,৫৭; ৫৭: ২৭; ৬১: ০৬, ১৪; ৬৬: ১২

১৮. طالــوت

طالوت (তালূত) অনারবি শব্দ। عُجمَة ও عالَم এই দু'টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف

কারও কারও মতে, طالوت শব্দটি আরবি। যা الطول শব্দ থেকে فَعَلوت ওজনে নির্গত। এতে (و) الواو এবং (ت) التاء দু'টি مبالغة -এর জন্য। طالوت শব্দটি বনী ইসরাইলের এক সম্রাটের উপাধি। কারণ সে ছিল ঐ সময়ে সবচেয়ে লম্বা মানুষ।[640]

ফিরুযাবাদীর মতে, এটি অনারবি শব্দ এবং তাঁর উপাধি। তাঁর মূল নাম ছিল "সারা বা সাওয়া"। শারীরিক গঠন লম্বা থাকার কারণে ঐ সম্রাটকে طالوت বলা হতো। তবে طالوت শব্দটি أعجمي বা অনারবি হবার দিকেই অধিকাংশের অভিমত।[641] طالوت (তালূত) শব্দটির ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

"আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত"।[642]

শব্দটি কুরআ'নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[643]

---

[640] ড. সালাহ 'আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

[641] মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইয়া'ক্বুব আল ফিরুযাবাদী, প্রাগুক্ত, খ. ০৬, পৃ. ৮২

[642] আল কুরআ'ন, ০২: ২৪৭

[643] আল কুরআ'ন, ০২: ২৪৭,২৪৯

১৯. قـــارون

قارون (ক্বারূন) অনারবি শব্দ। عالَم ও عُجمَة এই দু'টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف আবার কারও কারও মতে, শব্দটি আরবি القَرْن শব্দ থেকে নির্গত। যা فاعول ওজনে জোরদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। قارون (ক্বারূন)-কে قارون নামকরণের কারণ হলো, প্রথমত قارون -কে রাজত্বের সাথে মিলানো হয়। অতঃপর ধ্বংসের সাথে মিলানো হয়।[644] ক্বারূণঃ মূসা ﷺ -এর আমলের এক ধনাঢ্য কৃপণ। قارون (ক্বারুন) শব্দটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾

"ক্বারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি দুষ্টামি করতে আরম্ভ করল। আমি তাকে এত ধন-ভান্ডার দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে ভালবাসেন না"।[645]

শব্দটি কুরআ'নে ০৪ (চার) বার উল্লেখ আছে।[646]

২০. جِبْرِيْـــل

جِبْرِيْل (জিবরাইল) অনারবি শব্দ। عالَم ও عُجمَة এই দু'টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف

মুফাসসীর ও ভাষাবিদগণের মধ্যে শব্দটি নিয়ে মতবিরোধ আছে। কেউ কেউ বলেন যে, শব্দটি অনারবি। আবার কারও মতে, শব্দটি আরবি। যার মূল বর্ণ হলো جَبَر

জিবরাইল ﷺ একজন সম্মানিত ফেরেশতার নাম। যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কুরআ'ন নাযিলের ক্ষেত্রে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতেন। জিবরাইল ﷺ হলেন ফেরেশতাদের মধ্যে অতি মর্যাদাবান ফেরেশতা এবং ফেরেশতাদের ইমাম। জিবরাইল ﷺ বদরের যুদ্ধে মুসলিমদেরকে সাহায্য করতে আসা ফেরেশতাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ

644 মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইয়া'ক্বুব আল ফিরুযাবাদী, প্রাগুক্ত, খ. ০৬, পৃ. ৭৩
645 আল কুরআ'ন, ২৮: ৭৬
646 আল কুরআ'ন, ২৮: ৭৬,৭৯; ২৯: ৩৯; ৪০: ২৪

রাব্বুল আলামীন কুরআ'নে তাঁর ব্যাপারে যেসব গুণ বাচক নাম উল্লেখ করেন সেগুলো হলো روح القدس، الروح الأمين، الروح[647]

جالُوْت (জালূত) শব্দটির ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয়, নিশ্চিতই আল্লাহ সেসব কাফেরের শত্রু"।[648]

শব্দটি কুরআ'নে ০৩ (তিন) বার উল্লেখ আছে।[649]

২১. مـــيكال

ميكال (মিকাল বা মিকাইল) অনারবি শব্দ। عُجمَة ও عالَم এই দু'টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف কুরআ'নে ميكال শব্দটি جبريل শব্দের সাথে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। ميكال শব্দটিতে ০৩ (তিন)টি ক্বেরাত বিদ্যমান। যথাঃ

০১) ইবনে কাসীর, হামজা, কিসাঈ, ইবনে 'আমের, আবু বকর 'আসেম থেকে বর্ণনা করেনঃ ميكائيل যা ميكا এবং ئيل দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত।

০২) নাফে এবং আবু জা'ফরের ক্বেরাত হলো, দ্বিতীয় ياء বিলুপ্ত করে ميكائل

০৩) 'আমর, ইয়া'ক্বুব এবং হাফস 'আসেম থেকে বর্ণনা করেনঃ همزة এবং ياء বিলুপ্ত করে ميكال আর এটা হাজ্জাজবাসীদের ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

ميكال শব্দের ব্যাপারে "হাসান বিন সাবিত" ﷺ -এর কবিতাতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেনঃ

ويومَ بدرٍ لقيناكمْ لنا مددٌ فيه مع النصرِ ميكالُ وجبريلُ

"আর বদরের দিনে আমরা তোমাদের পেয়েছি। আমাদের বিজয়ের দিনে আমাদের সহযোগিতায় ছিল মিকাঈল ও জিবরাঈল"।

---

[647] ড. সালাহ 'আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

[648] আল কুরআ'ন, ০২: ৯৮

[649] আল কুরআ'ন, ০২: ৯৭,৯৮; ৬৬: ০৪

“হাসান বিন সাবিত” ﷺ তাঁর কবিতায় ميكال ও جبريل দু’জন ফেরেশতার নাম উল্লেখ করেছেন যারা বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের সহযোগিতায় ফেরেশতাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা শুনেছিলেন এবং এতে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।[650]

ميكال (মিকাল বা মিকাইল) শব্দটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ﴾

“যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয়, নিশ্চিতই আল্লাহ সেসব কাফেরের শত্রু”।[651]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[652]

২২. هامـــان

هامان (হামান) অনারবি শব্দ। عُجمَة ও عالَم এই দু’টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف সর্বসম্মতিক্রমে শব্দটি অনারবি। আরবি থেকে নির্গত হয়েছে এমনটাও কেউ বলেননি।[653]

ইমাম জাওয়ালিক্বী বলেনঃ هامان (হামান) অনারবি নাম। শব্দটি فَعْلان ওজনেও ব্যবহৃতও হয় না এবং يهيم ،هام থেকেও নির্গত নয়। কারণ هامان শব্দে أصل الألف زائدة والنون-ও ممنوع من الصرف[654]

মুফাসসিরগণ বলেনঃ هامان (হামান) ছিল ফেরাউনের মন্ত্রী। নির্দিষ্ট কোন ব্যাক্তির নাম নয়। বরং ফেরাউন, কিসরা, কায়সার ও নাজ্জাসীর মতই এটি একটি উপাধি। ফেউরাউন ও তার মন্ত্রী হামানের নির্দেশেই তাদের সৈন্যবাহিনী বনী ইসরাইলের সন্তানদের হত্যা করত এবং রাজ্যে নানান অপকর্ম চালাত। অবশেষে আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করে দেন।[655] هامان (হামান) শব্দটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

---

[650] ড. সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
[651] আল কুরআ’ন, ০২: ৯৮
[652] আল কুরআ’ন, ০২: ৯৮
[653] ড. সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
[654] আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩, পৃ. ১৬৫
[655] ড. সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾

“ফেরাউন বলল, হে হামান ! তুমি আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, হয়তো আমি পৌঁছে যেতে পারব”।[656]

শব্দটি কুরআ’নে ০৬ (ছয়) বার উল্লেখ আছে।[657]

২৩,২৪. يَعــوْق ও يَغــوْث

সূরা নূহতে ০৫ (পাঁচ)টি আশ্চর্য নাম উল্লেখ করা হয়। যেমনঃ وَدّ، سُواع، يَغوْث، يَعوْق، نَسْر আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

“তারা বলছেঃ তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়া‘উক ও নসরকে”।[658]

আয়াতে উল্লেখিত শব্দগুলো পাঁচটি মূর্তির নাম। এই পাঁচ জন মূলত আল্লাহ তা‘য়ালার নেক ও সৎকর্মপরায়ন বান্দা ছিলেন। কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে লোক জন তাঁদের মূর্তি তৈরী করে তাঁদের উপাসনা করতে শুরু করে। পাঁচটি মূর্তির মধ্যে وَدّ، سُواع، نَسْر এই তিনটি مصروفة এবং يَعوْق، يَغوْث এই দু’টি ممنوعان من الصرف আর এটাই প্রণিধানযোগ্য মত। তাছাড়া يَغوْث ও يَعوْق শব্দ দু’টি ممنوعان من الصرف হবার ব্যপারে দু’টি দিক উল্লেখ করেন। যথাঃ

০১) فعل -এর ওজনে عالَم নাম হওয়াঃ يَغوْث শব্দটি فعل مضارع এর ওজনে ব্যবহৃত। যেমনঃ الغَوْث মাসদার থেকে বলা হয় يَغوث، غاث এবং يَعوْق শব্দটি فعل مضارع -এর ওজনে ব্যবহৃত। যেমনঃ العَوْق মাসদার থেকে বলা হয় يَعوق، عاق

اسم যদি কোন فعل -এর ওজনে হয় তাহলে ممنوع من الصرف হয়।

০২) عالَم ও عجمة হওয়াঃ শব্দ দু’টি অনারবি হওয়া।

---

[656] আল কুরআ’ন, ৪০: ৩৬

[657] আল কুরআ’ন, ২৮: ০৬,০৮,৩৮; ২৯: ৩৯; ৪০: ২৪,৩৬

[658] আল কুরআ’ন, ৭১: ২৩

দ্বিতীয় মতটিই প্রণিধানযোগ্য।[659]

শব্দদ্বয় কুরআ'নে ০১ (এক) বার করে উল্লেখ আছে।[660]

২৫,২৬. مَأْجُــوْج ও يَأْجُــوْج

কুরআ'নে مَأْجُوْج শব্দটি يَأْجُوْج শব্দের সাথে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। 'আলেমগণ শব্দ দু'টি (مَأْجُوْج ও يَأْجُوْج)-এর ব্যাপারে মতপার্থক্য ব্যক্ত করেছেন। একদল 'আলেম বলেনঃ শব্দ দু'টি অনারবি শব্দ। عالَم ও عُجمَة এই দু'টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف আরেকদল 'আলেম বলেনঃ শব্দ দু'টি যথাক্রমে আরবি الأجّ ও المَجّ শব্দ থেকে নির্গত। তবে প্রণিধানযোগ্য মত হলো, শব্দ দু'টি অনারবি। কারণ যুল ক্বারনাইনের সময়ের দুই নাম يَأْجُوْج ও مَأْجُوْج আর তারা ছিল অনারবি।[661] ইয়া'জুজ ও মা'জুজঃ দুটি শক্তিশালী জাতির নাম। يَأْجُوْج ও مَأْجُوْج (ইয়া'জুজ ও মা'জুজ) শব্দদ্বয় উল্লেখ করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾

"তারা বললঃ হে যুলকারনাইন, ইয়া'জুজ ও মা'জুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন"।[662]

শব্দদ্বয় কুরআ'নে ০২ (দুই) বার করে উল্লেখ আছে।[663]

২৭,২৮. مــاروت ও هــاروت

কুরআ'নে ماروت শব্দটি هاروت শব্দের সাথে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। 'আলেমগণ শব্দ দু'টি (ماروت ও هاروت)-এর ব্যাপারে মতপার্থক্য ব্যক্ত করেছেন। একদল 'আলেম বলেনঃ শব্দ দু'টি অনারবি শব্দ। عالَم ও عُجمَة এই দু'টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف

---

659 ড. সালাহ 'আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

660 আল কুরআ'ন, ৭১: ২৩

661 ড. সালাহ 'আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

662 আল কুরআ'ন, ১৮: ৯৪

663 আল কুরআ'ন, ১৮: ৯৪; ২১: ৯৬

আরেকদল ‘আলেম বলেনঃ শব্দ দু’টি যথাক্রমে আরবি هَرْت ও مَرْت শব্দ থেকে নির্গত। سَعَة الشِّدْق শব্দের অর্থ, (উপত্যকার) প্রান্তের প্রশস্ততা এবং الكَسْر শব্দের অর্থ, ভাঙ্গন, ফাটল। তবে অধিকাংশ ‘আলেমগণের মত হলো, هاروت ও ماروت শব্দ দু’টি অনারবি।[664]

هاروت ও ماروت দুইজন ফেরেশতার নাম। কিছু সংখ্যক মুফাসসিরগণের মতে, هاروت ও ماروت মানুষ ও জ্বীন জাতি থেকে দুইজন শয়তানের নাম।[665] هاروت ও ماروت (হারুত ও মারুত) শব্দদ্বয় উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

﴿وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾

“বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না”।[666]

শব্দদ্বয় কুরআ’নে ০১ (এক) বার করে উল্লেখ আছে।[667]

২৯. بابِـــل

بابِل (ব্যাবিলন) অনারবি শব্দ। عُجمَة ও عالَم এই দু’টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف

بابِل (ব্যাবিলন / BABYLON) ইরাকের ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত অতি পুরাতন একটি শহরের নাম। ব্যাবিলন ছিল মেসোপটেমিইয়ার একটি শহর। এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাবে ইরাকের বাবিল প্রদেশে। ব্যাবিলন বাগদাদের প্রায় ৮৫ কিলোমিটার (৫৫ মাইল) দক্ষিণে অবস্থিত। এইটি রাজ্যের পবিত্র শহর ছিল ২৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং ব্যাবিলন সাম্রাজ্যে রাজধানী ছিল ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। শহরটি প্রথম ব্যাবিলন রাজবংশের বৃদ্ধির সঙ্গে উন্নতিলাভ, লক্ষনীয় উপনীত এবং রাজনৈতিক সুখ্যাতি লাভ করেছিল। এইটি একটি

[664] ড. সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩
[665] আল রাগেব আল ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১
[666] আল কুরআ’ন, ০২: ১০২
[667] আল কুরআ’ন, ০২: ১০২

আধুনিক মহানগরের প্রথম উদাহরণ, আলেকজান্ডারের সময়ে সম্ভবত এখানে ১০ (দশ) লক্ষের মত বাসিন্দা ছিল। ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি।[668]

সর্বপ্রথম "কিলদানী"রা ব্যাবিলনে বসবাস শুরু করে। আরও বলা হয় যে, সর্বপ্রথম নূহ ﷺ ব্যাবিলনে বসবাস শুরু করেন। بابِل (ব্যাবিলন) শব্দটির ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾

"বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না"।[669]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[670]

৩০. جالــوْت

جالوْت (জালূত) অনারবি শব্দ। عُجمَة ও عالَم এই দু'টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف কারও কারও মতে, جالوْت শব্দটি আরবি, যা (جالَ، يَجولُ، جَوْلاً، جَوَلانًا) الجَوَلان শব্দ থেকে নির্গত। (و) الواو ও (ت) التاء অক্ষর দু'টি مبالغة -এর জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু "সামীন হালবী" শব্দটি অনারবি হিসেবেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[671] جالوْت (জালূত) পবিত্র কুরআ'নে উল্লেখিত এক কাফের বাদশার নাম। শব্দটির ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

668 *WIKIPEDIA The Free Encyclopedia*, https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A8

669 আল কুরআ'ন, ০২: ১০২

670 আল কুরআ'ন, ০২: ১০২

671 ড. সালাহ 'আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

“আর যখন তালূত ও তার সেনাবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হল, তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে ধৈর্য্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ আর আমাদের সাহায্য কর সে কাফের জাতির বিরুদ্ধে”।[672]

শব্দটি কুরআ’নে ০৩ (তিন) বার উল্লেখ আছে।[673]

৩১. فِرْعَــون

فِرْعَون (ফির‘আউন) অনারবি শব্দ। عُجمَة ও علَم এই দু’টি কারণে শব্দটি ممنوع من الصرف কারও কারও মতে, শব্দটি আরবি এবং الفَرْع শব্দ থেকে নির্গত। তবে শব্দটি অনারবি হবার মতটাই প্রণিধানযোগ্য।[674]

فِرْعَون (ফির‘আউন) কোন ব্যাক্তির নাম নয়। কারণ কোন ব্যাক্তি এই নামে নামকরণ করে না। বংশ, জাতি বা গোষ্ঠীর নাম। এটা মূলত বনী ইসরাঈলের সময় মিশরে প্রত্যেক শাসকগোষ্ঠীকে এই উপাধি দেয়া হতো। বর্তমানে ফির‘আউনের কুকর্মের সাথে সামঞ্জস্য সকল কুকর্মকারীকে ফির‘আউন বলা হয়। তদানীন্তন ক্বিবতীদের ভাষায় فِرْعَون শব্দের অর্থ, البَيْت العظيم বড় ঘর।[675] فِرْعَون (ফির‘আউন) শব্দটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘য়ালা বলেনঃ

﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴾

“আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফের‘আউনের লোকদিগকে অথচ তোমরা দেখছিলে”।[676]

শব্দটি কুরআ’নে ৭৪ (চুয়াত্তুর) বার উল্লেখ আছে।[677]

---

672 আল কুরআ’ন, ০২: ২৫০

673 আল কুরআ’ন, ০২: ২৪৯,২৫০,২৫১

674 ড. সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

675 ড. সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

676 আল কুরআ’ন, ০২: ৫০

677 আল কুরআ’ন, ০২: ৪৯,৫০; ০৩: ১১; ০৭: ১০৩,১০৪,১০৯,১১৩,১২৩,১২৭,১৩০,১৩৭,১৪১; ০৮: ৫২, ৫৪,৫৪; ১০: ৭৫,৭৯,৮৩,৮৩,৮৮,৯০; ১১: ৯৭,৯৭,৯৭; ১৪: ০৬; ১৭: ১০১,১০২; ২০: ২৪, ৪৩, ৬০, ৭৮, ৭৯; ২৩: ৪৬; ২৬: ১১,১৬,২৩,৪১,৪৪,৫৩; ২৭: ১২; ২৮: ০৩,০৪,০৬,০৮,০৮,০৯,৩২,৩৮; ২৯: ৩৯; ৩৮: ১২; ৪০: ২৪,২৬,২৮,২৯,৩৬,৩৭,৩৭,৪৫,৪৬;

৩২. قَـرَاطِيْـــس

قراطيس শব্দটি قرطاس শব্দের বহুবচন। শব্দটি মূলত অনারবি ।[678] অর্থ, কাগজ। আরবিতে قرطاس বলতে বুঝায় যে, الصحيفة يكتب فيها[679] “এমন পুস্তিকা যাতে লিখা হয়”। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾

“আর তারা আল্লাহ’কে তাঁর যথার্থ মর্যাদা দেয়নি, যখন তারা বলেঃ ‘আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছুই নাযিল করেননি’। বলুনঃ ‘কে নাযিল করেছে মূসার আনীত কিতাব যা মানুষের জন্য আলো ও হেদায়াতস্বরূপ, যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ কর ও অনেকাংশ গোপন রাখ এবং যা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানতে না তাও তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল?’ বলুনঃ ‘আল্লাহ-ই’; অতঃপর তাদেরকে তাদের অযাচিত সমালোচনার উপর ছেড়ে দিন, তারা খেলা করতে থাকুক”।[680]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[681]

৩৩. مُـزْجَـــاة

ইমাম ওয়াসিতী’র মতে, مزجاة শব্দটি অনারবি । অর্থ, অল্প।[682] আরো বলা হয়, শব্দটি কিবতীদের ব্যবহৃত শব্দ।[683] আরবিতেও مزجاة শব্দটি অল্প অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

৪৩: ৪৬,৫১; ৪৪: ১৭,৩১; ৫০: ১৩; ৫১: ৩৮; ৫৪: ৪১; ৬৬: ১১,১১; ৬৯: ০৯; ৭৩: ১৫,১৬; ৭৯: ১৭; ৮৫: ১৮; ৮৯: ১০

678 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

679 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৭

680 আল কুরআ’ন, ০৬: ৯১

681 আল কুরআ’ন, ০৬: ৯১

682 জালাল উদ্দীন আসসুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

683 জালাল উদ্দীন আসসুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾

"অতঃপর তারা যখন ইউসূফের কাছে উপস্থিত হলো তখন তারা বললঃ 'হে 'আযীয ! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা তুচ্ছ পুঁজি নিয়ে এসেছি; আপনি আমাদের রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন; নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের পুরস্কৃত করেন'"।[684]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[685]

৩৪. سَلْسَبِيْـــلا

ইমাম জাওয়ালিক্বী'র মতে, سلسبيلا শব্দটি অনারবি।[686] سلسبيل হলো, الشراب السهل المرور في الحلق لعذوبته، والخمر[687] 'বেহেশতের প্রবাহমান ঝরনা ও তার পানি, ঠাণ্ডা পানি; শরাব'। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا﴾

"এটি জান্নাতের একটি ঝর্ণা যা সালসাবীল নামে অভিহিত"।[688]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[689]

৩৫. سِجِّيْـــن

আবু হাতিম'র মতে, سجّين শব্দটি অনারবি শব্দ।[690] অর্থ, কয়েদখানা, তীব্র। سجّين শব্দটি سجن থেকে গৃহীত। سجن -এর অর্থ, সঙ্কীর্ণ জায়গায় বন্দী করা।[691] আর سجّين অর্থ, চিরস্থায়ী

684 আল কুরআ'ন, ১২: ৮৮
685 আল কুরআ'ন, ১২: ৮৮
686 আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
687 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২
688 আল কুরআ'ন, ৭৬: ১৮
689 আল কুরআ'ন, ৭৬: ১৮
690 আবু হাতিম আহমাদ বিন হামদান আর রাযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
691 আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু 'উমর ইবনু কাসীর আদ দিমাশক্বী, *তাফসীরুল কুরআ'নিল 'আযীম*, (কায়রো, দারুল হাদীস, ২০০৫ খ্রী.), খ. ০৮, পৃ. ৩১৮; আল কুরআ'ন, ৮৩:০৭

কয়েদ। {মুয়াসসার} এটি শয়তান ও কাফেরদের সমস্ত ‘আমলের কিতাব। অথবা ০৭ (সাত) যমীনের সর্বনিম্নে অবস্থিত একটি স্থান, যা শয়তান ও তার সৈন্য-সামন্তদের স্থান।[692] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾

“কখনও নয়, নিশ্চিতভাবেই পাপীদের আমলনামা কয়েদখানার দফতরে রয়েছে”।[693]

শব্দটি কুরআ’নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[694]

৩৬. سَقـــر

জাওয়ালিক্বী’র মতে, سقر শব্দটি অনারবি ।[695] অর্থ, দোযখের আগুন, দোযখ। এটি জাহান্নামের একটি নামও বটে। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾

“যেদিন তাদেরকে উপুড় করে আগুনের মধ্যে টেনে হেচঁড়ে নিয়ে যাওয়া হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে, এখন জাহান্নামের স্পর্শের স্বাদ আস্বাদন করো”।[696]

শব্দটি কুরআ’নে ০৪ (চার) বার উল্লেখ আছে।[697]

---

692 জালাল উদ্দীন আল মাহাল্লী ও জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, *তাফসীরুল জালালাইন*, (বৈরুত, মাকতাবাহ লুবনান নাশিরুন, ২০০৩ খ্রী.), পৃ. ৫৮৮; আল কুরআ’ন, ৮৩:০৭

693 আল কুরআ’ন, ৮৩:০৭

694 আল কুরআ’ন, ৮৩:০৭,০৭

695 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪; আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

696 আল কুরআ’ন, ৫৪:৪৮

697 আল কুরআ’ন, ৫৪:৪৮; ৭৪:২৬,২৭,৪২

৩৭. مَجُـــوْس

জাওয়ালিক্বী'র মতে, مجوس শব্দটি অনারবি।[698] মু'জামুল ওয়াজীয গ্রন্থকারের মতে مجوس হলো, قوم كانوا يعبدون الشمس والقمر والنار[699] "এমন সম্প্রদায় যারা সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি পূজা করে"। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবেয়ী, নাসারা ও অগ্নিপূজক এবং যারা শির্ক করেছে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর সম্যক প্রত্যক্ষকারী"।[700]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[701]

৩৮. إِسْتَبْـــرَق

ইবনে হাতেম দাহহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, অনারবি ভাষায় إستبرق শব্দটির অর্থ, চাকচিক্যময় মোটা রেশমি কাপড়।[702] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾

"তারাই এরা, যাদের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বররণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ

---

698 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭; আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

699 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৫

700 আল কুরআ'ন, ২২: ১৭

701 আল কুরআ'ন, ২২: ১৭

702 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

বস্ত্র, আর তারা সেখানে থাকবে হেলান দিয়ে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম বিশ্রামস্থল !”[703]

ইমাম জাওয়ালিক্বীর মতে, إستبرق শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে আগত। এর মূল শব্দ হলো اِسْتَفْرَهْ ইবনু দুরাইদের মতে, মূল শব্দ হলো إِسْتَرْوَهْ [704]

শব্দটি কুরআ’নে ০৪ (চার) বার উল্লেখ আছে।[705]

৩৯. الـــرُّوْم

الروم শব্দটি অনারবি। এটা মানব জাতির একটি বংশের নাম। আরবরা আগে এই অনারবি শব্দটি ব্যবহার করত।[706] ‘ঈসু বিন ইসহাক বিন ইবরাহীম’র বংশধরদেরকে রোম বা রোমান বলা হয়। যারা বনী ইসরাঈলদের চাচাতো ভাইদের গোষ্ঠী।[707] বস্তুত আরবদের ভাষায় রোম বলতে দু’টি সম্প্রদায় থেকে উত্থিত একটি বিরাট জাতিকে বুঝায়। একদিকে গ্রীক, শ্লাভ সম্প্রদায়ভুক্ত রোমান, অপরদিকে লাতিন ভাষাভাষী ইতালিয়ান রোমান।[708] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾

“রোমানরা পরাজিত হয়েছে”।[709]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[710]

---

703 আল কুরআ’ন, ১৮: ৩১

704 আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

705 আল কুরআ’ন, ১৮: ৩১; ৪৪: ৫৩; ৫৫: ৫৪; ৭৬: ২১

706 আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

707 আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু ‘উমর ইবনু কাসীর আদ দিমাশক্বী, প্রাগুক্ত, খ. ০৬, পৃ. ৩১৮; আল কুরআ’ন, ৩০:০২

708 মুহাম্মাদ তাহের বিন ‘আশুর, *তাফসীর আত তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর*, (তিউনুস, দারুত তিউনুসিয়্যাহ, ১৯৮৪ খ্রী.), খ. ২১, পৃ. ৪২, আল কুরআ’ন, ৩০:০২

709 আল কুরআ’ন, ৩০:০২

710 আল কুরআ’ন, ৩০:০২

৪০. مَرْجَـــان

ভাষাবিদদের মতে, مرجان শব্দটি অনারবি ।[711] অর্থ, প্রবাল। এটা মূল্যবান মণিমুক্তা। যা বৃক্ষের ন্যায় শাখাময়। এই প্রবাল সমুদ্র থেকে বের হয়, মিঠা পানি থেকে নয়।[712] 'আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত যে, مرجان হলো [713]الخرز الأحمر 'লাল রঙের ছোট দানা'। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾

"এই উভয় সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল"।[714]

শব্দটি কুরআ'নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[715]

৪১. وَرْدَة

وردة শব্দটি অনারবি ।[716] অর্থ, গোলাপ ফুল, রক্তিম বর্ণ।[717] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾

"যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেদিন তা রক্তিম গোলাপের মতো লাল চামড়ার রূপ ধারণ করবে"।[718]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[719]

---

711 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭; আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

712 *কুরআ'নুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর)*, প্রাগুক্ত, খ. ০২, পৃ. ২৫৩০

713 আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু 'উমর ইবনু কাসীর আদ দিমাশক্বী, প্রাগুক্ত, খ. ০৭, পৃ. ৪৯৮; আল কুরআ'ন, ৫৫:২২

714 আল কুরআ'ন, ৫৫: ২২

715 আল কুরআ'ন, ৫৫: ২২,৫৮

716 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮; আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

717 *আল কুরআ'নের অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭

718 আল কুরআ'ন, ৫৫: ৩৭

719 আল কুরআ'ন, ৫৫: ৩৭

৪২. هُـــوْد

هود শব্দটি অনারবি । هود শব্দটি দ্বারা ইয়াহুদী'কে বুঝায়।[720] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

"আর তারা বলে, 'ইয়াহুদী অথবা নাসারা হওয়া ছাড়া কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। এটা তাদের মিথ্যা আশা। বলুন, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর'"।[721]

শব্দটি কুরআ'নে ১০ (দশ) বার উল্লেখ আছে।[722]

৪৩. إِسْـــرَائِيْل

إسرائيل শব্দটি অনারবি শব্দ। বলা হয় যে, إسرائيل শব্দটি سرل বা سرأل শব্দদ্বয় থেকে উৎপত্তি। কিন্তু তা বাতিল বলে গণ্য করা হয়।[723] إسرائيل (ইসরাঈল) হযরত ইয়া'কুব عليه السلام -এর অপর নাম। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

"তাওরাত নাযিল হবার আগে ইসরাঈল তার নিজের উপর যা হারাম করেছিল তা ছাড়া বনী ইসরাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল। বলুনঃ 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং তা পাঠ কর'"।[724]

শব্দটি কুরআ'নে ৪৩ (তেতাল্লিশ) বার উল্লেখ আছে।[725]

---

[720] জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮; আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

[721] আল কুরআ'ন, ০২: ১১১

[722] আল কুরআ'ন, ০২: ১১১, ১৩৫, ১৪০; ০৭: ৬৫; ১১: ৫০, ৫৩, ৫৮, ৬০, ৮৯; ২৬: ১২৪

[723] সালাহ 'আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

[724] আল কুরআ'ন, ০৩:৯৩

[725] আল কুরআ'ন, ০২:৪০,৪৮,৮৩,১২২,২১১,২৪৬; ০৩:৪৯,৯৩,৯৩; ০৫:১২,৩২,৭০,৭২,৭৮,১১০; ০৭:১০৫,১৩৪,১৩৭,১৩৮; ১০:৯০,৯০,৯৩; ১৭:০২,০৪,১০১,১০৪; ১৯:৫৮; ২০:৪৭,৮০,৯৪; ২৬:১৭,২২,৫৯,১৯৭; ২৭:৭৬; ৩২:২৩; ৪০:৫৩; ৪৩:৫৯; ৪৪:৩০; ৪৫:১৬; ৪৬:১০; ৬১:০৬,১৪

৪৪. إبْلِيْـــس

إبليس শব্দটি নিয়ে ‘আলেম সমাজ এবং ভাষাবিদদের মাঝে মতপার্থক্য আছে। কিছু সংখ্যক ‘আলেমদের মতে, إبليس শব্দটি إفعيل -এর ওজনে الإبلاس শব্দ থেকে নির্গত। যার অর্থ, কল্যাণ থেকে দূরে থাকা, আল্লাহ’র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। অপরপক্ষে অধিকাংশ ‘আলেম ও ভাষাবিদদের মতে, শব্দটি অনারবি । তাফসীরে তাবারীতে উল্লেখ আছে যে, إذ كان اسما لا نظيرا له من أسماء العرب “শব্দটি যদি নাম হয়ে থাকে তাহলে আরবদের মাঝে এ ধরণের নামের কোন দৃষ্টান্ত নেই”।[726] ইমাম ইবনে হাজার বলেনঃ যদি শব্দটি আরবি শব্দ থেকে নির্গত হতো তাহলে আল্লাহ’র রহমত থেকে বিতারিত ও আল্লাহ’র লা‘নত প্রাপ্ত হবার পর কখনও কখনও এ নামে নামকরণ করা হতো।[727] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

“আর স্মরণ করুন, যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল; সে অস্বীকার করল ও অহংকার করল। আর সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো”।[728]

শব্দটি কুরআ’নে ১১ (এগার) বার উল্লেখ আছে।[729]

৪৫. إنْجِيْـــل

“ইঞ্জিল” মহান আল্লাহ তা‘য়ালা’র পক্ষ থেকে ‘ঈসা ﷺ -এর উপর নাযিলকৃত একটি আসমানী কিতাব। আস সামীনুল হালবী إنجيل শব্দের মতবিরোধপূর্ণ উৎসগুলো উল্লেখ করে বলেন যে, শব্দটির উৎসগুলো হলো النَّجْل ، النَّجَل ، التناجل তবে এ কথা প্রধান্য পায় যে, إنجيل শব্দটির আরবি ও অনারবি শব্দের মূল শব্দের মাঝে কোন সম্পর্ক নেই। ইমাম জামাখশারীও التوراة ، الإنجيل শব্দদ্বয় আরবি ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ বলে মন্তব্য ব্যক্ত

---

726 আবু জা‘ফর মুহাম্মাদ বিন জারীর আত তাবারী, প্রাগুক্ত, খ. ০১, পৃ. ২৬৫, আল কুরআ’ন, ০২:৩৪

727 হাফেজ আহমাদ বিন ‘আলী বিন আল হাযার আল ‘আসক্বালানী, *ফাতহুল বারী বি শারহি সাহীহিল বুখারী,* (কায়রো, দারুল হাদীস, ২০০৪ খ্রী.)

728 আল কুরআ’ন, ০২:৩৪

729 আল কুরআ’ন, ০২:৩৪; ০৭:১১; ১৫:৩১,৩২; ১৭:৬১; ১৮:৫০; ২০:১১৬; ২৬:৯৫; ৩৪:২০; ৩৮: ৭৪,৭৫

করেন। ইমাম হাসান إنجيل শব্দটিকে উচ্চারণ করতেন। যাতে প্রমাণিত হয় যে, শব্দটি অনারবি । কারণ এই ওজনে আরবিতে কোন শব্দ উচ্চারিত হয় না। মুহাম্মাদ আত তাহের বিন ‘আশুর إنجيل শব্দের উৎস সম্পর্কে বলেন, إنجيل শব্দটি রোমান বা গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে। এর মূল হলো إثانجيليوم অর্থ, উত্তম, ভাল। পরবর্তীতে আরবগণ এতে নির্দিষ্টকরণ অক্ষর প্রবেশ করিয়ে ব্যবহার করা শুরু করল।[730] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ﴾

“তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, পূর্বে যা এসেছে তার সততা প্রতিপন্নকারীরূপে। আর তিনি নাযিল করেছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জীল”।[731]

শব্দটি কুরআ’নে ১২ (বার) বার উল্লেখ আছে।[732]

৪৬. آزَر

آزر শব্দটি অনারবি। কথিত আছে যে, آزر (আযর) ইবরাহীম ﷺ -এর পিতার নাম কিন্তু কিছু সংখ্যক ‘আলেমদের মতে, এটা ইবরাহীম ﷺ -এর পিতা বা মূর্তির নাম না।[733] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

“আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা আযরকে বলেছিলেনঃ ‘আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে দেখছি”।[734]

মু‘তামার বিন সালমান থেকে বর্ণিত, آزر শব্দটি ইবরাহীম ﷺ -এর পিতার জন্য কঠিন শব্দ ছিল। অনেকে বলেনঃ এটা তাদের ভাষায় অর্থ, হে ভুলকারী![735] ইমাম জাওয়ালিক্বী

730 সালাহ ‘আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

731 আল কুরআ’ন, ০৩: ০৩

732 আল কুরআ’ন, ০৩: ০৩,৪৮,৬৫; ০৫:৪৬,৪৭,৬৬,৬৮,১১০; ০৭:১৫৭; ০৯:১১১; ৪৮:২৯; ৫৭:৩৭

733 আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩; আল কুরআ’ন, ২৫:৩৮, পৃ. ১৩; জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

734 আল কুরআ’ন, ০৬: ৭৪

735 ‘আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম, প্রাগুক্ত, আল কুরআ’ন, ২৫:৩৮, ০৬: ৭৪

তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, آزر ইবরাহীম ﷺ -এর চাচার নাম এবং তাঁর বাবার নাম تَارَح (তারাহ)। আবার কারো কারো মতে, তখনকার লোকজনের ভাষায় آزر শব্দের অর্থ ذَمّ 'নিন্দা করা'।[736]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[737]

৪৭. الرَّسّ

الرسّ শব্দটি অনারবি। অর্থ, [738] البئر، المعدِن "কূপ"।[739] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا﴾

"এভাবে 'আদ ও সামূদ ও রা'স-এর অধিবাসীকে এবং মাঝখানের শতাব্দীগুলোর বহু লোককে ধ্বংস করেছিলাম"।[740]

শব্দটি কুরআ'নে ০২ (দুই) বার উল্লেখ আছে।[741]

আরও কিছু শব্দ আছে যেগুলোকে বিভিন্ন 'আলেমগণ অনারবি শব্দ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শব্দগুলো হলোঃ

عزير، التوراة، الجودي، الزبور، السامري، سواع، الطور، نسر، النصارى، ودّ، إِرَمَ [742]

---

736 আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

737 আল কুরআ'ন, ০৬: ৭৪

738 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩

739 মাহমুদ বিন হামজাহ আল কারমানী, প্রাগুক্ত, আল কুরআ'ন, ২৫:৩৮, পৃ. ৮১৬; জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

740 আল কুরআ'ন, ২৫:৩৮

741 আল কুরআ'ন, ২৫:৩৮; ৫০:১২

742 ড. সালাহ 'আব্দুল ফাত্তাহ আল খালেদী, প্রাগুক্ত; আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী, প্রাগুক্ত; আল রাগেব আল ইসফাহানী, প্রাগুক্ত; মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইয়া'ক্বুব আল ফিরুযাবাদী, প্রাগুক্ত

ইয়াহুদীদের ব্যবহৃত শব্দ

ইয়াহুদীদের ব্যবহৃত বিশেষ কিছু শব্দ যা কুরআ'নে কারীমে উল্লেখিত হয়। সেই শব্দগুলো নিম্নে উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

لِيْنَـــة، دَرَسْـــتَ، رَاعِنَـــا

০১. لِيْنَـــة

ইয়াসরেবের ইয়াহুদীদের ব্যবহৃত لينة শব্দটির অর্থ, খেজুর গাছ, খেজুর।[743] কিন্তু আরবিতে لينة বলতে বুঝায় كلّ أنواع النخل[744] "খেজুর গাছ, খেজুর গাছের নরম কাণ্ড"[745]। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾

"তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটেছ এবং যেগুলোকে কাণ্ডের উপর স্থিত রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ'রই অনুমতিক্রমে এবং এ জন্যে যে, আল্লাহ ফাসিকদেরকে লাঞ্ছিত করবেন"।[746]

শব্দটি কুরআ'নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[747]

০২. دَرَسْـــتَ

دَرَسْتَ শব্দটি ইয়াহুদীদের ভাষায় ব্যবহৃত। এদের ভাষায় অর্থ, পড়া।[748] আরবিতে دَرَسْتَ বলতে বুঝায় قرأه وأقبل عليه ليحفظه ويفهمه[749] "পড়া"। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেনঃ

---

743 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

744 ড. শাউক্বী দাইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫০; *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০

745 *আল কুরআ'নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭

746 আল কুরআ'ন, ৫৯: ০৫

747 আল কুরআ'ন, ৫৯: ০৫

748 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

749 *আল মু'জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

“আর এভাবেই আমরা নানাভাবে আয়াতসমূহ বিবৃত করি এবং যাতে তারা বলে, ‘আপনি পড়ে নিয়েছেন’, আর যাতে আমরা এটাকে সুস্পষ্টভাবে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বর্ণনা করি”।[750]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[751]

০৩. رَاعِنَـــا

راعنا শব্দটি ইয়াহুদীরা ব্যঙ্গ করে গালি হিসেবে ব্যবহার করত। তাদের ভাষায় শব্দটির অন্য অর্থ, রাখাল, অধিক গালিগালাজকারী।[752] আরবিতে راعنا বলতে বুঝায় من يحفظ الماشية ويرعاها وكلّ من ولي أمرا بالحفظ والسياسة كالملك، والأمير، والحاكم[753] ‘রাখাল, আমাদের দিকে তাকাও, আমাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি’[754]। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

“হে মু’মিনগণ ! তোমরা ‘রা‘এনা’ বলো না, বরং ‘উনযুরনা’ (আমাদের দিকে তাকান) বলো এবং শোন। আর কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে”।[755]

শব্দটি কুরআ’নে ০১ (এক) বার উল্লেখ আছে।[756]

---

750 আল কুরআ’ন, ০৬:১০৫

751 আল কুরআ’ন, ০৬:১০৫

752 জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

753 *আল মু‘জামুল ওয়াজীয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

754 *আল কুরআ’নের অভিধান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

755 আল কুরআ’ন, ০২:১০৪

756 আল কুরআ’ন, ০২:১০৪

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
০১ নং ছক	১৬০
০২ নং ছক	১৭১
ভাষাভিত্তিক অঞ্চলের মানচিত্র	১৭২

মহাগ্রন্থ আল কুরআ'নে উল্লেখিত অনারবি শব্দগুলো চতূর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করে এই অধ্যায়ে উক্ত শব্দগুলো ছক আকারে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

০১ নং ছকের প্রথম কলামে ক্রমিক নাম্বার উল্লেখ করা হয়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে অনারবি শব্দগুলো উল্লেখ করা হয়। একাধিক ভাষায় ব্যবহৃত কোন কোন শব্দ ভাষার নাম অর্থসহ নিম্নোক্ত ছকে লিপিবদ্ধ করা হয়। সেই সাথে শব্দটি কুরআ'নে কতবার কোন সূরার কত নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বর্ণনা করেছেন তা ছকে লিখা হয় এবং সূরা ও আয়াত নাম্বারের তালিকাও উল্লেখ করা হয়।

২য় ছকে এক নজরে ভাষাসমূহের নাম, পৃষ্ঠা নাম্বার এবং কোন ভাষার কতটি শব্দ কুরআ'নে উল্লেখ আছে তা উল্লেখ করা হয়।

০১ নং ছকঃ

ক্রমিক নং	অনারবি শব্দ	ভাষার নাম	শব্দের অর্থ	সূরা ও আয়াতের নাম্বার	যত বার উল্লেখ
			أ / ا		
০১	الرَّحْمـــن	সুরিয়ানী হিব্রু	পরম করুণাময়	০১: ০১,০৩; ০২: ১৬৩; ১৩: ৩০; ১৭: ১১০; ১৯: ১৮,২৬, ৪৪,৪৫,৫৮,৬১,৬৯,৭৫,৭৮,৮৫,৮৭,৮৮,৯১,৯২,৯৩,৯৬; ২০: ০৫,৯০, ১০৮,১০৯; ২১: ২৬, ৩৬, ৪২, ১১২; ২৫: ২৬, ৫৯,৬০,৬০,৬৩; ২৬: ০৫; ২৭: ৩০; ৩৬: ১১,১৫,২৩,৫২; ৪১: ০২; ৪৩: ১৭,১৯,২০,৩৩,৩৬, ৪৫,৮১; ৫০: ৩৩; ৫৫: ০১; ৫৯: ২২; ৬৭: ০৩,১৯,২০,২৯; ৭৮: ৩৭,৩৮	৫৭
০২	القيُّـــوْم	সুরিয়ানী	বিদ্যমান, চিরঞ্জীব	০২: ২৫৫; ০৩: ০২; ২০: ১১১	০৩
০৩	الْيَـــمُّ	সুরিয়ানী হিব্রু কিবতী	নদী, সমুদ্র	০৭: ১৩৬; ২০: ৩৯,৩৯,৭৮,৯৭; ২৭: ০৭; ২৮: ৪০; ৫১: ৪০	০৮
০৪	أَسْـــفَارًا	সুরিয়ানী	কিতাবের বোঝা, কিতাবসমূহ	৬২: ০৫	০১
০৫	اليَهُـــوْد	হিব্রু	সৎ পথে ফিরে আসা	০২:১১৩,১১৩,১২০; ০৫: ১৮,৫১,৬৪,৮২; ০৯: ৩০	০৮

ক্রমিক নং	অনারবি শব্দ	ভাষার নাম	শব্দের অর্থ	সূরা ও আয়াতের নাম্বার	যত বার উল্লেখ
০৬	إِبْرَاهِـــيْم	হিব্রু	ইবরাহীমঃ একজন নবীর নাম	০২:১২৪,১২৫,১২৫,১২৬,১২৭,১৩০,১৩২,১৩৩,১৩৫, ১৩৬,১৪০,২৫৮,২৫৮,২৫৮,২৬০; ০৩: ৩৩,৬৫,৬৭,৬৮, ৮৪,৯৫,৯৭; ০৪: ৫৪,১২৫,১২৫,১৬৩; ০৬: ৭৪,৭৫,৮৩, ১৬১; ০৯: ৭০,১১৪, ১১৪; ১১: ৬৯,৭৪,৭৫,৭৬; ১২: ০৬, ৩৮; ১৪: ৩৫; ১৫: ৫১; ১৬: ১২০,১২৩; ১৯: ৪১,৪৬,৫৮; ২১: ৫১,৬০, ৬২,৬৯; ২২: ২৬,৪৩,৭৮; ২৬: ৬৯; ২৯: ১৬, ৩১; ৩৩: ০৭; ৩৭: ৮৩,১০৪,১০৯; ৩৮: ৪৫; ৪২: ১৩; ৪৩: ২৬; ৫১: ২৪; ৫৩: ৩৭; ৫৭: ২৬; ৬০: ০৪,০৪; ৮৭: ১৯	৬৯
০৭	أَوَّاه	হিব্রু হাবশী	নরম মেজাজের লোক	০৯:১১৪; ১১: ৭৫	০২
০৮	إِدْرِيْـــس	হিব্রু	ইদ্রীসঃ একজন নবীর নাম	১৯:৫৬; ২১: ৮৫	০২
০৯	أَيُّـــوْب	হিব্রু	আইয়্যুবঃ একজন নবীর নাম	০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৪; ২১: ৮৩; ৩৮: ৪১	০৪
১০	أَخْلَـــد	হিব্রু	সর্বদা বিরাজমান	০৭: ১৭৬	০১
১১	إِسْحَـــاق	হিব্রু	ইসহাকঃ একজন নবীর নাম	০২: ১৩৩,১৩৬,১৪০; ০৩: ৮৪; ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৪; ১১: ৭১,৭১; ১২: ০৬,৩৮; ১৪: ৩৯; ১৯: ৪৯; ২১: ৭২; ২৯: ২৭; ৩৭: ১১২,১১৩; ৩৮: ৪৫	১৭
১২	إِسْمَاعِيْـــل	হিব্রু	ইসমা'ঈলঃ একজন নবীর নাম	০২: ১২৫,১২৭,১৩৩,১৩৬,১৪০; ০৩: ৮৪; ০৪: ১৬৩; ০৬: ৮৬; ১৪: ৩৯; ১৯: ৫৪; ২১: ৮৫; ৩৮: ৪৮	১২
১৩	أَلِيْـــم	হিব্রু যাঞ্জী	যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	০২: ১০,১০৪,১৭৪,১৭৮; ০৩: ২১,৭৭,৯১,১৭৭,১৮৮; ০৫: ৩৬,৭৩,৯৪; ০৬: ৭০; ০৭: ৭৩; ০৮: ৩২; ০৯: ০৩,৩৪, ৬১,৭৯,৯০; ১০: ০৪,৮৮,৯৭; ১১: ২৬,৪৮,১০২; ১২: ২৫; ১৪: ২২; ১৫: ৫০; ১৬: ৬৩,১০৪,১১৭; ২২: ২৫; ২৪: ১৯, ৬৩; ২৬: ২০১; ২৯: ২৩; ৩১: ০৭; ৩৪: ০৫; ৩৬: ১৮;	৫৮
১৪	الحَوَارِيُّـــوْن	নবতাঈ	সাহায্যকারী	০৩:৫২; ০৫: ১১২; ৬১: ১৪	০৩
১৫	إِلّ	নবতাঈ	চুক্তি, প্রতিশ্রুতি	০৯:০৮,১০	০২
১৬	أَكْـــوَاب	নবতাঈ	পানপাত্র, গ্লাস	৪৩: ৭১; ৫৬: ১৮; ৭৬: ১৫; ৮৮: ১৪	০৪
১৭	إِصْـــرِي	নবতাঈ	আমার ওয়াদা	০৩: ৮১	০১
১৮	الفِـــرْدَوْس	নবতাঈ রোমান	জান্নাতের সর্বোচ্চ একটি শ্রেণীর নাম	১৮: ১০৭; ২৩: ১১	০২
১৯	أَبْلِعِـــيْ	হাবশী	গ্রাস করা, পান করা	১১: ৪৪	০১

ক্রমিক নং	অনারবি শব্দ	ভাষার নাম	শব্দের অর্থ	সূরা ও আয়াতের নাম্বার	যত বার উল্লেখ
২০	الأَرَائِـــك	হাবশী	আসনসমূহ	১৮: ৩১; ৩৬: ৫৬; ৭৬: ১৩; ৮৩: ২৩; ৮৩: ৩৫	০৫
২১	أوَّاب	হাবশী	আল্লাহ'র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী	৩৮: ১৭,১৯,৩০,৪৪; ৫০: ৩২	০৫
২২	أبّـــا	হাবশী মাগরিবী	শুকনা ঘাস	৮০: ৩১	০১
২৩	أقـفَـــالُها	ফারসি	তালা	৪৭:২৪	০১
২৪	أبَارِيْـــق	ফারসি	জগ, কেতলি	৫৬: ১৮	০১
২৫	التَّنُّـــوْر	ফারসি	চুলা, চুল্লি	১১:৪০; ২৩:২৭	০২
২৬	الصِّـــرَاط	রোমান	রাস্তা, পথ	০১: ০৫; ০২: ১৪২, ২১৩; ০৩: ৫১, ১০১; ০৫: ১৬; ০৬: ৩৯, ৮৭, ১৬১; ০৭: ১৬; ১০: ২৫; ১১: ৫৬; ১৫: ৪১; ১৬: ৭৬, ১২১; ১৭: ৩৫; ১৯: ৩৬; ২২: ৫৪, ৬৭; ২৩: ৭৩; ২৪: ৪৬; ২৬: ১৮২; ৩৬: ০৪, ৬১; ৩৭: ১১৮; ৪২: ৫২; ৪৩: ৪৩, ৬১, ৬৪; ৪৬: ৩০; ৬৭: ২২	৩১
২৭	القِسْـــطاس	রোমান	দাঁড়িপাল্লা, পরিমাপক	১৭: ৩৫; ২৬: ১৮২	০২
২৮	الرَّقِيْـــم	রোমান	বই, ফলক	১৮:০৯	০১
২৯	الْمُهْـــل	মাগরিবী বারবারী	তেলের আবর্জনা	১৮: ২৯; ৪৪: ৪৫; ৭০: ০৮	০৩
৩০	الرَّسّ	মাগরিবী অনারবি	কূপ	২৫:৩৮; ৫০:১২	০২
৩১	إنَـــاه	মাগরিবী বারবারী	পরিপক্কতা	৩৩: ৫৩	০১
৩২	السِّجِـــلّ	হাবশী ফারসি	কিতাব, বই	২১:১০৪	০১
৩৩	إسْتَبْـــرَق	অনারবি	চাকচিক্যময় মোটা রেশমি কাপড়	১৮: ৩১; ৪৪: ৫৩; ৫৫: ৫৪; ৭৬: ২১	০৪
৩৪	الـــرُّوْم	অনারবি	মানব জাতির একটি বংশের নাম	৩০:০২	০১
৩৫	إسْـــرَائِيْل	অনারবি	ইসরাঈল হযরত ইয়া'কুব ﷺ -এর অপর নাম	০২:৪০,৪৮,৮৩,১২২,২১১,২৪৬; ০৩:৪৯,৯৩,৯৩; ০৫: ১২,৩২,৭০,৭২,৭৮,১১০; ০৭:১০৫,১৩৪,১৩৭,১৩৮; ১০:৯০,৯০,৯৩; ১৭:০২,০৪,১০১,১০৪;১৯:৫৮; ২০:৪৭, ৮০,৯৪; ২৬:১৭,২২,৫৯,১৯৭; ২৭:৭৬; ৩২:২৩; ৪০:৫৩; ৪৩:৫৯; ৪৪:৩০; ৪৫:১৬; ৪৬:১০; ৬১:০৬,১৪	৪৩
৩৬	إبْلِيْـــس	অনারবি	ইবলিশ	০২:৩৪; ০৭:১১; ১৫:৩১,৩২; ১৭:৬১; ১৮:৫০; ২০:১১৬; ২৬:৯৫; ৩৪:২০; ৩৮:৭৪,৭৫	১১

ক্রমিক নং	অনারবি শব্দ	ভাষার নাম	শব্দের অর্থ	সূরা ও আয়াতের নাম্বার	যত বার উল্লেখ
৩৭	إِنْجِيْـــل	অনারবি	ইঞ্জিলঃ একটি আসমানী কিতাব	০৩: ০৩,৪৮,৬৫; ০৫:৪৬,৪৭,৬৬,৬৮,১১০; ০৭:১৫৭; ০৯:১১১; ৪৮:২৯; ৫৭:৩৭	১২
৩৮	آزَر	অনারবি	আযরঃ ইবরাহীম ﷺ -এর পিতার নাম	০৬: ৭৪	০১
৩৯	آدم	অনারবি	আদমঃ মানব জাতির পিতা এবং প্রথম নবীর নাম	০২:৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭; ০৩:৩৩, ৫৯; ০৫:২৭; ০৭:১১, ১৯, ২৬, ২৭, ৩১, ৩৫, ১৭২; ১৭:৬১, ৭০; ১৮:৫০; ১৯:৫৮; ২০:১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২০, ১২১; ৩৬:৬০	২৫
৪০	إِلْيـــاس	অনারবি	ইলয়াসঃ একজন নবীর নাম	০৬:৮৫; ৩৭:১২৩	০২
৪১	إِلْيَسَـــع	অনারবি	ইলয়াসা'আঃ একজন নবীর নাম	০৬:৮৬; ৩৮:৪৮	০২
৪২	الرَّبَّـــانِيُّـــوْن	সুরিয়ানী হিব্রু	দরবেশ পথ, প্রদর্শক	০৫:৪৪; ০৫: ৬৩	০২
			ب		
৪৩	بَعِيْـــر	হিব্রু	উট, ভারবাহী জন্তু	১২:৬৫,৭২	০২
৪৪	بِيَـــع	ফারসি	গীর্জা	২২:৪০	০১
৪৫	بَطَائِنُـــهَا	কিবতী	আস্তরণ	৫৫:৫৪	০১
৪৬	بابِـــل	অনারবি	ব্যাবিলনঃ একটি শহরের নাম	০২:১০২	০১
			ت		
৪৭	تَتْبِيْـــرًا	নবতাঈ	ধ্বংস করা	১৭:০৭; ২৫: ৩৯	০২
৪৮	تَحْـــت	নবতাঈ	নিচে, অধীনে	০৫:৬৬; ০৬:৬৫; ২০:০৬; ২৯:৫৫; ৪১:২৯; ৪৮:১৮; ৬৬:১০	০৭
			ج		
৪৯	جَهَـــنَّم	হিব্রু ফারসি অনারবি	জাহান্নাম	০২:২০৬; ০৩: ১২, ১৬২, ১৯৭; ০৪: ৫৫, ৯৩, ৯৭, ১১৫, ১২১, ১৪০, ১৬৯; ০৭: ১৮, ৪১, ১৭৯; ০৮: ১৬, ৩৬, ৩৭; ০৯: ৩৫, ৪৯, ৬৩, ৬৮, ৭৩, ৮১, ৯৫, ১০৯; ১১: ১১৯; ১৩: ১৮; ১৪: ১৬, ২৯; ১৫: ৪৩; ১৬: ২৯; ১৭: ০৮, ১৮, ৩৯, ৬৩, ৯৮; ১৮: ১০০, ১০২, ১০৬; ১৯: ৬৮, ৮৬; ২০: ৭৪; ২১: ২৯, ৯৮; ২৩: ১০৩; ২৫: ৩৪, ৬৫; ২৯: ৫৪, ৬৮; ৩২: ১৩; ৩৫: ৩৬; ৩৬: ৬৩; ৩৮: ৫৬, ৮৫; ৩৯: ৩২, ৬০, ৭১, ৭২; ৪০: ৯৪, ৬০, ৭৬; ৪৩: ৭৪;	৭৭

ক্রমিক নং	অনারবি শব্দ	ভাষার নাম	শব্দের অর্থ	সূরা ও আয়াতের নাম্বার	যত বার উল্লেখ
				৪৫: ১০; ৪৮: ০৬; ৫০: ২৪, ৩০; ৫২: ১৩; ৫৫: ৪৩; ৫৮: ০৮; ৬৬: ০৯; ৬৭: ০৬; ৭২: ১৫, ২৩; ৭৮: ২১; ৮৫: ১০; ৮৯: ২৩; ৯৮: ০৬	
৫০	جِبْـتِ	হাবশী	যাদু, মূর্তি	০৪:৫১	০১
৫১	جِبْرِيْـل	অনারবি	জিবরাইলঃ একজন সম্মানিত ফেরেশতার নাম	০২:৯৭, ৯৮; ৬৬:০৪	০৩
৫২	جالـوْت	অনারবি	জালূতঃ এক কাফের বাদশার নাম	০২:২৪৯, ২৫০, ২৫১	০৩
			ح		
৫৩	حُوْبـًا	হাবশী	পাপ	০৪:০২	০১
৫৪	حَـــرَّم	হাবশী	নিষেধ করা	০২: ১৮৩,২৭৫; ০৩: ৯৩; ০৫: ৭২; ০৬: ১১৯,১৪৩,১৪৪, ১৫০,১৫১,১৫১; ০৭: ৩২,৩৩; ০৯: ২৯,৩৭,৩৭; ১৬: ১১৫; ১৭: ৩৩; ২৫: ৬৮	১৮
			خ		
৫৫	حَصَـــب	যাঞ্জী	ইন্দন, জ্বালানী	২১:৯৮	০১
৫৬	حِطَّـــة	যাঞ্জী	পাপ করা থেকে ক্ষমা চাওয়া	০২:৫৮; ০৭: ১৬১	০২
			د		
৫৭	دُرِّيّ	হাবশী	উজ্জ্বল, চকচকে	২৪:৩৫	০১
৫৮	دِيْنَـــار	ফারসি	প্রাচীন স্বর্ণমূদ্রা	০৩:৭৫	০১
৫৯	دَرَسْـــتَ	ইয়াহুদী	পড়া	০৬:১০৫	০১
৬০	داوُد	অনারবি	দাউদঃ একজন নবীর নাম	০২: ২৫১; ০৪: ১৬৩; ০৫: ৭৮; ০৬: ১৮৪; ১৭: ৫৫; ২১: ৭৮,৭৯; ২৭: ১৫,১৬; ৩৪: ১০,১৩; ৩৮: ১৭,২২,২৪, ২৬,৩০	১৬
			ر		
৬১	رَهْـــوًا	সুরিয়ানী	স্থির থাকা	৪৪:২৪	০১
৬২	رِبِّيُّـــوْن	সুরিয়ানী	আল্লাহ'র প্রিয়পাত্র	০৩:১৪৬	০১
৬৩	رَمْـــزًا	হিব্রু নবতাঈ	ইশারা, ইঙ্গিত	০৩:৪১	০১
৬৪	رَاعِنَـــا	ইয়াহুদী	আমাদের দিকে তাকাও	০২:১০৪	০১
			ز		
৬৫	زَنجَبِـــيْلا	ফারসি	আদা	৭৬:১৭	০১

ক্রমিক নং	অনারবি শব্দ	ভাষার নাম	শব্দের অর্থ	সূরা ও আয়াতের নাম্বার	যত বার উল্লেখ
৬৬	زَكَرِيَّـا	অনারবি	যাকারিয়াঃ একজন নবীর নাম	০৩:৩৭, ৩৭, ৩৮; ০৬:৮৫; ১৯:০২, ০৭; ২১:৮৯	০৭
			س		
৬৭	سَفَـــرَة	নবতাঈ	লেখকবৃন্দ	৮০:১৫	০১
৬৮	سَـــرِيّ	সুরিয়ানী নবতাঈ	ছোট ঝর্ণা	১৯:২৪	০১
৬৯	سَيْنَـــاء	নবতাঈ	তূর পাহাড় বা সিনাই পাহাড়	২৩: ২০	০১
৭০	سَكَـــرًا	হাবশী	মদ, মাদকদ্রব্য	১৬: ৬৭	০১
৭১	سِيْنِيْـــن	হাবশী	একটি উপত্যকা বা অঞ্চলের নাম	৯৫: ০২	০১
৭২	سُنـــدُس	ফারসি	পাতলা রেশমী কাপড়	১৮: ৩১; ৪৪: ৫৩; ৭৬: ২১	০৩
৭৩	سُـــرَادِق	ফারসি	কিনারা, বেষ্টনী	১৮:২৯	০১
৭৪	سِجِّيْـــل	ফারসি	পাথরে পরিণত প্রাচীন মাটিকে বুঝায়	১১:৮২; ১৫:৭৪; ১০৫:০৪	০১
৭৫	سَيِّـــدَهَا	কিবতী	স্বামী	১২: ২৫	০১
৭৬	سَلْسَبِيْـــلا	অনারবি	বেহেশতের প্রবাহমান ঝরনা ও তার পানি	৭৬: ১৮	০১
৭৭	سِجِّيْـــن	অনারবি	কয়েদখানা	৮৩:০৭,০৭	০১
৭৮	سَقَـــر	অনারবি	দোযখের আগুন, দোযখ	৫৪:৪৮; ৭৪:২৬,২৭,৪২	০৪
৭৯	سُلَيْمَـــان	অনারবি	সুলাইমানঃ একজন নবীর নাম	০২:১০২, ১০২; ০৪:১৬৩; ০৬:৮৪; ২১:৭৮, ৭৯, ৮১; ২৭:১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ৩০, ৩৬, ৪৪; ৩৪:১২; ৩৮:৩০, ৩৪	১৭
			ش		
৮০	شَهْـر	সুরিয়ানী	মাস	০২: ১৮৫,১৮৫,১৯৪,১৯৪,২১৭; ০৫: ০২,৯৭; ৩৪: ১২,১২; ৯৭: ০৩	১০
৮১	شَطْـــر	হাবশী	দিক	০২: ১৪৪,১৪৯,১৫০	০৩
			ص		
৮২	صَلَـــوَات	হিব্রু	দু'য়াসমূহ, নামাযসমূহ, রহমতসমূহ	০২: ১৫৭,২৩৮; ০৯: ৯৯; ২২: ৪০	০৪

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	অনারবি শব্দ	ভাষার নাম	শব্দের অর্থ	সূরা ও আয়াতের নাম্বার	যত বার উল্লেখ
৮৩	صُـــزْهُنَّ	নবতাঈ রোমান	ফিরে আসা	০২: ২৬০	০১
			ط		
৮৪	طُـــوْر	সুরিয়ানী	উচ্চ পাহাড়	০২: ৬৩,৯৩; ০৪: ১৫৪; ১৯: ৫২; ২০: ৮০;২৩: ২০; ২৮: ২৯,৪৬; ৫২: ০১; ৯৫: ০২	১০
৮৫	طُـــوَى	হিব্রু	তূর পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম	২০: ১২; ৬৯: ১৬	০২
৮৬	طه	নবতাঈ হাবশী	ত্বা-হা	২০: ০১	০১
৮৭	طاغُـــوْت	হাবশী	শয়তান, আল্লাহদ্রোহী	০২: ২৫৬,২৫৭; ০৪: ৫১,৬০,৭৬; ০৫: ৬০; ১৬: ৩৬; ৩৯: ১৭	০৮
৮৮	طُوْبَـــى	হাবশী	শান্তি, সচ্ছলতা	১৩: ২৯	০১
৮৯	طفِـــقا	রোমান	কোন কাজ করা, শুরু করা	০৭: ২২; ২০: ১২১	০২
৯০	طالـــوت	অনারবি	তালূতঃ বনী ইসরাইলের এক সম্রাটের উপাধি	০২:২৪৭, ২৪৯	০২
			ع		
৯১	عَـــدْن	সুরিয়ানী রোমান	জান্নাতের একটি স্তরের নাম	০৯: ৭২; ১৩: ২৩; ১৬: ৩১; ১৮: ৩১; ১৯: ৬১; ২০: ৭৬; ৩৫: ৩৩; ৩৮: ৫০; ৪০: ০৮; ৬১: ১২; ৯৮: ০৮	১১
৯২	عَبَّـــدْتَّ	নবতাঈ	দাস বানানো	২৬: ২২	০১
৯৩	العَـــرِم	হাবশী	স্রোত, বন্যা	৩৪: ১৬	০১
৯৪	عِمْـــران	অনারবি	‘ইমরানঃ মূসা ও মারইয়াম ﷺ –এর পিতা	০৩:৩৩, ৩৫; ৬৬:১২	০৩
৯৫	عـــيسى	অনারবি	‘ঈসাঃ একজন নবীর নাম	০২:৮৭, ১৩৬, ২৫৩; ০৩:৪৫, ৫২, ৫৫, ৫৯, ৮৪; ০৪:১৫৭, ১৬৩, ১৭১; ০৫:৪৬, ৭৮, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৬; ০৬:৮৫; ১৯:৩৪; ৩৩:০৭; ৪২:১৩; ৪৩:৬৩; ৫৭:২৭; ৬১:০৬, ১৪	২৫
			غ		
৯৬	غِيْـــض	হাবশী	অল্প	১১: ৪৪	০১

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	অনারবি শব্দ	ভাষার নাম	শব্দের অর্থ	সূরা ও আয়াতের নাম্বার	যত বার উল্লেখ
৯৭	غَسَّـــاق	তুর্কী	ঠাণ্ডা দুর্গন্ধযুক্ত পানি	৩৮: ৫৭	০১
			ف		
৯৮	فـــوْم	হিব্রু	রসুন, গম	০২:৬১	০১
৯৯	فِرْعَـــون	অনারবি	ফির'আউনঃ মিশরে প্রত্যেক শাসক গোষ্ঠীকে এই উপাধি দেয়া হতো	০২:৪৯, ৫০; ০৩:১১; ০৭:১০৩, ১০৪, ১০৯, ১১৩, ১২৩, ১২৭, ১৩০, ১৩৭, ১৪১; ০৮:৫২, ৫৪, ৫৪; ১০:৭৫, ৭৯, ৮৩, ৮৩, ৮৮, ৯০; ১১:৯৭, ৯৭, ৯৭; ১৪:০৬; ১৭:১০১, ১০২; ২০:২৪, ৪৩, ৬০, ৭৮, ৭৯; ২৩:৪৬; ২৬:১১, ১৬, ২৩, ৪১, ৪৪, ৫৩; ২৭:১২; ২৮:০৩, ০৪, ০৬, ০৮, ০৮, ০৯, ৩২, ৩৮; ২৯:৩৯; ৩৮:১২; ৪০:২৪, ২৬, ২৮, ২৯, ৩৬, ৩৭, ৩৭, ৪৫, ৪৬; ৪৩:৪৬, ৫১; ৪৪:১৭, ৩১; ৫০:১৩; ৫১:৩৮; ৫৪:৪১; ৬৬: ১১, ১১; ৬৯:০৯; ৭৩:১৫, ১৬; ৭৯:১৭; ৮৫:১৮; ৮৯:১০	৭৪
			ق		
১০০	قِنْـــطارٍ	সুরিয়ানী রোমান বারবারী	অঢেল ধন সম্পদ	০৩: ৭৫	০১
১০১	قُمَّـــل	সুরিয়ানী হিব্রু	উকুন	০৭: ১৩৩	০১
১০২	قِطّنـــا	নবতাঈ	অংশ	৩৮: ১৬	০১
১০৩	قَسْـــوَرَة	হাবশী	সিংহ	৭৪: ৫১	০১
১০৪	قِسْـــط	রোমান	ন্যয়	০৩: ১৮,২১; ০৪: ১২৭, ১৩৫; ০৫: ০৮, ৪২; ০৬: ১৫২; ০৭: ২৯; ১০: ০৪, ৪৭, ৫৪; ১১: ৮৫; ২১: ৪৭; ৫৫: ০৯; ৫৭: ২৫	১৫
১০৫	قَرَاطِيْـــس	অনারবি	এমন পুস্তিকা যাতে লিখা হয়	০৬: ৯১	০১
১০৬	قـــارون	অনারবি	ক্বারূণঃ মূসা ﷺ -এর আমলের এক ধনাঢ্য কৃপণ	২৮:৭৬, ৭৯; ২৯:৩৯; ৪০:২৪	০৪
			ك		
১০৭	كَفَـــر	হিব্রু নবতাঈ	কাফের হওয়া, লুকিয়ে রাখা	০৩: ১৯৩; ৪৭: ০২	০২
১০৮	كِفْلَيْـــن	হাবশী	দ্বিগুণ	৫৭: ২৮	০১
১০৯	كَنْـــز	ফারসি	যে সম্পদ মাটিতে পুঁতে রাখা হয়	১১: ১২; ১৮: ৮২; ২৫: ০৮	০৩
১১০	كُوِّرَت	ফারসি	গুটানো	৮১: ০১	০১

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	অনারবি শব্দ	ভাষার নাম	শব্দের অর্থ	সূরা ও আয়াতের নাম্বার	যত বার উল্লেখ
১১১	كَافُــوْرًا	ফারসি	কর্পূরঃ এক ধরণের সুগন্ধিযুক্ত গাছ	৭৬: ০৫	০১
			ل		
১১২	لِينَة	ইয়াহুদী	খেজুর গাছ	৫৯: ০৫	০১
১১৩	لُــوْط	অনারবি	লূতঃ একজন সম্মানিত নবীর নাম	০৬:৮৭; ০৭:৮০; ১১:৭০, ৭৪, ৭৭, ৮১, ৮৯; ১৫:৫৯, ৬১; ২১:৭১, ৭৪; ২২:৪৩; ২৬:১৬০, ১৬১, ১৬৭; ২৭:৫৪, ৫৬; ২৯:২৬, ২৮, ৩২, ৩৩; ৩৭:১৩৩; ৩৮:১৩; ৫০:১৩; ৫৪:৩৩, ৩৪; ৬৬:১০	২৭
১১৪	لُقْمــان	অনারবি	লুকমানঃ একজন প্রসিদ্ধ প্রজ্ঞাবান ব্যাক্তির নাম	৩১:১২, ১৩	০২
			م		
১১৫	مَرْقُــوْم	হিব্রু	লিখিত	৮৩: ০৯,২০	০২
১১৬	مَلَكُــوْت	নবতাঈ	রাজত্ব	০৬: ৭৫; ০৭: ১৭৫; ২৩: ৮৮; ৩৬: ৮৩	০৪
১১৭	مَنَــاص	নবতাঈ	পালিয়ে যাওয়া	৩৮: ০৩	০১
১১৮	مُتَّــكَأ	হাবশী	ঠেস লাগিয়ে বসা বা দাঁড়ানোর জায়গা	১২: ৩১	০১
১১৯	مِشْــكَاة	হাবশী	প্রদীপ	২৪: ৩৫	০১
১২০	مِنْسَــاة	হাবশী	লাঠি	৩৪: ১৪	০১
১২১	مُنْفَطِــر	হাবশী	ফেটে যাওয়া	৭৩: ১৮	০১
১২২	مَقَالِــيْد	ফারসি	চাবি	৩৯: ৬৩; ৪২: ১২	০২
১২৩	مِسْــك	ফারসি	মিশক, মৃগনাভী	৮৩: ২৬	০১
১২৪	مُزْجَــاة	অনারবি	অল্প	১২: ৮৮	০১
১২৫	مَجُــوْس	অনারবি	এমন সম্প্রদায় যারা সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি পূজা করে	২২: ১৭	০১
১২৬	مَرْجَــان	অনারবি	প্রবাল	৫৫: ২২,৫৮	০২
১২৭	مُــوسى	অনারবি	মূসাঃ	০২:৫১, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬০, ৬১, ৬৭, ৮৭, ৯২, ১০৮, ১ ৩৬, ২৪৬, ২৪৮; ০৩:৮৪; ০৪:১৫৩, ১৫৩, ১৬৪; ০৫:২০, ২২, ২৪; ০৬:৮৪, ৯১, ১৫৪; ০৭:১০৩, ১০৪, ১১৫, ১১৭, ১২২, ১২৭, ১২৮,	১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	অনারবি শব্দ	ভাষার নাম	শব্দের অর্থ	সূরা ও আয়াতের নাম্বার	যত বার উল্লেখ
			একজন নবী ও রাসূলের নাম	১৩১, ১৩৪, ১৩৮, ১৪২, ১৪২, ১৪৩, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৯, ১৬০; ১০:৭৫, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৭, ৮৮; ১১:১৭, ৯৬, ১১০; ১৪:০৫, ০৬, ০৮; ১৭:০২, ১০১, ১০১; ১৮:৬০, ৬৬; ১৯:৫১; ২০:০৯, ১১, ১৭, ১৯, ৩৬, ৪০, ৪৯, ৫৭, ৬১, ৬৫, ৬৭, ৭০, ৭৭, ৮৩, ৮৬, ৮৮, ৯১ ; ২১:৪৮; ২২:৪৪; ২৩:৪৫, ৪৯; ২৫:৩৫; ২৬:১০, ৪৩, ৪৫, ৪৮, ৫২, ৬১, ৬৩, ৬৫; ২৭:০৭, ০৯, ১০; ২৮:০৩, ০৭, ১০, ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪৩, ৪৪, ৪৮ , ৪৮, ৭৬; ২৯:৩৯; ৩২:২৩; ৩৩:০৭, ৬৯; ৩৭:১১৪, ১২০; ৪০:২৩, ২৬, ২৭, ৩৭, ৫৩; ৪১:৪৫; ৪২:১৩; ৪৩:৪৬; ৪৬:১২, ৩০; ৫১:৩৮; ৫৩:৩৬; ৬১:০৫, ৭৯:১৫; ৮৭:১৯	
১২৮	مَـــرْيَم	অনারবি	মারইয়ামঃ হলেন 'ঈসা ﷺ -এর মা	০২:৮৭, ২৫৩; ০৩:৩৬, ৩৭, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৫; ০৪:১৫৬, ১৫৭, ১৭১, ১৭১; ০৫:১৭, ১৭, ৪৬, ৭২, ৭৫, ৭৮, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৬; ০৯:৩১; ১৯:১৬, ২৭, ৩৪; ২৩:৫০; ৩৩:০৭, ৫৭; ৫৭:২৭; ৬১:০৬, ১৪; ৬৬:১২	৩৪
১২৯	مَأْجُـوْج	অনারবি	মা'জুজঃ একটি শক্তিশালী জাতির নাম	১৮:৯৪; ২১:৯৬	০২
১৩০	مـــاروت	অনারবি	মারুতঃ একজন ফেরেশতার নাম	০২:১০২	০১
১৩১	مـــيكال	অনারবি	মিকাল বা মিকাইলঃ ফেরেশতার নাম	০২:৯৮	০১
			ن		
১৩২	نَاشِـئَـــة	হাবশী	রাত জেগে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করা	৭৩: ০৬	০১
১৩৩	ن	ফারসি	নূন	৬৮: ০১	০১
১৩৪	نُـــوْح	অনারবি	নূহঃ একজন নবীর নাম	০৩:৩৩; ০৪:১৬৩; ০৬:৮৪; ০৭:৫৯, ৬৯; ০৯:৭০; ১০:৭১; ১১:২৫, ৩২, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৮৯; ১৪:০৯; ১৭:০৩, ১৭; ১৯:৫৮; ২১:৭৬; ২২:৪২; ২৩:২৩; ২৫:৩৭; ২৬:১০৫, ১০৬, ১১৬; ২৯:১৪; ৩৩:০৭; ৩৭:৭৫, ৭৯; ৩৮:১২; ৪০:০৫, ৩১; ৪২:১৩;	৪৩

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	অনারবি শব্দ	ভাষার নাম	শব্দের অর্থ	সূরা ও আয়াতের নাম্বার	যত বার উল্লেখ
				৫০:১২; ৫১:৪৬; ৫৩:৫২; ৫৪:০৯; ৫৭:২৬; ৬৬:১০; ৭১:০১, ২১, ২৬	
			و		
১৩৫	وَزَر	নবতাঈ	আশ্রয়স্থল	৭৫: ১১	০১
১৩৬	وَرَاء	নবতাঈ অনারবি	সামনে ও পিছনে উভয়টাই বুঝায়	০২:১০১; ০৩:১৮৭; ০৪:২৪; ০৬:৯৪; ১১:৭১;২৩:০৭; ৩৩:৫৩; ৪২:৫১; ৪৯:০৪; ৫৯:১৪; ৭০:৩১; ৮৪:১০	১২
১৩৭	وَرْدَة	অনারবি	গোলাপ ফুল, রক্তিম বর্ণ	৫৫: ৩৭	০১
			ه / هـ		
১৩৮	هَـــوْن	সুরিয়ানী	বিনয়	২৫: ৬৩	০১
১৩৯	هَـــيْتَ لك	সুরিয়ানী হিব্রু	তুমি এসো	১২: ২৩	০১
১৪০	هُـــدْنَا	হিব্রু	ফিরে আসা	০৭: ১৫৬	০১
১৪১	هُـــوْد	অনারবি	ইয়াহুদী	০২: ১১১, ১৩৫, ১৪০; ০৭: ৬৫; ১১: ৫০, ৫৩, ৫৮, ৬০, ৮৯; ২৬: ১২৪	১০
১৪২	هـــارون	অনারবি	হারুনঃ একজন সম্মানিত নবীর নাম	০২:২৪৮; ০৪:১৬৩; ০৬:৮৪; ০৭:১২২, ১৪২; ১০:৭৫; ১৯:২৮, ৫৩; ২০:৩০, ৭০, ৯০, ৯২; ২১: ৪৮; ২৩:৪৫; ২৫:৩৫; ২৬:১৩, ৪৮; ২৮:৩৪; ৩৭:১১৪, ১২০	২০
১৪৩	هامـــان	অনারবি	হামানঃ ফেরাউনের মন্ত্রীর নাম	২৮:০৬, ০৮, ৩৮; ২৯:৩৯; ৪০:২৪, ৩৬	০৬
১৪৪	هـــاروت	অনারবি	হারুতঃ একজন ফেরেশতার নাম	০২:১০২	০১
			ي		
১৪৫	يـس	হাবশী	ইয়াসীন	৩৬: ০১	০১
১৪৬	يَصِـــدُّونَ	হাবশী	হৈচৈ করা	৪৩: ৫৭	০১
১৪৭	يَحُـــوْر	হাবশী	ফিরে আসা	৮৪: ১৪	০১
১৪৮	يَاقـــوْت	ফারসি	বহুমূল্যবান একপ্রকার পাথর	৫৫: ৫৮	০১
১৪৯	يُصْهَـــر	মাগরিবী	গলানো	২২: ২০	০১
১৫০	يَعْقـــوْب	অনারবি	ইয়া'কুবঃ একজন নবীর নাম	০২:১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০; ০৩:৮৪; ০৪:১৬৩; ০৬:৮৪; ১১:৭১; ১২:০৬, ৩৮, ৬৮; ১৯:০৬, ৪৯; ২১:৭২; ২৯:২৭; ৩৮:৪৫	১৬
১৫১	يـــوسف	অনারবি	ইউসূফঃ	০৬:৮৪; ১২:০৪, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৭, ২১, ২৯, ৪৬, ৫১,	২৭

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	অনারবি শব্দ	ভাষার নাম	শব্দের অর্থ	সূরা ও আয়াতের নাম্বার	যত বার উল্লেখ
			একজন নবীর নাম	৫৬, ৫৮, ৬৯, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯০, ৯৪, ৯৯; ৪০:৩৪	
১৫২	يـونس	অনারবি	ইউনূসঃ একজন নবীর নাম	০৪:১৬৩; ০৬:৮৬; ১০:৯৮; ৩৭:১৩৯	০৪
১৫৩	يَغُـوْث	অনারবি	ইয়াগুছঃ মূর্তির নাম	৭১:২৩	০১
১৫৪	يَأْجُـوْج	অনারবি	ইয়া'জুজঃ একটি শক্তিশালী জাতির নাম	১৮:৯৪; ২১:৯৬	০২
১৫৫	يَعُـوْق	অনারবি	ইয়া'উকঃ মূর্তির নাম	৭১:২৩	০১

০২ নং ছকঃ

ভাষার নাম	পৃষ্ঠা নং	শব্দ সংখ্যা
সুরিয়ানী ভাষাঃ প্রাচীন সিরীয় ভাষা	৩৩	১৫
হিব্রু ভাষা	৪৬	১৮
নবতাঈ / নাবতী ভাষা	৬০	১৭
হাবশী / ইথিওপিয়ান ভাষা	৭১	২৪
ফারসি ভাষা	৮৭	১৬
রোমান ভাষা	৯৯	০৬
মাগরিবী আরবি ভাষা (দারিজ)	১০৪	০২
বারবারী ভাষা	১০৭	০২
কিবতী ভাষা	১১০	০২
যাঞ্জী ভাষা	১১৪	০২
তুর্কী ভাষা	১১৮	০১
অনারবি শব্দ	১২১	৪৭
ইয়াহুদীদের ব্যবহৃত শব্দ	১৫৭	০৩

ভাষাভিত্তিক অঞ্চলের মানচিত্র

সুরিয়ানী ভাষার অঞ্চল

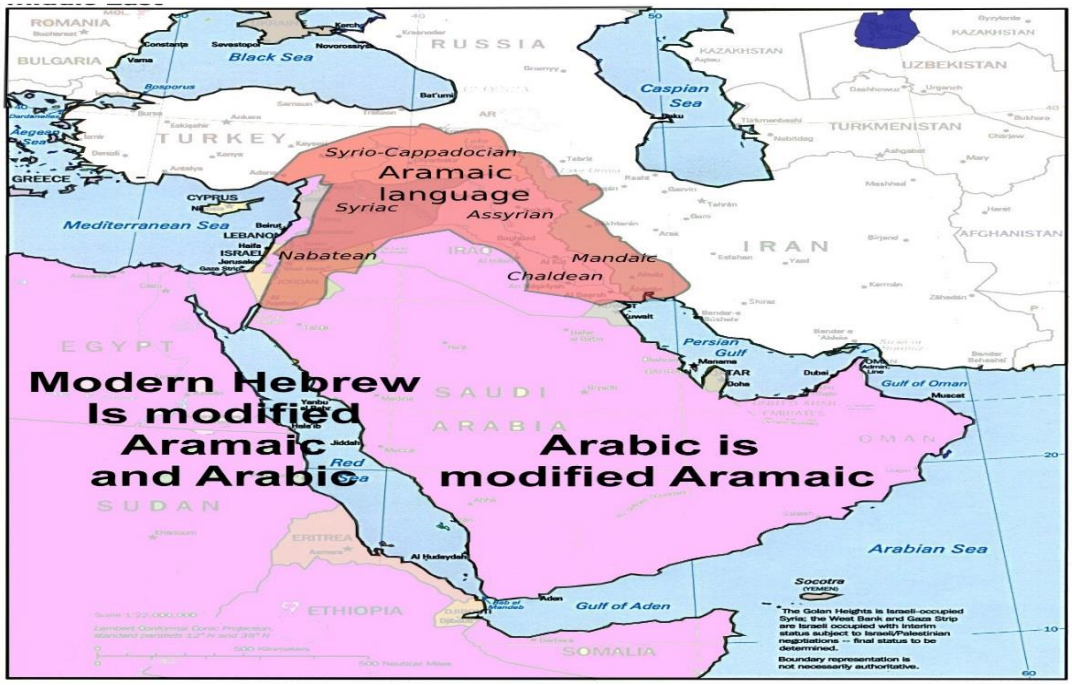

হিব্রু ভাষার অঞ্চল

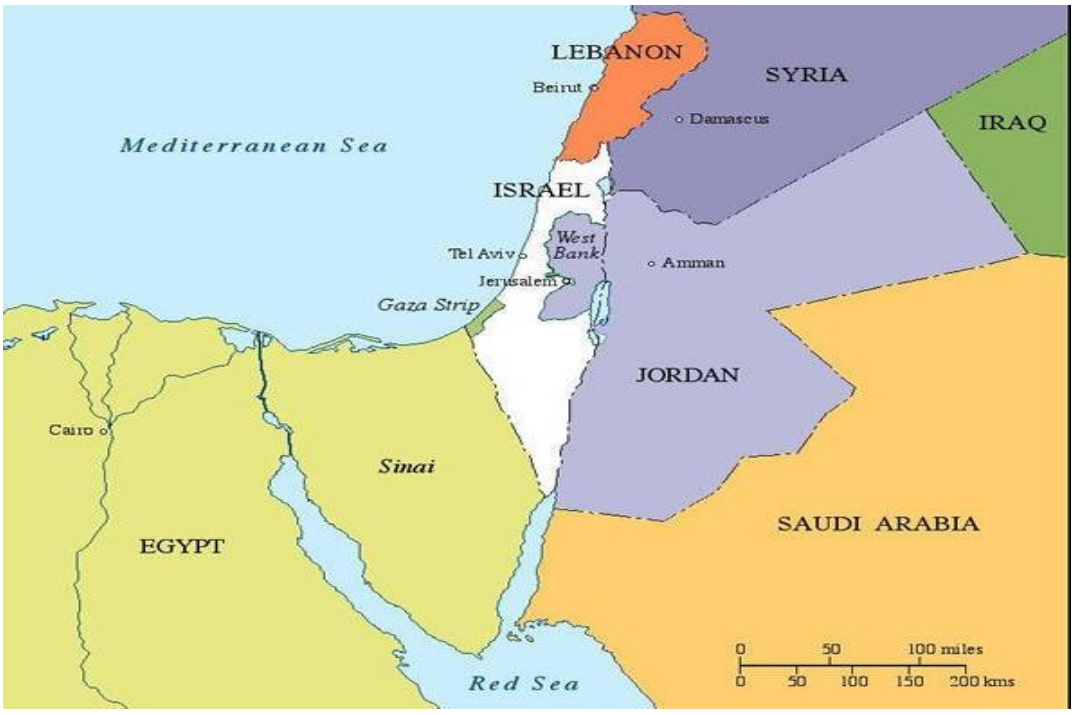

নবতাঈ ভাষার অঞ্চল

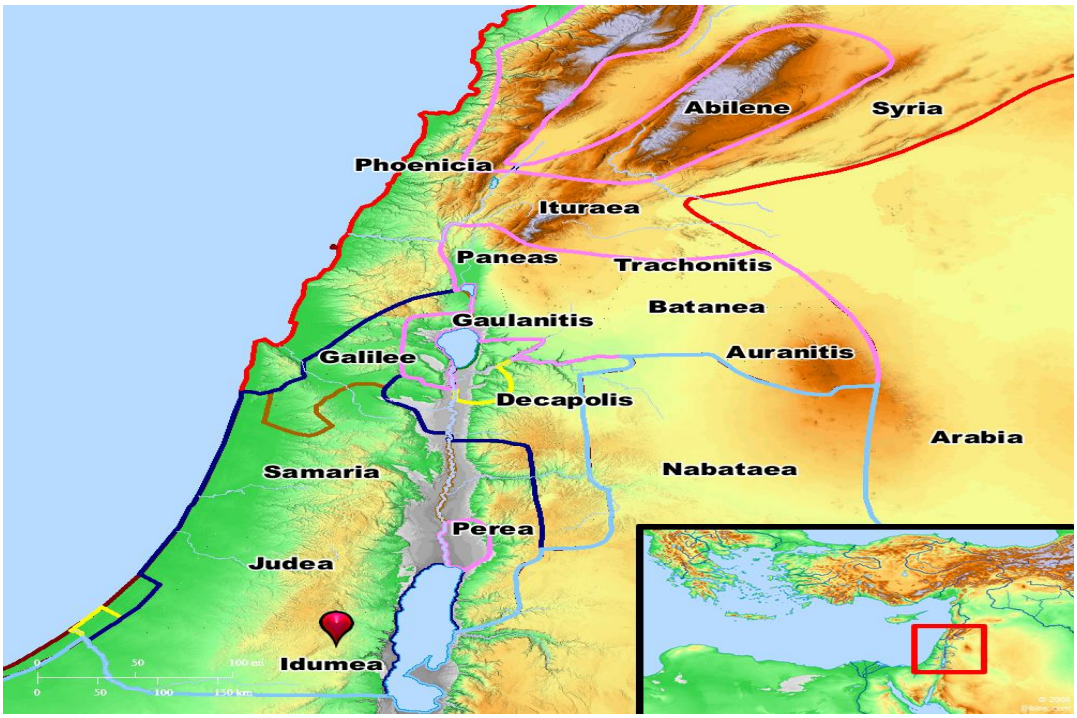

হাবশি ভাষার অঞ্চল

ফারসি ভাষার অঞ্চল

রোমান ভাষার অঞ্চল

Dhaka University Institutional Repository

মাগরিবী ভাষার অঞ্চল

বারবারী ভাষার অঞ্চল

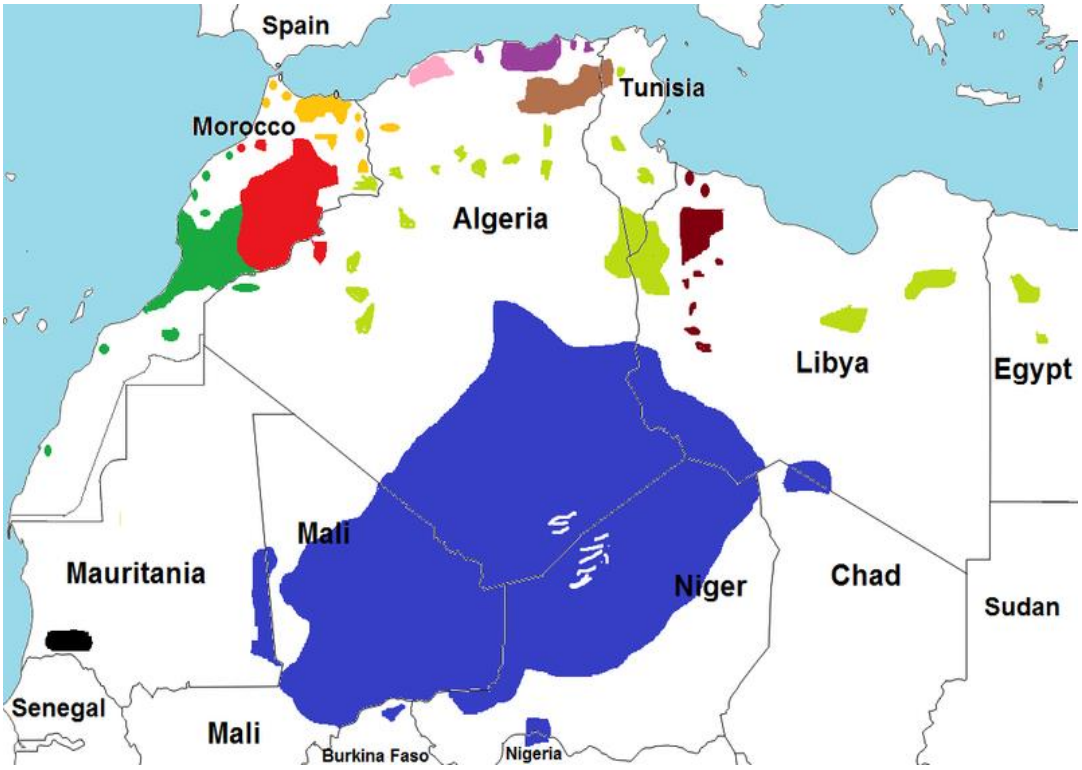

Dhaka University Institutional Repository

কিবতী ভাষার অঞ্চল

যাঞ্জী ভাষার অঞ্চল

Dhaka University Institutional Repository

তুর্কী ভাষার অঞ্চল

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পবিত্র কুরআ'নের ভাষা, শব্দ চয়ন, বর্ণনাভঙ্গি, বাক্যবিন্যাস, বালাগাত-ফাসাহাত অন্যান্য সাহিত্যের চেয়ে অনেক উচ্চ মানের। আসলে 'ভাষা' ও 'শব্দ' এক নয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কুরআ'নে কারীমে ভিন দেশী ভাষার ব্যবহার করে কুরআ'নের মধ্যকার আরবি ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে আরও বৃদ্ধি করেছেন। মূলত বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষেরা চাকরি, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে একে অপরের সংস্পর্শে আসার ফলেই কোনো ভাষায় 'বিদেশী' শব্দের সংযুক্তি ঘটে। কুরআ'নে বর্ণিত অনারবি শব্দগুলো মানুষদের জবানে প্রচলিত ছিল।

মহাগ্রন্থ আল কুরআ'ন পৃথিবীতে নাযিলের পূর্বে 'লাওহে মাহফুয'-এ সংরক্ষিত ছিল। সেখান থেকে দুনিয়ার প্রথম আকাশে 'রমজান মাসে ক্বদরের রাত্রিতে তা নাযিল করা হয়। অতঃপর দীর্ঘ ২৩ বছরে মানুষের প্রয়োজনানুসারে জিবরাইল ﷺ -এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর এই কুরআ'ন রহমত স্বরূপ অবতীর্ণ হয়।

বর্তমান সময়ের মতো কাগজ, মুদ্রণ ও সংরক্ষণের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রচলন না থাকায় সে সময় কুরআ'নের আয়াতগুলো পাথরের উপর, চামড়া, খেজুরের ডালা, বাঁশের চটিত, গাছের পাতা, পশুর হাড় ইত্যাদিতে লিখা হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ , হযরত আবু বকর ﷺ , ঊমর ﷺ , ঊসমান ﷺ -এর যুগে সুক্ষ ও সুনিপুণভাবে তা সংরক্ষিত হয়। আজব্দী কুরআ'নের কোন কিছুই পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়নি। আল হামদুলিল্লাহ।

পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলোর অন্যতম ভাষা আরবি। আরবি এমন একটি ভাষা যার মাধ্যমে কম কথায় অধিক ভাব প্রকাশ করা যায়। কুরআ'ন নাযিলের পর থেকে এক দিকে আরব্য কবি-সাহিত্যিকদের কাব্যিক ও সাহিত্যিক কীর্তি ম্লান হতে শুরু করে অন্য দিকে স্বীয় আরবি ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ, সুসামঞ্জস্য ও সমুন্নত করেছে। সেই সাথে অনারবি ভাষার উপরও আরবি ভাষা এতটা প্রভাব ফেলে যে, অনারবরা ইসলাম গ্রহণ করার পাশাপাশি আরবি ভাষাও শিখতে থাকে।

পবিত্র কুরআ'নে আরবি ভাষার পাশাপাশি বেশ কিছু অনারবি শব্দও বিদ্যমান। যেমনঃ

সিরিয়াক বা সুরিয়ানী ভাষাঃ প্রাচীন সিরীয় ভাষা। সিরিয়ার মূল ভাষা ছিল "আরামাইক ভাষা"। শাম ও আরব উপদ্বীপের মাঝে হিজরত, ব্যবসায়িক লেনদেন এবং সাংস্কৃতির পালা বদলের ফলে তৎকালীন সিরিয়া ও আরবদের মধ্যে ভাষা-শব্দেরও পালা

Dhaka University Institutional Repository

বদল হয়। কুরআ'নে উল্লেখিত সুরিয়ানী ভাষার কিছু শব্দ হলো الرَّحْمـــن، القيُّـــوْم، سَـــريّ، قِنْـــطارِ، اليَـــمُّ ইত্যাদি।

হিব্রু ভাষাঃ ঐতিহাসিক ভাষাগুলির মধ্যে 'হিব্রু ভাষা' অন্যতম। যা ইসরাঈল নামক দেশের অফিসিয়াল ভাষা। আল্লাহ প্রদত্ত আসমানি গ্রন্থ "তাওরাত বা তোরাহ" এই ভাষায় নাযিল হয়েছিল বিধায় হিব্রু ভাষার গুরুত্ব এত বেশি। কুরআ'নে উল্লেখিত হিব্রু ভাষার কিছু শব্দ হলো فـــوْم، اليَهُـــوْد، إبْرَاهِـــيْم، أوَّاه، بَعِيْـــر ইত্যাদি।

ফারসি ভাষাঃ 'ফারসি ভাষা বা পারসিক ভাষা' হলো ইরান (IRAN)-এ প্রচলিত একটি ভাষা। পারস্যের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ভাষা থেকে ফারসি ভাষার উদ্ভব হয়েছে। ফারসি বর্ণমালা আরবি লিপির উপর ভিত্তি করে লেখার একটি পদ্ধতি। কুরআ'নে উল্লেখিত ফারসি ভাষার কিছু শব্দ হলো سُنـــدُس، أقفَـــالُها، دِيْنَـــار، كَنْـــز، مَقالِـــيْد ইত্যাদি।

রোমান ভাষাঃ 'রোমান ভাষা' ইতালীয়ানদের ব্যবহৃত একটি প্রাচীন ভাষা যা ইতালীতে (ITALY) নামক দেশে ব্যবহৃত হয়। ভাষাটি ল্যাটিন ভাষা নামেও পরিচিত। প্রাচীন রোম এবং পার্শ্ববর্তী লাতিউম এলাকাতে এ ভাষাটি প্রচলিত ছিল। কুরআ'নে উল্লেখিত রোমান ভাষার কিছু শব্দ হলো قِسْـــط، الصِّـــرَاط، القِسْـــطاس، الرَّقِيْـــم، صُـــرْهُنَّ ইত্যাদি।

ইথিওপিয়ান ভাষাঃ আফ্রিকার প্রাচীনতম স্বাধীন রাষ্ট্র ইথিওপিয়া (ETHIOPIA)-এর পূর্ব নাম 'আবিসিনিয়া (ABYSSINIA), الحبشة (হাবশাহ), সোমালিল্যান্ড'। যখন ইথিওপিয়াকে আরবি তে 'হাবশাহ' বলা হতো তখন তাদের ভাষাকে 'হাবশীয়াহ ভাষা' বলা হতো। বর্তমান ইথিওপিয়ার সরকারী ভাষা 'আমহারী (AMHARIC)'। কুরআ'নে উল্লেখিত ইথিওপিয়ান ভাষার কিছু শব্দ হলো أبْلِعِـــيْ، شَطْـــر، طاغُـــوْت، حُوْبـــًا، حِبْـــتِ ইত্যাদি।

তুর্কী ভাষাঃ মূলত তুরস্কে এ ভাষা কথিত হলেও সাইপ্রাস, গ্রিক ও পূর্ব ইউরোপের বহু দেশে তুর্কীভাষী সম্প্রদায় আছে। আরব দেশগুলোর পাশাপাশি তুর্কী ভাষাভাষী দেশটির (তুর্কিস্থান) অবস্থান হওয়ায় ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতির প্রায় অনেক কিছুই দুই জাতির মধ্যে প্রবেশ করে। এমনকি আরবি ও তুর্কী ভাষার মাঝে কিছু শব্দও রদবদল হয়। কুরআ'নে উল্লেখিত তুর্কী ভাষার শব্দ হলো غَسَّـــاق

কিবতী ভাষাঃ কিবতী (قِبْطِيٌّ / COPTIC) মিশরের আদি বাসিন্দা। আরবরা মিশরে প্রবেশের পর কিবতীরা অফিস-আদালতে কাজ করার জন্য আরবি ভাষা শিখতে শুরু করে। অন্যদিকে তাদের বড় একটা অংশ ইসলাম ত্যাগ করে কুরআ'ন পড়ার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

আরবি শিখে। মিশরের পিরামিড নির্মাণের পূর্বে কিবতী ভাষার প্রচলন ছিল। সেই থেকে অনেক শব্দ আরবি ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে। কুরআ'নে উল্লেখিত কিবতী ভাষার কিছু শব্দ হলো بطائنها، سيدها ইত্যাদি।

নবতাঈ ভাষাঃ নবতাঈ (الأنباط / NABATAEAN) নামে পরিচিত। ইউফ্রেতিস এবং লোহিত সাগরের মাঝে আরব ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ৩৭ থেকে ১০০ খ্রীষ্টাব্দে তারা বসবাস করতেন। ব্যবসাই ছিলো নবতাঈদের প্রধান পেশা। নবতাঈদের মাঝে সাহিত্য চর্চা বেশি ছিল। কিন্তু আজ তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। কুরআ'নে উল্লেখিত কিবতী ভাষার কিছু শব্দ হলো كَفّــــر، رَمْــــزًا، الحَوَارِيُّــــوْن، مَلَكُــــوْت، تَتْبِيْــــرًا ইত্যাদি।

আল কুরআ'নে প্রত্যেকটি অক্ষর, শব্দ, বাক্য অত্যন্ত চমৎকার ও অতুলনীয়। ভিন দেশী শব্দের আত্নীকৃত ও সমাহারের ফলে মহাগ্রন্থ আল কুরআ'নে আরবি ভাষার পরিবর্তন হয়নি বরং কুরআ'নের আরবি ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি আশা করি, আমার এই গবেষণা কর্মটি সর্ব মহলে কল্যাণকর হবে। বিশেষকরে পরবর্তী গবেষকদের চিন্তার পথকে উত্তরোত্তর আরও উম্মুক্ত করবে, ইন শা আল্লাহ। (আল্লাহ'ই অধিক জ্ঞাত)।

Dhaka University Institutional Repository

গ্র ন্থ প ঞ্জি

০১.	আল কুরআ'ন	
০২.	কুরআ'নুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর)	: বাদশাহ ফাহাদ কুরআ'ন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, মদীনা মোনাওয়ারা, সৌদি আরব, ১৪৩৬ হি.
০৩.	আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু 'উমর ইবনু কাসীর আদ দিমাশক্বী	: *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম (তাফসীরু ইবনে কাসীর)*, কায়রো, দারুল হাদীস, ২০০৫ খ্রী.
০৪.	জালাল উদ্দীন আল মাহাল্লী ও জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী,	: *তাফসীরুল জালালাইন*, বৈরুত, মাকতাবাহ লুবনান নাশিরুন, ২০০৩ খ্রী.
০৫.	মুহাম্মাদ তাহের বিন 'আশুর	: *তাফসীর আত তাহরীর ওয়াততানওয়ীর*, তিউনুস, দারুত তিউনুসিয়্যাহ, ১৯৮৪ খ্রী.
০৬.	আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আল বুখারী	: *সহীহ আল বুখারী*, কায়রো, মাকতাবাহ ইবনু তাইমিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রী.
০৭.	আল ইমাম আল হাফেজ আহমাদ বিন 'আলী বিন হাজার আল 'আসক্বালানী	: *ফাতহুল বারী বি শারহে সহীহ আল বুখারী*, কায়রো, দারুল হাদীস, ২০০৪ খ্রী.
০৮.	বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ মাহমুদ বিন আহমাদ আল 'আইনী	: *'উমদাতুল ক্বারী শারহে সহীহ আল বুখারী*, বৈরুত, দারুল কুতুব আল ঈলমিয়্যাহ, ২০০১ খ্রী.
০৯.	আবুল হুসাইন মুসলিম বিন আল হাজ্জাজ	: *সহীহ মুসলিম*, কায়রো, মাকতাবাহ দার ইবনুল জাউযী, ২০১০ খ্রী.
১০.	মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন সূরাহ আবু ঈসা আত-তিরমিযী	: *আল জামে'উস সহীহ সুনানুত তিরমিযী*, কায়রো, দ্বার ইবনুল জাওযীই, ২০১১ খ্রী.
১১.	সুলায়মান বিন আল আশ'আস আবু দাউদ আল সিজিস্তানী	: *সুনানু আবি দাউদ*, কায়রো, দ্বার ইবনুল জাওযীই, ২০১১ খ্রী.
১২.	আল আমীর 'আলাউদ্দীন 'আলী বিন বালবান আল ফারেসী	: *আল ইহসান ফি তাক্বরীবি সহীহ ইবনে হিব্বান*, (বৈরুত, মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৮ খ্রী.)
১৩.	আল ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন 'আব্দিল্লাহ আল যারকাশী	: *আল বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআ'ন*, দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর, ২০০৬ খ্রী.
১৪.	আবুল কাসেম আল হুসাইন বিন মুহাম্মাদ	: *আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআ'ন*, মাকতাবাতু নাজার মুস্তাফা আল বায
১৫.	আল আবলাউইস মা'লূফ আল ইয়াসাবী	: *আল মুনজিদ ফীল লুগাতি ওয়াল আদাবি ওয়াল 'উলূম*, মাতবা'আতুল কাসূলিয়া, বৈরুত, ১৯০৮ খ্রী.
১৬.	আল আবরু রাফাইল নাখলাহ আল ইয়াসাবী	: *আল মুনজিদ ফীল মুতারাদিফাত ওয়াল মুতাজানিসাত*, দারুল মাশরিক্ব, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রী.
১৭.	আস সাইয়্যেদ ইসমা'ঈল 'আলী সুলাইমান	: *আল বুরহান 'আলা ই'জাযিল কুরআন*, কায়রো, আল মাকতাবুল মাসরী আল হাদীস, ২০১৪ খ্রী.
১৮.	আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসূফ	: *মহাগ্রন্থ আল কোরআন কি ও কেন?*, ঢাকা, দারুল আরাবিয়া বাংলাদেশ, ২০১০ খ্রী.

Dhaka University Institutional Repository

গ্র ন্থ প ঞ্জি

১৯.	‘আল্লামা জালালুদ্দীন আস সুয়ূতী	: *আল মাজহার ফী ‘উলূমিল লুগাতি ওয়া আনওয়াইহা*, বৈরুত, আল মাক্তাবাতুল ‘আসরিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রী.
২০.	আবু ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ‘আব্দুল্লাহ আল হাকিম আল নিসাবুরী	: *আল মুসতাদরাক ‘আলাস সাহীহাইন*, বৈরুত, দারুল কুতুব আল ‘ঈলমিয়্যাহ, ২০০২ খ্রী.
২১.	আবু ‘আলী আলহাসান বিন রাসিক আলকিরদানী	: *আল ‘উমদাতু ফী সানা‘আতিশ শা‘রী ওয়া নাক্বদিহী*, মারকাজু তাহকীকাত কম্পিউটার ‘উলূমি ইসলামী
২২.	আবুল ফারায ‘আব্দুর রাহমান ইবনুল যাওজী	: *ফুনূনুল আফনান ফী ‘উয়ূনি উলূমিল কুরআ’ন*, বৈরুত, দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রী.
২৩.	আবু মানসূর আব্দুল মালেক বিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আস সা‘আলাবী	: *ফিকহুল লুগাহ ওয়া আসরারুল ‘আরাবীয়্যাহ*, বৈরুত, আল মাকতাবাতুল ‘আসরিয়্যাহ লিত্যাবা‘আতি ওয়াননাসরি, ২০০০ খ্রী.
২৪.	আল রুম্মানী, আল খাত্তাবী ও আব্দুল ক্বাহের আল জুরজানী	: *সালাসাতু রাসাইল ফী ই‘জাযীল কুরআ’ন*, কায়রো, দারুল মা‘আরিফ
২৫.	আবু জা‘ফর মুহাম্মাদ বিন জারীর আত তাবারী	: *তাফসীরুত তাবারী জামে‘উল বায়ান ‘আন তাউইলিল কুরআ’ন*, বৈরুত, দারুল কুতুবুল ‘ঈলমীয়্যাহ, ২০০৯ খ্রী.
২৬.	আব্দুল্লাহ বিন হুসাইন বিন হাসনুন আল মুকরী	: *আল লুগাত ফীল কুরআ’ন*, কায়রো, মিসর, সালাহ উদ্দীন আল মুনজিদ, ১৯৪৬ খ্রী.
২৭.	আবুল ফারায আব্দুর রাহমান ইবনুল জাওযী	: *ফুনূনুল আফনান ফী ‘উয়ূনি ‘উলূমিল কুরআ’ন*, বৈরুত, দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রী.
২৮.	আবুল ঈয মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন বুনদার আল ওয়াসিতী	: *ইরশাদুল মুবতাদী ওয়া তাযকীরুল মুনতাহী ফী কিরাআতিল ‘আশার*, জামেয়া উম্মুল কুরআ, মাক্কা আল মুকাররামাহ, ১৪০৪ হি.
২৯.	আবু সা‘দা রাউফ	: *আল আ‘লামুল আ‘জামিয়্যাহ ফিল কুরআনিল কারীম*
৩০.	আবু মানসুর মাওহুব বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল খিদর আল জাওয়ালিক্বী	: *আল মু‘আররাব মিনাল কালামিল আ‘জামী ‘আলা হুরুফীল মু‘জাম*, বৈরুত, দারুল কুতুব আল ‘ঈলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রী.
৩১.	আহমাদ ঈসা আলী আল জামাল	: *আল কুরআ’ন ও লুগাতুস সুরিয়ান*, জামে‘আতুল আযহার, ২০০৭ খ্রী.
৩২.	আবু হাতিম আহমাদ বিন হামদান আল রাযী	: *কিতাবুয যীনা ফীল কালিমাতিল ইসলামিয়্যাতিল আরাবিয়্যাহ*, সান‘আ, মারকাযুদ দিরাসাত ওয়াল বুহুসুল ইয়ামানী, ১৯৯৪ খ্রী.
৩৩.	আহলুল কুরআ’ন	: *আর রাহমান ইসমু সুরইয়ানী ওয়া লাইসা ‘আরাবি*, সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ জুলাই ৩০; ২০১৮ খ্রী. http://www.ahlalquran.com/arabic/show_article.php?main_id=15067
৩৪.	আবুল ‘ঈয মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন বুনদার আল ওয়াসিতী	: *ইরশাদুল মুবতাদী ওয়া তাযকীরুল মুনতাহী ফী কিরাআতিল ‘আশার*, জামে‘আ উম্মুল কুরা, মাক্কা আল মুকাররামাহ, ১৪০৪ হি.
৩৫.	আবু মানসূর আব্দুল মালেক বিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আস সা‘লাবী	: *ফিকহুল লুগাহ ওয়া আসরারুল ‘আরাবীয়্যাহ*, বৈরুত, আল মাকতাবাতুল ‘আসরিয়্যাহ লিত্যাবা‘আতি ওয়ান নাসরি, ২০০০ খ্রী.

Dhaka University Institutional Repository

গ্র ন্থ প ঞ্জি

৩৬.	‘আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আর রাজী আবি হাতিম	: *তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম*, রিয়াদ, মাকতাবাতু নাযযার মুসতাফাহ আল বায, ১৯৯৭ খ্রী.
৩৭.	আহমাদ শাহলান, মিনাল আদাবিল ‘আরাবি আল ‘ঈবরী	: *আবু হারুন মূসা বিন ইয়া‘কুব বিন ‘আযরা ওয়া কিতাবিহিল মুহাদারাহ ওয়াল মুযাকারাহ*, মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতিল আদাব ওয়াল ‘উলূমিল ইনসানিয়্যাহ, জামেয়াতু মুহাম্মাদ আল খামিস, ১৯৮৫ খ্রী.
৩৮.	ইবনে মানজুর	: *লিসানুল ‘আরব*, দারুল মা‘আরিফ
৩৯.	ইব্রাহীম মূসা হান্দাউই	: *আল আছারুল ‘আরাবি ফীল ফিকরিল ইয়াহুদী*, কায়রো, মাকতাবাতুল আঞ্জালুল মাসরিয়্যাহ, ১৯৬৩ খ্রী.
৪০.	ইউসূফ নূমা আল বুসতানী	: *তাফসীরুল আলফাযিদ দাখিলিয়্যাহ ফীল লুগাতিল ‘আরাবিয়্যাহ মা‘আ যিকরি আসলিহা বিহুরুফিহী*, মিসর, মাকতাবাতুল ‘আরব, ১৯৩২ খ্রী.
৪১.	ইবনু ‘আকীলাহ আল মাক্কী	: *আল যিয়াদাতু ওয়াল ইহসান ফী ‘উলূমিল কুরআন*, মারকাযুল বুহুস ওয়াদ দিরাসাত, ২০০৬ খ্রী.
৪২.	ইব্রাহীম আনিস, আব্দুল হালিম মুনতাসির, আতিয়া আস সাওয়ালিহী, মুহাম্মাদ খালফুল্লাহ আহমাদ	: *আল মু‘জামুল ওয়াসিত*, কায়রো, মিশর, মাকতাবাতুশ শুরুক আদ দাউলিয়া, ২০০৪ খ্রী.
৪৩.	ইবনে মাঞ্জুর আল আফরিকী	: *লিসানুল ‘আরব*, বৈরুত, দারুল ফিকর, ২০১১ খ্রী.
৪৪.	ঈমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন কাছীর আল কুরাশী আদ দামেশকী	: *আল বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ*, কায়রো, দার ইবনিল জাওযী, ২০০৯ খ্রী.
৪৫.	ঈযযুদ্দীন আল মুনাসিরাহ	: *আল মাসআলাতুল আমাজীগিয়্যাহ ফীল জাযাইরি ওয়াল মাগরিব ইসকালিয়্যাতুত তা‘দীদিয়্যাহ আল লুগাউইয়্যাহ*, ‘উমান, দারুস সুরুক, ১৯৯৯ খ্রী.
৪৬.	জালালুদ্দীন আস সুয়ুতী	: *আল ইতক্বান ফী ‘উলূমিল কুরআ’ন*, বৈরুত, লেবানন, ২০০৮ খ্রী.
৪৭.	মাজীদ হামীদ আল বাদীরী	: *আল মু‘আররাব ফিল কুরআনিল কারীম ওয়া আছারিহি ফী হারাকাতিল ইক্বতেবাস*
৪৮.	মুহাম্মাদ আব্দুস শাফেঈ আল কুসী	: *আবক্বারিয়্যাতুল লুগাতুল ‘আরাবিয়্যাহ*, রাবাত, মরক্কো, ২০১৬ খ্রী.
৪৯.	মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাক্বী	: *আল মু‘জামুল মুফাহরাস লিল আলফাযিল কুরআনিল কারীম*, দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর, ১৩৬৪ হি.
৫০.	মুহাম্মাদ ঈজ্জাহ দুরুযাহ	: *তাদবীনুল কুরআনিল মাজীদ*, দারুস সুআঈ লীল নাশরী, ২০০৪ খ্রী.
৫১.	মুসতাফা সাদিক আর রাফি‘ঈ	: *ই‘জাযুল কুরআন ওয়াল বালাগাতুন নাবাবিয়্যাহ*, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৭৩ খ্রী.
৫২.	মুহাম্মদ নূরুল আমীন	: *বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান*, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০২ খ্রী.
৫৩.	মুহাম্মদ আবু তালেব	: *বিজ্ঞানময় কুরআন*, তাজমহল প্রেস, চট্টগ্রাম, ২০০৩ খ্রী.
৫৪.	মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মু’মিন	: *আল কুরআ’নের অভিধান*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৬ খ্রী.

Dhaka University Institutional Repository

গ্র ন্থ প ঞ্জি

৫৫.	মুহাম্মাদ শফীক	: *ছালাছাতুন ওয়া ছালাছীনা ক্বারনিন মিন তারীখিল আমাজীগিয়্যীন*
৫৬.	মাহমুদ বিন হামজাহ আলকারমানী	: *গারাইবুত তাফসীর ওয়া 'আযাইবুত তা'উইল*, জেদ্দা, দারুল ক্বিবলা লিসসাক্বাফাতিল ইসলামিয়্যাহ বৈরুত, মুআসসাসাতু 'উলূমিল কুরআ'ন, ১৯৮৩ খ্রী.
৫৭.	রাউফ আবু সাদাহ	: *আল 'আলামুল আ'জামিয়্যাহ ফিল কুরআ'নিল কারীম*
৫৮.	সালাহ উদ্দীন আল মুনজিদ	: *কিতাবুল লুগাত ফীল কুরআন*, মাতবা'আতুর রিসালাহ, কায়রো, ১৯৪৬ খ্রী.
৫৯.	সালাহ আব্দুল ফাত্তাহ আলখালেদী	: *আল আ'লামুল আ'জামিয়্যাহ ফীল কুরআ'নিল কারীম*, দামেশক, দারুল কালাম, ২০০২ খ্রী.
৬০.	হাসান বারবারাহ	: *নাশআতু ওয়াত তাতাউরুল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ*, ২০১০-২০১১ খ্রী.
৬১.	হাফেজ আবুল কাসেম সুলায়মান বিন আহমাদ আত তাবারানী	: *আল মু'জামুল কাবীর*, কায়রো, মাকতাবাহ ইবনু তাইমিয়্যাহ, ২০০৮ খ্রী.
৬২.	ফখরুদ্দীন আররাযী	: *তাফসীরল ফখরুর রাযী (আল তাফসীরুল কাবীর, মাফাতীহুল গায়ীব)*, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৯৮১ খ্রী.
৬৩.	কাজী জাহান মিয়া	: *আল কুরআ'ন দ্যা চ্যালেঞ্জ সমকাল পর্ব-১*, মদীনা পাবলিকেশান্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৫ খ্রী.
৬৪.	কাজী জাহান মিয়া	: *আল কুরআ'ন দ্যা চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-১*, মদীনা পাবলিকেশান্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯১ খ্রী.
৬৫.	কাজী জাহান মিয়া	: *আল কুরআ'ন দ্যা চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-১*, মদীনা পাবলিকেশান্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৭ খ্রী.
৬৬.	ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান	: *আধুনিক আরবি -বাংলা অভিধান*, রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রী.
৬৭.	ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী	: *তাফসীরুল কুরআ'ন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রী.
৬৮.	ড. শাউক্বী আবু খালীল	: *আতলাসুল কুরআ'ন আমাকিন-আকওয়াম-আ'লাম*, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, ২০০৩ খ্রী.
৬৯.	ড. কারীম যাকী হিসাম আদদীন	: *আল আ'রাবিয়্যাহ তাতাউর ওয়াত তারীখ*
৭০.	ড. জামাল কুলগালী	: *হাওলা তারীখিল লুগাহ আল'আরাবিয়্যাহ*, ২০০৭ খ্রী.
৭১.	ড. হুসাইন নাসসার	: *ফীশ শে'রিল 'আরাবি*, বূর সাঈদ, মাকতাবাহ আস সাকাফাহ আদ দ্বীনিয়্যাহ, ২০০১ খ্রী.
৭২.	ড. শাউক্বী দাইফ	: *আল মু'জামুল ওয়াসিত*, মাকতাবাতুশ শুরুক্ব আদ দাউলিয়্যাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৪ খ্রী.
৭৩.	ড. ইয়াসীর আল সাইয়্যেদ নাউইর	: *কাউয়াঈদুর রসম আল 'উসমানী ওয়া হিকামিহী*, আম্মান, মাজাল্লাতুল মীযান লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ক্বানুনিয়্যাহ
৭৪.	ড. মুহাম্মাদ সালিম মহসিন	: *তারিখুল কুরআ'নিল কারীম*, দা'ওয়াতুল হাক্ব, হিজরী ১৪০২ খ্রী.
৭৫.	ড. আলী বিন সুলায়মান আল উবাইদ	*জাম'উল কুরআ'নিল কারীম হিফজান ওয়া কিতাবাতান*

Dhaka University Institutional Repository

গ্র ন্থ প ঞ্জি

৭৬.	যুবরান মাস'ঊদ	: *আর রায়েদ*, দারুল 'ঈলম লিলমালাইন, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রী.
৭৭.	ফারুক মাহমুদ	: *জাগ্রত মুসলিম আফ্রিকা*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস, ১৯৯৬ খ্রী.
৭৮.	Dr. Maurice Bucaille	: *THE BIBLE, The Qur'an and Science*
৭৯.	Edip Yuksel	: *QUR'AN A REFORMIST TRANSLATION*, Brianbow Press, Hundred Fourteen Book, United State of America
৮০.	Dr. Rohi Baalbaki	: *AL-MAWRID A MODERN ARABIC-ENGLISH DICTIONARY*, Daar al I'lm li al-malayeen, 1995
৮১.	Thomas Patrick Hughes	: *DICTIONARY OF ISLAM*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.

Dhaka University Institutional Repository